রূপকথা নয়

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

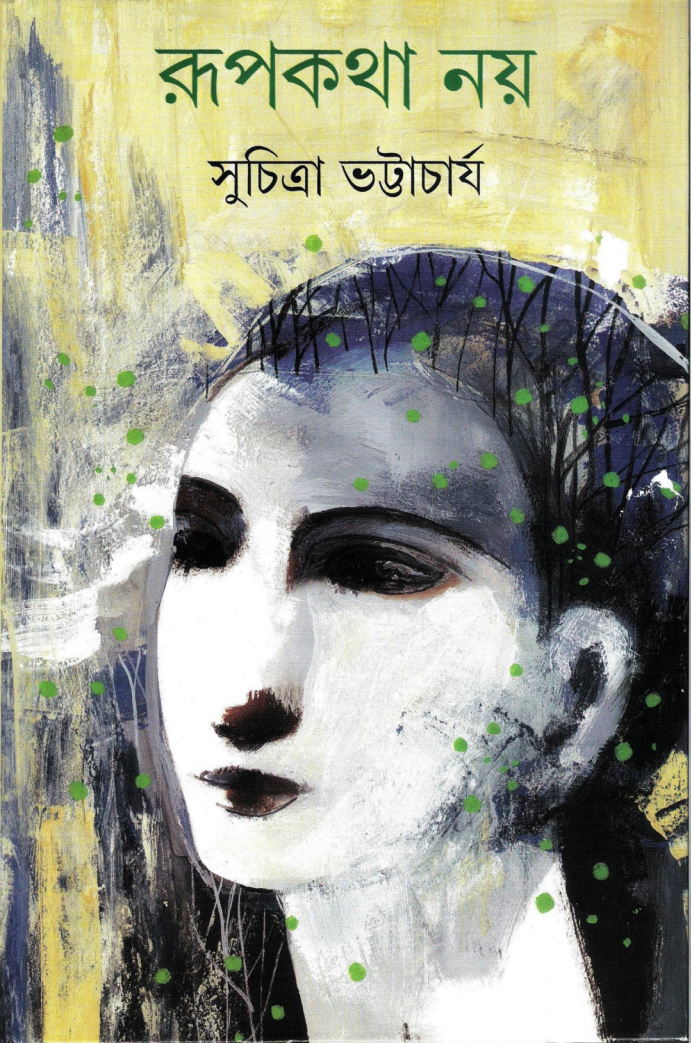

রূপকথা নয়

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

আনন্দ

pathagar.net

বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা গায়ে পড়তেই শরীর জুড়ে চেনা শিহরন। যেন শীতল জলকণা রোমকূপ বেয়ে পৌঁছে গেল ভেতরে, অনেক ভেতরে। চঞ্চল হল শিরা-ধমনী, রিনরিন বেজে উঠল দেহতন্ত্রী।

হ্যাঁ, বৃষ্টি এসে হঠাৎ ছুঁয়ে দিলে এরকমটাই হয় চিকুরের। সেই কিশোরীবেলা থেকেই। স্পর্শটা বৃষ্টির? নাকি আলিঙ্গনের জন্য উন্মুখ ওই আকাশের? গুমগুম ডাকছে আকাশ, পেশিতে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ, ঝোড়ো বাতাস পাঠিয়ে উস্তমখুস্তম করে দিচ্ছে চিকুরকে। আর ওমনি চিকুরেরও বুক শিরশির, নাভিমূল বেয়ে নেমে যাচ্ছে চোরা স্রোত। এ এক তীব্র শরীরী অনুভূতি। ভাল লাগে চিকুরের, ভীষণ ভাল লাগে।

দমকা হাওয়ার শৃঙ্গারপর্ব শেষ। বিন্দু দ্রুত পরিণত হয়েছে ধারায়। পথবাতিদের ঝাপসা করে ঝরছে ঝমঝম। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বারেক ঊর্ধ্বপানে তাকাল চিকুর। তারপর ভ্যানিটিব্যাগ বুকে সাপটে বাড়ির রাস্তা ধরেছে। বেদম ভিজতে ভিজতে। আহ্, আরাম... আরাম! সারাদিন অফিসের অন্তহীন চাপ, ভিড় বাসের পিটপিটে ক্লান্তি, সব যেন ধুয়েমুছে সাফ। ছাতা খোলার কথা স্মরণে নেই, কে দেখছে, কে দেখছে না, সেদিকেও ভ্রূক্ষেপ নেই কোনও, কেমন আচ্ছন্নের মতো হেঁটে চলেছে চিকুর।

ঘোর কাটল আবাসনের গেটে এসে। সামনে নীল। চিকুরদের পাশের ব্লকের অমলদারা কলকাতার পাট চুকিয়ে দিল্লি চলে গেল। একতলার ওই ফ্ল্যাটেই এসেছে গত বছর। ভারী মিশুকে পরিবার। বাবা-মা সরকারি চাকুরে। ছেলে পড়ছে সল্টলেকে। ইঞ্জিনিয়ারিং, সেকেন্ড ইয়ার।

নীলের পরনে শর্টস-টিশার্ট, পায়ে গামবুট, মাথায় ছাতা। আমুদে গলায় বলল, হাই চিকুরদি! জব্বর ভিজেছ তো!

সান্ধ্য বৃষ্টির লীলা শেষ, ঝিমিয়ে পড়ছে ক্রমশ। ভেজা চুলে হাত চালিয়ে চিকুর লাজুক হাসল, আর বলিস না, এমন দুম করে এসে গেল!

pathagar.net

খুব দরকার ছিল কিন্তু। সারা বিকেল যা গুমোট ছেড়েছে, বাপস্।

হুম। তা তুই ছপছপ করে চললি কোথায়?

বন্ধু এসেছে। তিন পিস। একটু পিৎজা-ফিৎজার ধান্দায় যাচ্ছি।

ওয়াও! চলে আসব নাকি?

অলওয়েজ ওয়েলকাম। এক বন্ধু গিটার এনেছে, গানাবাজনাও হবে।

সন্ধেবেলা আজ কাকিমারা নেই বুঝি?

ঠিক ধরেছ। বাবা-মা'র আজ নাটক দেখার প্রোগ্রাম। অ্যাকাডেমিতে।

কথার মাঝেই নীলের অবাধ্য চোখ ঘোরাফেরা করছে চিকুরে। তা নীলের আর দোষ কী, চিকুরকে দেখলে বুড়োহাবড়ারাই নালেঝোলে একশা হয়। তেমন রূপসি হয়তো নয় চিকুর, তবে তার চিকন-চিকন শ্যামলা রঙে, ভ্রমরকালো চোখে, গড়পড়তা বাঙালি মেয়েদের চেয়ে দীর্ঘতর দেহকাণ্ডে, টানটান যৌবনে একটা মাদক আকর্ষণ তো আছেই। তার ওপর সেই সুঠাম তনুটি এখন সিক্ত বসন ভেদ করে যথেষ্ট প্রকট। সদ্যযুবক নীল তো খানিক বেসামাল হতেই পারে।

চিকুর অবশ্য এসব ব্যাপার খুব একটা আমল দেয় না। কিংবা দেয়, তেমন করে গায়ে মাখে না। হালকা হেসে বলল, না রে, তোরাই এনজয় কর।

বলেই নীলকে টপকে সোজা নিজের ব্লকের দরজায়। ল্যান্ডিং-এর জানলাগুলো খোলা, জল গড়াচ্ছে সিঁড়ি বেয়ে। হলদেটে বাল্বের আলোয় ধারাটাকে কেমন মনমরা লাগে। সরু স্রোতটাকে পেরিয়ে চিকুর উঠল তিনতলায়। বাঁদিকের ফ্ল্যাটের ডোরবেলে আঙুল চেপেছে।

পাল্লা খুলতে সময় লাগল একটু। স্বভাবসিদ্ধ মন্থর পায়ে এসেছে শুভা। নিষ্প্রাণ মুখমণ্ডল, নিস্তেজ চাহনি, দেখেই বোঝা যায় নিরানন্দ স্থায়ী আস্তানা গেড়ে আছে মনে।

তবে এই মুহূর্তে শুভার গলায় সামান্য ঝাঁঝ। মেয়েকে একঝলক দেখে নিয়ে বলল, কী যে ছেলেমানুষি করিস! কোথাও দু'মিনিট দাঁড়িয়ে যেতে পারলি না?

জবাব না দিয়ে চিকুর সুড়ুৎ অন্দরে। ঝুঁকে শর্টহিলের স্ট্র্যাপ খুলছে।

pathagar.net

শুভা অপ্রসন্ন স্বরে বলল, ঢঙ করে ছাতা নিয়ে বেরোনোরই বা কী দরকার!

ছাতা তো রোদ্দুরের জন্যে মা। জানো না, বৃষ্টিতে ভিজলে ছাতার আয়ু কমে যায়! ফিকফিক হেসে পায়ে রবারের চপ্পলটা গলাল চিকুর। ঘাড় হেলিয়ে বলল, বাবা নিশ্চয়ই এখনও ফেরেনি?

কবে ফেরে!

ফুল কোথায়? টিউশন পড়তে?

উঁহু। তিনি গেছেন বন্ধুর বাড়ি। বার্থডে পার্টি।

ও হ্যাঁ, বলছিল বটে। পলকের জন্য চিকুর উৎকীর্ণ। পলকে চোখ ঘুরিয়ে বলল, আর আমার কুটুসবাবু যথারীতি কার্টুন চ্যানেলে?

কিছু একটা দিয়ে তো বসিয়ে রাখতে হবে। টিভি চললে তাও দাপাদাপিটা কম থাকে।

তা ঠিক।

ভিজে সালোয়ার-কামিজটা ছাড় আগে। চা বসাচ্ছি।

চিকুরের চায়ের নেশা নেই তেমন। বাড়ি, অফিস, সর্বত্র খায় অল্পস্বল্প, আবার না হলেও চলে। তবে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে এক পেয়ালা উষ্ণ পানীয় তাকে বেশ চনমনে করে দেয়। আজ বৃষ্টি এসে ক্লান্তি অনেকটাই হরণ করে নিয়েছে, এক্ষুনি এক্ষুনি চা-এ বিশেষ স্পৃহা নেই। আলগাভাবে বলল, দাঁড়াও, আগে একটা স্নান সেরে আসি।

সরাসরি বাথরুমে অবশ্য গেল না চিকুর। পা টিপে টিপে ঢুকেছে ঘরে। টুপটাপ জল ছড়াতে ছড়াতে।

বছর আঠারো আগে কেনা দু'কামরার এই ফ্ল্যাটের ঘরগুলো বেশ বড় বড়। এক সময়ে চিকুররা দু'বোন থাকত এ-ঘরে। দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর চিকুর একা। তারপর ফুলকে জন্ম দিয়ে কাঁকন যখন মারা গেল, সদ্যোজাত বাচ্চাটাকে নিয়ে শুভাও শুত এখানে। ফুল একটু সাব্যস্ত হতে শুধু মাসি বোনঝি। মাঝে কয়েকটা বছর ঘরখানা অবশ্য ফুলেরই ছিল, এখন চিকুর এসে ফের দখল নিয়েছে। তিনজনে একটু গাদাগাদি হয় বটে, তবে পুরনো আমলের বড়সড় খাট তো, কুলিয়েও যায় মোটামুটি।

pathagar.net

শুধু খাটই নয়, এ ঘরের সব আসবাবই আগেকার। স্টিলের আলমারি, সানমাইকা বসানো ড্রেসিংটেবিল, বুক-র‍্যাক, আলনা, পড়ার ডেস্ক কিছুই বদলায়নি গত আঠারো বছরে। নতুন জিনিস মাত্র একটাই। চাকা লাগানো স্ট্যান্ড সহ রঙিন টিভি। দাদু কিনে দিয়েছে নাতি-নাতনিকে, নিজের গরজেই। নাচা-গানা, কার্টুন-হাঙ্গামা যা দেখার এখানে বসে দ্যাখো, ওঘরে দাদুর খেলা দেখায় বিঘ্ন ঘটানো চলবে না।

ওই টিভিতেই কুটুসের চোখ গাঁথা এখন। বসেছে প্লাস্টিকের টুল টেনে, ছবির একেবারে নাকের ডগায়। মা যে অফিস থেকে ফিরল, ঘরে হাজির, ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে, হুঁশই নেই বাবুর।

হঠাৎ ছেলেকে চমকে দিয়ে জাপটে ধরল চিকুর। চকাস-চকাস চুমু খাচ্ছে এ-গালে ও-গালে। শুরু হয়েছে সোহাগের প্রলাপ, ওরে আমার কুট কুট কুটুস রে... ওরে আমার পান্তাফ্যাচাং ঘন্টাফড়িং রে... আমার সুন্টু মুন্টু ঘুন্টু রুন্টু রে...

সাধারণত মায়ের এমন ধারার আদরে পোষা বেড়ালের মতো গা মোচড়ায় কুটুস। এখন কিন্তু সে মোটেই আহ্লাদিত নয়। টম আর জেরির তিড়িংবিড়িং নাচনে ব্যাঘাত ঘটেছে যে! আর বিরক্ত হলে সরবে জানান দেওয়াটাই কুটুসের রীতি। নিজেকে ছাড়াতে ছাড়াতে চেঁচিয়ে উঠল, ছি, ভিজেছ কেন?

আমার ইচ্ছে হল যে।

বাজে ইচ্ছে। আমি পছন্দ করি না।

উঁউঁউঁহু, কড়ে আঙুলের ছেলে... এখনই পছন্দ-অপছন্দে মটমট। দাঁড়া, তোকে আরও ভেজাচ্ছি।

না। ছেড়ে দাও আমাকে।

যদি না-ছাড়ি?

আমি কিন্তু রেগে যাচ্ছি।

ওরে আমার রাগী বুড়ো রে...

ছেলেকে আবার একটু ঘেঁটে দিয়ে এবার চিকুর হাসতে হাসতে বাথরুমে। ভেজা সালোয়ার-কামিজ-ব্রা-প্যান্টি ছেড়ে চালিয়ে দিয়েছে শাওয়ার। ঝরনাধারায় আপন মনে মাথা দোলাচ্ছে। কখনও বা ভাঁজ পড়ে ভুরুতে,

pathagar.net

কখনও ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। তবে স্নান সেরে, কাফতানটা গায়ে জড়িয়ে, জলকাচা কাপড়চোপড়গুলো নিয়ে চিকুর যখন বেরোল, মুখে শুধু হাসিটুকুই লেপে আছে।

শুভা চা বানিয়ে অপেক্ষা করছিল। চুল আঁচড়ে চিকুর ডাইনিং টেবিলে এল। কাপে চুমুক দিতে দিতে নিরীক্ষণ করছে মাকে। চোখ কুঁচকে প্রশ্ন ছুড়ল, ব্যাপার কী, অ্যাঁ? বিষাদময়ী আজ কোন শোকে কাতর? হাঁটুর ব্যথা বেড়েছে নাকি?

নাহ্। শুভা ফোঁস করে শ্বাস ফেলল, কমই আছে।

লাল তেলটা রেগুলার লাগাচ্ছ তো? কিপটেমি কোরো না। শৈবালকে বলে রেখেছি, নেক্সট টাইম সিঙ্গাপুর গেলে আরও তিনটে ফাইল এনে দেবে।

জানি তো। মাখছি তো।

তা হলে? নিশ্চয়ই আমার কথা ভেবে নতুন করে দুঃখ উথলে ওঠেনি? চিকুর মুচকি হাসল, নাকি কাজলদি আজও ডুব?

উঁহু, এসেছিল।

কাল কামাই করল কেন?

বরের পেটে নাকি আলসার হয়েছে। হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিল।

সর্বনাশ! তা হলে তো মাঝে মাঝেই ফ্রেঞ্চ লিভ নেবে। সরস্বতীকে পটিয়ে রাখো, যেন এক-আধদিন হাতে হাতে একটু টেনে দেয়। অন্তত ভাত-ডালটাও যদি করে দিয়ে যায়, প্লাস কুটনো-টুটনোগুলো...। নইলে তুমি একা হাতে...

হুঁহু, সারাজীবন কত দোকা হাত পেয়েছি!

তখন তোমার ক্ষমতা ছিল, এখন বয়স হচ্ছে...

থাক, আমার ভাবনা না ভাবলেও চলবে। আমার চিন্তা কীসে লাঘব হয়, তা যদি তুমি বুঝতে...। শুভা আর একটা শ্বাস ফেলল। ড্রয়িংস্পেসের দেওয়ালঘড়িটা দেখতে দেখতে আপন মনে বলে উঠল, ফুলটাও এখনও এল না...!

ও, ফুলের ভাবনায় মূর্ছা যাচ্ছ?... সবে তো এখন পৌনে আটটা মা।

পৌনে আটটা কম হল? ওইটুকু মেয়ে একা-একা এতক্ষণ বাইরে...

pathagar.net

একা কেন? নিশ্চয়ই বন্ধুরাও আছে। চিকুর কাপ নামিয়ে রাখল, ফুল গেছে কদ্দূর?

আশাবরীতে।

তা হলে তো পাশেই।

তাও...

কেন অকারণে টেনশন করো মা? ফুল তো দুধের শিশুটি নেই, সিক্সে উঠল। বন্ধুর জন্মদিনে গিয়ে হইহুল্লোড় করবে না? কেক কাটা হবে, খাওয়াদাওয়া আছে, একটু রাত তো হতেই পারে।

তবু... আমার কেমন ভয় করে।

কীসের ভয় মা? ফুল লোপাট হয়ে যাবে? নাকি পাঁচ পা দূরের আশাবরী থেকে ফিরতে গিয়ে বিশাল অ্যাক্সিডেন্টে পড়বে?

বালাই ষাট। কু গাইছিস কেন?

ওফ্ মা, বি প্র্যাক্টিকাল। কারও সু গাওয়া কু গাওয়ার ওপর পৃথিবীর কিছুই নির্ভর করে না। যা হওয়ার তা হবে। আর যা হওয়ার নয়, তা হবে না। কিংবা বলতে পারো, যা ঘটে যায় সেটাই ভবিতব্য। চিকুর গলা নামাল, ভেবে দ্যাখো, মুখে উচ্চারণ তো দূরস্থান, আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি, তবু তো দিদিটা আলটপকা মরে গেল। ঠিক কি না?

শুভা গুম। বেশ খানিকক্ষণ পর স্বর ফুটেছে, ফুলকে নিয়ে আমার কিন্তু সত্যিই খুব ভাবনা হয় রে।

কেন?

মেয়েটা কেমন বদলে যাচ্ছে। এগারোতেও পড়েনি, এখনই যা চোপা! কিছু বলতে গেলে ফোঁস করে ওঠে। পড়াশুনোতেও মন নেই... দেখলি তো, এবার রেজাল্টটা কেমন করল...

ওরকম এক-আধ বছর হয় মা। ফুল যথেষ্ট ইন্টেলিজেন্ট, ঠিক মেক-আপ দিয়ে নেবে।

পারলেই ভাল। তবে যা টিভির নেশা... নাচ গান সিরিয়াল কিছুই তো বাদ যায় না। শুভা তৃতীয় বার শ্বাস ফেলল, পরের গচ্ছিত ধন মানুষ করছি... ফুল যদি বয়ে যায়, ওপারে গিয়ে কাঁকনকে আমি কী কৈফিয়ত দেব?

pathagar.net

বড্ড বেশি দূর ভেবে ফেলছ মা। চিকুর হিহি হেসে উঠেছে, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, দিদি ওপারের চেকপোস্টে দাঁড়িয়ে নেই।

তোর সবেতেই ফাজলামি। শুভা ঈষৎ রুষ্ট, কল্যাণের কাছেও তো মুখ দেখানোর একটা ব্যাপার আছে।

তোমার কল্যাণেরই মুখ দেখা যায় না, তাকে তুমি...! চিকুর এবার হেসে কুটিপাটি। দম নিয়ে বলল, কল্যাণদা মেয়ের রেজাল্ট জানে? খোঁজ রাখে?

না-জানার তো কিছু নেই। যতই বাউন্ডুলে হোক, মেয়ের খবর সে ঠিকই রাখে। পরশুই তো ফোন করে ফুলকে কত বোঝাচ্ছিল।

চিকুর মুখ বেঁকাল, ব্যস, এতেই ফুলের বাবার দায়িত্ব শেষ?

দায়িত্ব কে কতটুকু বয় জানা আছে। শুভার স্তিমিত চোখ সামান্য জ্বলে উঠল, ফুলের বাবা নয় বউ মরে বিবাগী, তোর বাবা যে জ্যান্ত বউ-মেয়ে ঘাড়ে নিয়ে চিরকালটা বিবাগী সেজে কাটিয়ে দিল! সংসারের কোনও বিষয়ে সে মাথা ঘামায়? ফুটবল ছাড়া আর কিচ্ছুটি বোঝে সে?

অভিযোগটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। দেবেশ মিত্তিরের তো দুনিয়াটাই ফুটবলময়। সাংসারিক ব্যাপারে উদাসীন তাকে বলা যাবে না, তবে দুঃখ-কষ্ট, শান্তি-অশান্তি, সবই ওই চামড়ার গোলোকে দিব্যি ভরে রাখে দেবেশ। জীবনটাই তার কাছে একটা খেলার মাঠ। কখনও সবুজ, কখনও-বা কাদা থকথকে।

নরম স্বরে চিকুর বলল, ওভাবে বলছ কেন মা? ফুটবল খেলেই তো বাবা সংসারটা টানল। খেলার দৌলতে বাবার চাকরি, প্লেয়ারস কোটায় সিএমডিএ-এর এই ফ্ল্যাট...। এখনও কোচিং করে, তার থেকেও রোজগার আছে।

হ্যাঁ, ওতেই আমি বর্তে গেছি। এবার শুভার একটা দেড়মনি দীর্ঘশ্বাস পড়েছে, কিচ্ছু ভাল লাগে না। কবে যে এই ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব!

শুভার এটাই বাঁধা লব্জ। ইদানীং তার যে-কোনও আলাপচারিতারই সমাপ্তি ঘটে ওই শেষ পঙ্‌ক্তিতে। এবং ওই আক্ষেপোক্তির অনেকটাই যে চিকুরকে ঘিরে, তাতেও কোনও সংশয় নেই।

pathagar.net

কাপ-প্লেট নিয়ে শুভা রান্নাঘরে গেছে। কাজ সারছে টুকটাক। চিকুরও আর বসল না, ড্রয়িংস্পেসের সেন্টারটেবিলে পড়ে থাকা ভ্যানিটিব্যাগটা তুলে নিয়ে ফিরেছে ঘরে। কুটুস এখনও টিভিতে মগ্ন। একটা বিচ্ছু বাচ্চার বজ্জাতি দেখছে বিমোহিত বদনে। ছেলেকে না-ঘাঁটিয়ে ব্যাগটা খাটে বসে খুলল চিকুর। চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল ঢুকেছে, ভেতরটা ভিজে ভিজে। চটপট উপুড় করে জিনিসপত্রগুলো ডাঁই করল বিছানায়। মোবাইল, ক্রেডিট কার্ড, আর টুকিটাকি প্রসাধনী মুছে মুছে সরিয়ে রাখল এক ধারে। দেখছে বাকি কাগজপত্রের হাল। বেশির ভাগই হাবিজাবি। বাসের টিকিট, দোকানের ক্যাশমেমো, কিংবা আধচেনা কারও ভিজিটিং কার্ড। অদরকারি কাগজগুলো জড়ো করল এক জায়গায়, ফেলবে বাজে কাগজের ঝুড়িতে। রঙিন ছাতাও বেরোল খোপ থেকে। শুকনো ছাতাখানা দেখতে দেখতে হঠাৎই চিকুরের ঠোঁটে এক উদাস হাসি ফুটেছে।

তখনই মোবাইলে পাখির শিস। ছোট্ট স্ক্রিনে নামটা দেখেই চিকুরের কপালে পলকা ভাঁজ। বোতাম টিপে বলল, হ্যাঁ, বলো।

বলবে তো তুমি। একদম ফোন করছ না কেন?

হয়ে উঠছে না। এমন চাপের মধ্যে থাকি...।

অফিস বুঝি খুব খাটাচ্ছে?

বা রে, না-খাটলে পয়সা দেবে কেন?

তাও তো বটে। ও প্রান্ত একটুক্ষণ চুপ, তুমি কি এখনও অফিসেই?

না। ফিরেছি।

কুটুস কোথায়?

সামনেই আছে। দেব?

হ্যাঁ...। দাও...।

চিকুর ফোনটা ছেলের হাতে ধরিয়ে দিল। ভারিক্কি গলায় বলল, তোমার বাবা। ভাল করে কানে চাপো। কথা বলো। আমি তোমার খাবার গরম করছি।

ফ্রিজ থেকে মুরগির ঝোল বার করে চিকুর রান্নাঘরে এসে দেখল শুভা ধীর লয়ে স্যালাড কাটছে। গ্যাসে পাত্রটা বসাল চিকুর। ক্যাসারোল খুলে রুটি নিল দু'খানা। ছিঁড়ে ছিঁড়ে রাখছে থালায়।

pathagar.net

শুভার হাত থেমেছে। চোখ তুলে বলল, তুই ছেড়ে দে, আমি আজ কুটুকে খাইয়ে দিচ্ছি।

কেন?

তুই বড্ড ঠুসে ঠুসে দিস, ছেলেটা হাঁসফাঁস করে।

চিকুর অপাঙ্গে দেখল মাকে। হেসে বলল, বুঝেছি। ফুলকে আনতে যেতে হবে, তাই তো?

লক্ষ্মীটি, একটু দ্যাখ না। শুভার চোখে কাতর অনুনয়, আমার মনটা কেমন করছে।

টেনশন করে করেই তুমি গেলে মা। বলছি তো, ফুল ঠিক টাইমলি...

বাক্য সম্পূর্ণ হল না। কুটুস ছুট্টে এসে মোবাইল বাড়িয়ে দিয়েছে, বাবা তোমাকে দিতে বলল।

গ্যাসের আঁচ ঢিমে করে চিকুর রান্নাঘরের বাইরে এল। বাঁ-কানে ফোন লাগিয়ে মৃদু স্বরে বলল, হুঁ।

বলছিলাম... কুটুসের তো এখন সামার ভেকেশন...। উপল হোঁচট খেতে খেতে কথা বলছে, কবে খুলবে ওর স্কুল? মানে কুটুস তো ঠিকঠাক বলতে পারল না...

জুনের একুশ।... কেন?

না মানে... এর মধ্যে কোথাও একটু বেড়িয়ে এলে হয় না? আমরা তিনজনে...

আমি এখন হুট করে ছুটি পাব কী করে? প্রাইভেট কোম্পানির চাকরি...

ও। যেতে পারবে না? উপলের স্বর দু'-এক পল থেমে রইল, কুটুসকে তা হলে বরং কদিন এ-বাড়িতে পাঠিয়ে দাও।

নিয়ে যেয়ো। তবে একটা কথা। তোমার বাবা-মাকে বলে দিয়ো কুটুসকে যেন আজেবাজে কথা না-শেখায়।

কেন, কী শিখিয়েছে?

ওই একফোঁটা ছেলে... আমার ড্রেস নিয়ে, সাজগোজ নিয়ে, কী উলটোপালটা কমেন্ট করে আজকাল! তুমি স্কার্ট পরবে না...। তোমার ব্লাউজের পিঠ নেই কেন...! তোমাদের বাড়ির লোকজন ছাড়া কে ওসব কুটুসের কানে ভরবে!

pathagar.net

উপল এবার অনেকক্ষণ নীরব। যেন উবে গেছে। তারপর আবার স্বর ভাসল, তা হলে কবে যাব আনতে?

রোববার এসো। সকালের দিকে।

কেন বিকেলে বুঝি থাকবে না?

উত্তর দেওয়ার আগেই কলিংবেল ঝনঝন। মোবাইল কানেই দরজা খুলল চিকুর। নাচতে নাচতে ঢুকেছে জিন্‌স-টপ পরা ফুল, হাতে রিটার্ন গিফটের প্যাকেট। মাকে চোখের ইশারায় নাতনিকে দেখিয়ে দিয়ে চিকুর ফের দূরভাষে ফিরল বটে, কিন্তু উপলের প্রশ্নটা ততক্ষণে হারিয়ে গেছে। সহজ সুরেই চিকুর জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে?

নাহ্, কিছু না।

তা হলে ছাড়ি?

বলেও কিন্তু ফোন অফ করেনি চিকুর। যেন আরও কোনও কথার প্রত্যাশা ছিল। উপলই কেটে দিল লাইন। বার কয়েক বিপ-বিপ, ব্যস মোবাইল নিশ্চুপ।

একটুক্ষণ ঝুম দাঁড়িয়ে থেকে চিকুর কাজে ফিরছিল, সামনে শুভা। অনুযোগের সুরে বলল, তুই কিন্তু বড্ড বেশি ওদের বাড়ির দোষ ধরিস। বাচ্চাদের সব সময়ে শেখাতে হয় না। ওরা এমনিতেই মায়ের ব্যাপারে একটু ইয়ে হয়। বিশেষ করে ছেলে বাচ্চারা।

চিকুর দু'-এক সেকেন্ড থেমে থেকে বলল, হতে পারে। তবে আমি কিন্তু কুটুসের ভাষাটাকে চিনতে পারি মা। একেবারে রায়বাড়ির ছাঁচে ঢালা।

তা রায়বাড়ির ছেলে তো রায়বাড়ির ছাঁচেই কথা বলবে।

উঁহু। বুলিটা মানুষ শেখে। আর বাচ্চারা তো তোতাপাখি, যা শোনে তাই আওড়ায়।

যুক্তিটা ফেলার নয়। শুভা চুপ করে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে ছোটাছুটি করছে কুটুস। ফুল বুঝি খেপিয়েছে, তাকে ধরতে বনবন দৌড়োচ্ছে ফ্ল্যাটময়। নাতি-নাতনির হুটোপুটি দেখতে দেখতে হঠাৎই শুভা বলে উঠল, ছেলেটাকে এবার কত দিনের জন্য পাঠাচ্ছিস?

pathagar.net

ছুটিই তো চলছে, থেকে আসুক দিন কয়েক। তুমিও ক'টা দিন শান্তিতে থাকতে পারো।

কীসে আমার শান্তি তা যদি বুঝতিস!

ফের সেই বাক্য! এতক্ষণে চিকুরের যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, বারবার ওই এক কথা কেন বলো মা? কী চাও বলো তো তুমি? কী চাও?

শুভা নিরুত্তর। চিকুরের প্রশ্নটা পাক খেতে থাকল গোটা ফ্ল্যাটে। ফুল-কুটুসের লুকোচুরি খেলার মতো।

pathagar.net

দুই

পরীক্ষার খাতাগুলো কিছুতেই ঠিকঠাক মেলাতে পারছিল না উপল। হলে তো রোল নাম্বার ধরে ধরেই খাতা তুলেছে, অথচ অফিসে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে গেল! এক সাবজেক্টের মাঝে অন্য সাবজেক্ট, রেগুলার ক্যাজুয়াল মিলেমিশে একাকার, কী যে হচ্ছে! নতুন করে আগাপাশতলা সাজানো যে এখন কী ঝকমারি!

হেড ক্লার্ক সাধন লক্ষ করছিল উপলকে। স্বরে খানিকটা বিরক্তি আর খানিক কৌতুক মিশিয়ে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কী বলুন তো স্যার? রোজ আপনারই গোলমাল হয় কেন?

এ তো উপলের কাছেও রহস্য। জীবনটাকেও তো কত ভাবে সাজানো-গোছানোর চেষ্টা করল সে, পেরে উঠল কি? গরমিল, প্রতি পদেই হিসেবে গরমিল। এই যে চার বছর ধরে দুটো কলেজে পার্ট-টাইম অধ্যাপনা করে চলেছে, হিসেব অনুযায়ী এটাই কি তার করার কথা? তিন তিন বার কলেজ সার্ভিস কমিশনে ইন্টারভিউ দিল, প্রতিবার নাম উঠছে লিস্টে, কিন্তু উপল অবধি পৌঁছোনোর আগেই প্যানেলের মেয়াদ শেষ। কেন এমন হয়? ফাটা কপাল? নাকি উপলেরই অক্ষমতা?

নার্ভাস-নার্ভাস মুখে উপল বলল, তখন তো ঠিকই তুললাম। কী করে যে ওলটপালট হল!

সাজান, সাজান, মন দিয়ে সাজান। যেমন তেমন ভাবে খাতা জমা দিলে আমরা তো নিতে পারব না।

অগত্যা কেঁচেগণ্ডূষ করতেই হয়। একা একাই। উপলের ঘরে আর একজন নজরদার ছিল বটে, কেমিস্ট্রির রূপক সান্যাল। তা সে তো পরীক্ষা শেষ হওয়ার কুড়ি মিনিট আগে হাওয়া, দায়দায়িত্বটা উপলের ঘাড়ে চাপিয়ে

pathagar.net

দিয়ে। আগের দিনও এমনটাই ঘটেছিল। বাংলার লিপিকা হালদার আধ ঘণ্টা বাকি থাকতেই ফুড়ুৎ। কী করে যেন উপলের আশপাশের লোকেরা টের পেয়ে যায় উপল একটি আদি অকৃত্রিম বলদ, গাঁইগুঁই করারও মুরোদ নেই।

মিনিট দশেকের চেষ্টায় খাতা সাজানোর পাট চুকল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উপল এসেছে স্টাফরুমে। পুরনো বড়সড় ঘরখানা প্রায় শুনশান। ফিলজফির শুভঙ্কর দাস শেয়ার মার্কেট নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে সংস্কৃতের অনুপম শীলের সঙ্গে। অর্থনীতির শিবানী গুপ্ত ব্যাগ গুছিয়ে উঠে পড়ল, শুভঙ্করবাবুকে হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল কেজো পায়ে। গোপাল ঢুলছে টুলে বসে। স্টাফরুম পুরো ফাঁকা হলে তালা ঝুলিয়ে কেটে পড়তে পারে বেচারা।

বাথরুম হয়ে এসে উপল ঢকঢক জল খেল জগ থেকে। বেরোনোর তোড়জোড় করছে, অমনি কথা থামিয়ে অনুপমের ডাক, এই যে উপল, তোমার সঙ্গে একটা দরকার ছিল যে।

বলুন?

একটা বিচ্ছিরি সমস্যায় পড়েছি, বুঝলে। এক ব্যাটা প্রোমোটার আমার মেয়ে-জামাইকে ভারী গাড্ডায় ফেলে দিয়েছে। বুকিং মানি নিয়েছিল পঁচিশ পারসেন্ট, তারপর আরও দু'খেপে টাকা নিল। ছ'মাস আগে পজেশন দেওয়ার ডেট পার, অথচ এখনও ঢালাইয়ের কাজই ধরেনি।

উপল চোখ পিটপিট করল। তাকে এসব বলার কী অর্থ?

অনুপম বলল, তা আমার জামাই এখন চাইছে, বুঝলে... টাকাটা তুলে অন্য কোথাও ফ্ল্যাট কিনতে। প্রোমোটারকে বলেছিল, কিন্তু লোকটা স্ট্রেট হাঁকিয়ে দিয়েছে।

উপল একটু বোকা বোকা মুখ করে বলল, ও।

তা তোমার বাবা তো খুব নামকরা অ্যাডভোকেট। উনি যদি কাইন্ডলি একটা অ্যাডভাইস দ্যান...। একটা কিছু করা দরকার, বুঝলে। যাতে প্রোমোটার ব্যাটা টাকা উগরে দিতে বাধ্য হয়।

ভেতরে ভেতরে বেশ সিঁটিয়ে গেল উপল। বাবা তো মুফতে কারওকে পরামর্শ দেয় না, কথা বলতে গেলে অন্তত পাঁচ হাজার টাকার অঙ্কটা

pathagar.net

শুনলে অনুপমদা নির্ঘাত ভিরমি খাবে। কলেজে সিনিয়ার সহকর্মীর কাছ থেকে বাবাকে কিছু কম নিতে বলবে... উঁহু, সে বুকের পাটা উপলের নেই। সত্যি বলতে কী, বাবাকে নিজের জন্যও অনুরোধ করতে ইচ্ছে করে না উপলের। প্রশান্ত রায় যা ওজনদার মানুষ, চুনোপুঁটি উপল তার কাছেই ঘেঁষে না পারতপক্ষে।

কিন্তু এসব কি অনুপমদাকে বলা যায়? লাভ আছে বলে? এটা সত্যি কথার যুগ নয়, অনুপমদা ধরেই নেবে উপল কায়দা করে কাটাতে চাইছে। মুখে একটা ছদ্ম গাম্ভারী ভাব এনে উপল বলল, বেশ তো, কেসটা শুনলাম, বাবাকে গিয়ে বলছি।

একটু তাড়াতাড়ি যদি অ্যাপয়েন্টমেন্টটা পাওয়া যায়। বুঝলে... আমার জামাই ভারী উতলা হয়ে পড়েছে।

ঢক করে একটা ঘাড় নেড়ে উপল ঝটিতি স্টাফরুমের বাইরে। পরক্ষণে চওড়া চাতাল পেরিয়ে কলেজ গেটে। সাড়ে পাঁচটা বাজে। জ্যৈষ্ঠের তাপে এখনও তেতে আছে মাটি। হাওয়া দিচ্ছে থেকে থেকে। রীতিমতো গরম বাতাস। সামনের রাস্তাটায় বিজবিজে ভিড়। যত না মানুষ তার চেয়ে বেশি গাড়িঘোড়া। বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট, টেম্পো, ম্যাটাডোর, ঠেলা, টানারিকশা, বিষম সুরে মহা কোলাহল জুড়েছে। ধোঁয়া আর ধুলোর ঝাপটায় হাঁপাচ্ছে মহানগরী।

রাস্তা পেরিয়ে কলুটোলার মুখটায় এসে উপল দাঁড়িয়ে পড়ল। কী করবে এখন সে? কোথায় যাবে? বাড়ি? কী আছে বাড়িতে? কে আছে তার প্রতীক্ষায়? কোনও বন্ধুর কাছে যাবে? রণজয়ের অফিস কাছে, হেঁটেই যাওয়া যায়, কিন্তু ইচ্ছে করে না। বন্ধুকে দেখেই রণজয় এমন কাজ দেখাতে শুরু করে, উপলের নিজেকে ভারী ফেকলু-ফুকলু লাগে। সন্দীপকে গিয়ে এখন পাওয়া যাবে কি? সম্ভাবনা কম। বিকেলের দিকটায় তো সন্দীপ ক্লায়েন্ট ধরতে বেরিয়ে যায়। শিকদারবাগানের আড্ডায় গেলে হয়তো কাউকে না-কাউকে পাবে। কিন্তু যেতে ইদানীং কেমন বাধোবাধো ঠেকে। মনে হয় কিছু কিছু প্রসঙ্গ যেন সতর্কভাবে এড়িয়ে চলা হচ্ছে তার সামনে। অর্থাৎ আড়ালে ঘোঁট হয়। হয়ই। ভাবলেই বিশ্রী অস্বস্তি, সর্বাঙ্গে পিঁপড়ের নড়াচড়া। কফি হাউসে গিয়ে বসা যায় অবশ্য। এক কাপ কফি নিয়ে দিব্যি

pathagar.net

কাটাতে পারে অনেকটা সময়। কিন্তু ভাল লাগে না যে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, মাথা ধরে যায়। বীথিটা চাকরি পেয়েছে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে। গিয়ে দেখা করে আসবে? ছ'টা তো বাজে, পাবে কি এখন? নাকি কলেজ স্কোয়ারে গিয়েই বসবে? খোলা হাওয়ায়?

ভাবনাগুলো নতুন নয়। বিকেলের দিকে বিশেষ কোনও কাজ না-থাকলে এধরনের দোদুল্যমানতায় উপল দুলতেই থাকে। শেষমেশ বাঁধা গতে কোনও একটা সমাধান। হয় উদ্দেশ্যহীনভাবে পথে পথে হাঁটা, নয়তো বা চুপচাপ নাটক, সিনেমা, এগজিবিশন গোছের কিছু একটাতে ঢুকে পড়া, কিংবা একটু ফাঁকা জায়গা খুঁজে স্রেফ সময়কে বইয়ে দেওয়া। বিকেল-সন্ধেগুলো যে কী মর্মান্তিক রকমের অসহ্য হয়ে উঠছে দিন দিন!

গোটা কয়েক বিরস শ্বাস ফেলে কলেজ স্কোয়ারেই ঠাঁই নিল উপল। লুঙি-পাঞ্জাবি পরা দুই স্থানীয় বৃদ্ধ কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় মগ্ন, তাদের পাশটিতে। রেলিং ঘেরা জলাশয়ে সাঁতার শিখছে বাচ্চারা, পাড় থেকে তাদের উৎসাহ জোগাচ্ছে অভিভাবকের দল। দক্ষ যারা, তাদের দাপটে জল উথালপাথাল। ডাইভিং বোর্ডে সুইমস্যুট, মাথায় ক্যাপ এক তরুণী। ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা, ঝাঁপ কাটার প্রস্তুতি নিচ্ছে দু'হাত বাড়িয়ে। চমৎকার ফিগার। চিকুরের মতো নির্মেদ উরু, চিকুরের মতোই সরু কোমর, চিকুরের মতোই উদ্ধত বাস্ট লাইন...

উপল চোখ ফিরিয়ে নিল। ওফ্ কেন যে সবেতেই শুধু চিকুর চিকুর চিকুর! আজ কলেজে আসার সময়ে একটা মেয়ে দৌড়ে মিনিবাসে উঠল, তাকে দেখেও চিকুরকে...! পরশু একটা মেয়ে বাগবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাচ্ছে, তার হাসিটা শুনেই ওমনি...! এ তো আচ্ছা জ্বালা হল! চিকুর যদি উপলকে ফেলে টানা এগারো মাস আট দিন বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে পারে, উপল কেন আপ্লুত হবে তার চিন্তায়?

তা মন যেন কত পরোয়া করে নিষেধের! উপল অসহায়ভাবে টের পেল, আবার উঠে আসছে পুরনো ছবিগুলো। একের পর এক। সেই প্রথম আলাপ, সংলাপ, প্রলাপ...। দৃশ্যগুলো এত স্পষ্ট, এত জ্যান্ত!

...ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর মজুমদারের ঘরে বসে আছে উপল। এম ফিলের প্রোজেক্ট শুরু করবে। বিষয় স্থির হয়ে গেছে, আজ স্যার বলে

boiRboi.net

দেবেন কোন কোন বই জার্নাল ঘাঁটতে হবে। আচমকা সুইয়িংডোর ঠেলে ঢুকল সেই মেয়ে। ঘরে পা রেখেই ছটফটে প্রশ্ন, স্যার কোথায়? স্যার নেই?

হ্যাঁ, সেদিন জিন্‌স-টিশার্ট পরে ছিল চিকুর। কালো টিশার্টের বুকে সোনালিতে লেখা, হা, লাইফ ইজ ফান।

শব্দগুলোয় চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে উপল বলল, দেখছি না তো স্যারকে। বোধহয় এদিকে-ওদিকে কোথাও...

কতক্ষণ ধরে নেই?

তাই বা কী করে বলি? আমি তো মাত্র মিনিট কুড়ি...

স্ট্রেঞ্জ পাবলিক তো! কুড়ি মিনিট ধরে হাঁ করে বসে আছ? বলেই বেরিয়ে যাচ্ছিল চিকুর, ফের লম্বা বিনুনি দুলিয়ে ঘুরে এসেছে। ভুরু বেঁকিয়ে বলল, তোমাকে কি দেখেছি আগে?

কী জানি! তবে আমি বোধহয় তোমায় বার দু'-তিন... ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে...

তাই নাকি?

তোমাদের তো একটা বড় গ্যাং আছে...

তাও দেখেছ? ইন্টারেস্টিং! চিকুরের চোখে ঝিলিক। ভুরু নাচিয়ে বলল, ইউ জি, না পি জি?

এম ফিল করছি।

তার মানে দাদু-দিদার ব্যাচ! তাই কাটিংটা ঠিক প্লেস করতে পারছি না।

সেদিন চিকুর চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ একটা বুনো গন্ধ লেগে ছিল উপলের নাকে। ঝিমঝিম নেশা নেশা। প্রফেসর মজুমদার এলেন, কাজের কথা শুরু হল, তখনও গন্ধটা যেন রয়েই গেছে।

সপ্তাহ খানেক পর আবার চিকুরের সঙ্গে দেখা। ক্যান্টিনেই। দুপুরবেলা কোনার টেবিলে বসে টোস্ট-ঘুগনি খাচ্ছিল উপল, হঠাৎই বুনো ফুলের ঝাপটা, একা একা খুব সাঁটানো হচ্ছে, অ্যাঁ?

উপল তো প্রায় বিষম খাওয়ার জোগাড়। সামান্য কয়েক মিনিটের পরিচয়সূত্রে কোনও মেয়ে এসে এভাবে কথা বলতে পারে? অন্তত উপল যে-পরিবেশে মানুষ, তাতে তো এমনটা কল্পনাই করা যায় না। তা ছাড়া

pathagar.net

মেয়েদের সঙ্গে মেশামিশিতে সে মোটেও তেমন স্বচ্ছন্দ নয়। কলেজ-ইউনিভার্সিটির বছরগুলোতে সহপাঠিনীদের সঙ্গে সম্পর্কও কখনও কেজো প্রয়োজনের বেশি এগোয়নি। মাথার ওপর অষ্টপ্রহর ভাল রেজাল্টের খাঁড়া ঝুলত যে। অতএব খোলে ঢুকে থাকা উপলের কাছে চিকুর তো এক অচেনা সাইক্লোন।

সপ্রতিভ থাকার চেষ্টা করেছিল উপল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, বসে যাও। কী অর্ডার দেব? চপ? ফ্রাই? চাউমিন?

বহুৎ খসবে কিন্তু। চিকুর দূরের টেবিলটা দেখাল, ওই যে, আমাদের পুরো গ্যাংটাই আছে।

উপল ঝটিতি ভেবে নিল, কী বলছে মানিব্যাগ? বেশি নিয়ে বেরোয়নি আজ, মেরেকেটে শ'আড়াই। ওদিকে জনা দশেক দৃশ্যমান, কী-কী ফরমায়েশ হবে কে জানে, বেইজ্জত না হতে হয়।

চিকুর বুঝি মন্ত্রবলে পড়ে ফেলেছে উপলকে। খিলখিল হেসে বলল, টেনশন নিয়ো না, টেনশন নিয়ো না। শুধু কফি আর তিন-চার প্লেট পকোড়া। মাল্লু কম পড়লে শেয়ার করে নেব, খুশ?

উপল লজ্জা পেয়ে গেল, ধ্যাৎ, খাও না যা ইচ্ছে।

না। কফি পকোড়াই এনাফ। চলো আমাদের টেবিলে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলের সঙ্গে আলাপ জমে গেল দিব্যি। চিকুরদের থার্ড ইয়ার অনার্সের মঞ্জরী রাহুল শুভ দীপাবলি ছাড়াও এম-এ ফার্স্ট ইয়ারের তপোব্রত অন্বেষা সফিকুল কণাদরাও ছিল সেদিন। ঘণ্টা দুয়েক আড্ডা-ফাড্ডা মেরে উপল যখন টেবিল ছাড়ল, সেও তখন দলেরই একজন বনে গেছে।

দলের? নাকি চিকুরের? শুধুই চিকুরের? ওই বুনোফুলের টানেই তো ইউনিভার্সিটি চত্বরে আসাটা নিয়মিত হয়ে গেল। যত কাছাকাছি আসে, চিকুর আরও যেন টানে তাকে। তবে মুখ ফুটে যে চিকুরকে মনের কথাটা বলবে উপল, সেই সাহসই বা কই। কথায় বার্তায়, চালে চলনে এত সহজ অনাড়ষ্ট ভঙ্গি, যেন-বা খানিক বেপরোয়াও, গাদা গাদা ছেলে বন্ধুর সঙ্গে কুণ্ঠাহীন দহরম-মহরম— এমন মেয়েকে প্রেম নিবেদন করা কি সহজ কাজ?

pathagar.net

বড় দোলাচলে কেটেছিল দিনগুলো। উঠতে বসতে, হাঁটতে চলতে, শয়নে স্বপনে জাগরণে, একই চিন্তা— চিকুরকে বুঝি পাওয়া হল না! বারুইপুরের বাগানবাড়িতে পিকনিকে গিয়ে তপোব্রত আর চিকুর বসে আছে পুকুরধারে, বসেই আছে, উপলের হৃৎপিণ্ডে ধাঁইধপাধপ। রাহুলের মোটর সাইকেলে ঝাঁ করে কোলাঘাট ঘুরে এল চিকুর, উপলের বুকের রক্ত হিম। সফিকুলের সঙ্গে চিকুর পর পর তিন রাত উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে, তেরাত্তির দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না উপল। ওফ্, সে যে কী ভীষণ যন্ত্রণা!

ভাবতেই উপলের শ্বাস পড়ল একটা। আনমনা চোখে দেখল দুই বৃদ্ধ গাত্রোত্থান করলেন। একজনের হাতে লাঠি, অন্যজন যষ্টিহীন। দু'জনেই এবার পায়ে পায়ে চলেছেন ঘরপানে। একজোড়া তরুণ-তরুণী ফাঁকা সিটের ধান্দায় ছোঁক ছোঁক করছিল, দুই বুড়োকে যেতে দেখে তড়িঘড়ি এগিয়ে এল। উপলের উপস্থিতি গ্রাহ্যই করল না যেন, গায়ে গা ঠেকিয়ে বসেছে পাশাপাশি।

উপল সামান্য অস্বস্তি বোধ করল। সে কি উঠে যাবে? নাকি ওদের ওপর উলটো চাপ তৈরি করতে বসে থাকবে ট্যাক্সির মতো?

সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই চা-ওয়ালার হাঁক, লেবু-চা আছে দাদা, চলবে? দাও।

প্লাস্টিক কাপ হাতে উপল হিপ-পকেট থেকে পার্স বের করার চেষ্টা করল। ডান হাতে পার্স টানছে, বাঁ হাতে কাপ,... ঝুপ করে খানিকটা চা চলকে পড়ে গেল প্যান্টে। উহুহু করে উঠল উপল। পয়সা মিটিয়ে দেখছে প্যান্ট কতটা ভিজল। কাপ আর পার্স, দু'দিকে একযোগে মন দিতে গিয়ে খুচরো বিপত্তি! সাধে কি রনো বলে তুই একটা আতাকেলানে! একুল-ওকুল কোনওটাই ট্যাকল করার হিম্মত নেই, মরতে বিয়ে করেছিলি কেন!

পকেটে মোবাইল ফোন বেজে উঠেছে। মনিটরে নাম দেখে উপল চমকিত। মিইয়ে থাকা মেজাজে খানিক উচ্ছ্বাস ফুটেছে, আরে, তুই! এক্ষুনি তোর কথাই ভাবছিলাম।

কেন, তোর কোন পাকা ধানে মই দিলাম?

তার জন্যে রণজয় দত্তকে লাগে নাকি? আমি একাই কি কাফি নই?

pathagar.net

বাহ্, বোলচালের তো বেশ উন্নতি হচ্ছে!... তা কোথায় তুই?

কেন?... আমি কিন্তু তোর অফিসে এখন যেতে পারব না।

আমারও কি তোর সঙ্গে হেজানোর সময় আছে! যাক গে, কারও কোনও কাজেই তো কখনও লাগলি না... আমার একটা উপকার করতে পারবি?

রণজয়, দ্য বিগ শট, আমার ফেভার চাইছে। স্ট্রেঞ্জ!

আওয়াজ মারিস না। তোর মতন ঘ্যামচ্যাক বাপ বগলে নিয়ে জন্মাইনি। তোর মতো নাম-কা-ওয়াস্তে ফাঁকিবাজির চাকরিও করি না। খেটে খাই।

দু'-দু'খানা কলেজ বুঝি আমায় মুখ দেখে মাইনে দেয়?

দিতেই পারে। যা একখানা থোবড়... শালা মাকাল ফল। গুবলু-গুবলু চেহারা, কবি-কবি চোখ, গায়ের রং তো হাইলি সাস্‌পিশাস। কী করে এমন সাহেব মার্কা হলি, সে অবশ্য শুধু তোর বাবা-মা...

অ্যাই, খামোখা খিস্তিখাস্তা করছিস কেন? কাজের কথা বল।

তুইই তো বেলাইনে ঠেলছিস! শোন, আমাকে একটা জিয়োগ্রাফির টিউটর ঠিক করে দে তো।

জিয়োগ্রাফির টিউটর নিয়ে তুই কী করবি? সুযোগ পেয়ে ছোট্ট পিন ফোটাল উপল, তিরিশ বছর বয়সে তোর জিয়োগ্রাফির আর কী উন্নতি হবে?

দুর গান্ডু, আমার জন্যে নয়। বড়দির মেয়ে ভূগোল নিয়ে বেথুনে ভর্তি হয়েছে... বড়দির তো তোর ওপর খুব কন্‌ফিডেন্স, বলল উপলই নাকি একমাত্র পারে ভাল মাস্টার জোগাড় করতে।

উপল ঈষৎ আত্মপ্রসাদ অনুভব করল। দুনিয়ায় তা হলে কেউ কেউ আছে, যারা উপলের ওপর নির্ভর করে? এখনও?

একটু সময় নিয়ে উপল বলল, কিন্তু আমি তো ইংলিশ। জিয়োগ্রাফির কে আছে খুঁজতে হবে।

ভাও খাস না। সান্‌ডের মধ্যে আমার ইনফর্মেশন চাই।

দেখছি। রোববার না-পারলেও উইদিন নেক্সট উইক...

ঝোলাস না কিন্তু।... আর হ্যাঁ, একটা স্কুপ তোকে দিতে পারি।

গুপ্ত সংবাদ? চিকুরকে ঘিরে নয় তো? উপল সাবধানী গলায় বলল, কী রে?

pathagar.net

আমার ডানা বোধহয় এবার কাটা যাচ্ছে বস।

বিয়ে?

ইয়েস। সম্ভবত নভেম্বরে।

অ্যারেঞ্জেড নিশ্চয়ই?

নয় তো কি লটঘট চালিয়ে? রক্ষে করো। তোরা প্রেমের যা সব নমুনা দেখাচ্ছিস! আবীরের দেড় বছরের মাথায় ডিভোর্স হয়ে গেল, দেবাশিস আর সুস্মিতা রেগুলার বক্সিং চালাচ্ছে, আর তোর কথা তো বাদই দে। শালা হামলে পড়ে তড়িঘড়ি বিয়ে সেরে, বাচ্চা পয়দা করে, এখন না ঘরকা, না ঘাটকা। রণজয় রগুড়ে গলায় বলল, প্রচুর জ্ঞানবৃক্ষের ফল আমায় খাইয়েছ চাঁদু, ইশ্‌ক-মোহব্বতে আমার আর রুচি নেই। প্রেম হলে বিয়ের পরেই হবে, নইলে হবে না। ফালতু ফালতু বিয়ের আগে থেকে প্রেমের লাফড়া কাঁধে বইব কেন!

যে যেমনভাবে দেখে। উপল মৃদু স্বরে বলল, মেয়ে কি কলকাতার?

স্লাইট মফস্‌সল। চন্দননগর। বড়দির পছন্দ। সবাই এগ্রি করে গেছে, আমিও দেখে এসেছি... শালকিয়ায় মাস্টারি করে, গান-ফান জানে, আর কী চাই! রণজয়ের গলার পরদা আচমকাই উচ্চগ্রামে, তা হলে আজ ছাড়ছি রে। মাল জোগাড় হলেই রিং করিস।

মোবাইল পকেটে রেখে আড়চোখে পাশের কপোত-কপোতীকে একবার দেখল উপল। ছেলেটা পুরোপুরি ঘুরে বসেছে মেয়েটার দিকে। ছেলেটার চওড়া শরীরে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে ছোটখাটো মেয়েটা। কথা বলছে কি দু'জনে? নাকি অন্য কিছু...? এত কাছ থেকেও বোঝা যাচ্ছে না। রনো দেখলে তুড়ে মুখ খারাপ করত।

সত্যি, রণজয়টার জিভের কোনও আড়াল-আবডাল নেই। দিব্যি ছ্যারছ্যার শুনিয়ে দিল, উপল কেমন হামলে পড়ে বিয়ে করেছিল! ভুল বলেনি খুব একটা। উপলের তখন চাকরি-বাকরি নেই, এম.ফিল-টা সবে শেষ হয়েছে, বাবার অন্নই ভরসা, রেজিস্ট্রিটা সেরে ফেলল দুম করে। বাড়িতে তো বিপুল আপত্তি ছিলই, চিকুরের বাবা-মাও মোটেই প্রীত নয়, তবু আনুষ্ঠানিক বিয়েটাও আটকাল না শেষ পর্যন্ত। মিয়া-বিবি জেদ ধরলে কাজিকে তো হার মানতেই হয়। বিবির চেয়ে অবশ্য মিয়াই বেশি মরিয়া। ধরা যখন দিলই

pathagar.net

চিকুর, বেঁধে ফেলো ঝটপট। সারাক্ষণ ধুকপুকুনি থেকে মুক্তি। যাবতীয় উৎকণ্ঠার অবসান।

হ্যাঁ, ধরাটা চিকুরই দিয়েছিল। দিনটা স্পষ্ট মনে আছে উপলের। সকাল থেকে সেদিন আকাশ কালো, এই বুঝি বৃষ্টি নামে নামে। ক্যান্টিনের আড্ডা ছেড়ে দুপুর দুপুর উঠে পড়ছিল উপল, হঠাৎই পিছন থেকে চিকুরের ডাক, বাড়ি চললে নাকি?

যাই। বৃষ্টি এলে কখন কোথায় জল দাঁড়িয়ে যায়।

চলো তবে, আমিও যাই তোমার সঙ্গে।

তুমি? এত তাড়াতাড়ি?

হুঁ। হাতিবাগানে এক পিসির বাড়ি যাব।

রাসবিহারী অবধি ট্যাক্সি, তারপর মেট্রো। পাতাল রেলের গর্ভগৃহ থেকে যখন উঠল দু'জনে, বৃষ্টি নেমে গেছে পূর্ণোদ্যমে। দেখে কোথায় ঘাবড়াবে তা নয়, চিকুর আহ্লাদে আটখানা। কোনও মানা শুনবে না, ভিজবেই বৃষ্টিতে।

চিকুর একদম অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল সেদিন। আকাশভাঙা বৃষ্টিতে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চেপে ধরল উপলের হাত। উল্লসিত স্বরে বলল, আজ তারিখ কত জানো?

সতেরোই জুন।

উঁহু, বাংলা তারিখ। চিকুর মুখে বৃষ্টি মাখছে, আজ পয়লা আষাঢ়। কী ঘটে এদিন বলতে পারবে কি?

না তো!

কেবলুশ। বিরহী যক্ষ এদিন মেঘকে দূত করে পাঠায়, ফিঁয়াসের কাছে।

ও, মেঘদূতের কথা বলছ? জানি তো গল্পটা।

সো?... আজ মেঘদূত ডে। আজ ছেলেরা চাইলে মনের কথা কাউকে বলতেই পারে।

তাই?

নিশ্চয়ই। তুমিও পারো। স্থান কাল পাত্র ভুলে বোঁ করে রাস্তায় একটা পাক খেয়ে নিল চিকুর। বৃষ্টিতে হাত মেলে বলল, বলে দাও উপল, যা প্রাণ চায়।

এই চিকুরকে আগে দেখেনি উপল। প্রথমটা জোর থতমত খেয়েছে। তারপর কপাল ঠুকে বলেই ফেলল, আমি তোমাকে ভালবাসি চিকুর।

pathagar.net

বৃষ্টিমাখা চিকুর ঝমঝম হেসে উঠল, জানি তো। এ নতুন কী!

উপলের সাহস বাড়ছিল ক্রমশ। কাঁপা গলায় বলল, যদি চাই তুমিও আমাকে ভালবাসো?

এই বা কী এমন নতুন কথা!

ভালবাসো আমাকে? সত্যি বলছ?

না তো কি মিথ্যে? স্যারের ঘরে যেদিন গোরুচোরের মতো বসে ছিলে, সেদিনই তো...। চিকুর সিক্ত বেণি দোলাল, নতুন কিছু শোনাও উপল।

আমায় তুমি বিয়ে করবে?

ধ্যাৎ, এতেই বা নতুনত্ব কোথায়!

হতভম্ব মুখে অচেনা চিকুরকে দেখছিল উপল। সহসা মনে হল, চিকুরের মণি দুটো জ্বলছে। অশ্রুত গহীন স্বরে চিকুর বলে উঠল, আ উপল, যদি এই মুহূর্তে তোমায় পেতাম! এই বৃষ্টিতে! খোলা আকাশের নীচে!

আমি তো আছিই চিকুর। পাশেই আছি।

ওরকম নয়, ওরকম নয়। চিকুর খামচে ধরেছিল উপলকে, আরও কাছে চাই তোমাকে। আরও আরও।

উপল টের পাচ্ছিল, চিকুরের গায়ে অসম্ভব তাপ। যেন পুড়ছে, পোড়াতে চাইছে। কেঁপে উঠেছিল উপল। কাম যে এত তীব্র হয় তখন তো জানা ছিল না।

কী অদ্ভুত এক মেয়ে! বিয়ের পর উপল দেখেছে, বন্ধ ঘরের বিছানায় শরীরী মিলনে যেন তেমন তৃপ্ত হয় না চিকুর, অথচ উন্মুক্ত আকাশের নীচে চিকুর বদলে যায় আমূল। একবার দু'জনে দলমা পাহাড়ে গিয়েছিল। জঙ্গলে পৌঁছেই চিকুর একেবারে অন্য চিকুর। পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক, হঠাৎ এসে জড়িয়ে ধরছে উপলকে, চুমু খাচ্ছে, শরীরে শরীর ঘষছে। তারপর তো ভরদুপুরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল অরণ্যের গভীরে। বুনো জন্তুর ভয় নেই, সাপখোপ কীটপতঙ্গের পরোয়া নেই, কেউ এসে পড়বে কিনা তা নিয়েও ভাবনা নেই, সটান শুয়ে পড়ল শুকনো পাতার বিছানায়।

দৃশ্যটা এখনও যেন ভাসে চোখে। উপলের পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করছে চিকুরের যোনিতে, আর দু'হাত ছড়িয়ে শীৎকারে মেতেছে চিকুর... ওফ্, ভাবলেই

pathagar.net

গায়ে কাঁটা দেয়। যেন উপল নয়, চিকুরই ভোগ করছে উপলকে...! ওই চিকুরের সঙ্গে কি রায়বাড়ির রাগী বউটাকে মেলানো যায়? যে কখনও বা জেদি, রাগী, নিষ্ঠুর, কখনও বা চরম উদাসীন? নাহ্, ভেবে পায় না উপল।

সন্ধে নেমেছে। পার্কে আবছায়া। গরম বাতাস শীতল হচ্ছে ক্রমশ। জলাশয় নির্জন হয়ে এল, সাঁতারুরা ফিরছে একে একে। পুট পুট বাতি জ্বলে উঠল শহরে। বড় চাতালটায় ভিড় জমছে একটু একটু করে। এবার ভাগবত পাঠ শুরু হবে।

উপল উঠে পড়ল। পাড়ায় এসে দেখল, লোডশেডিং। তবে উপলদের গৃহে সমস্যা নেই, মিনি জেনারেটার বিষ ছড়াচ্ছে, খলখল হাসছে গোটা বাড়ি। পুরনো শরিকি বাড়ির নিজের অংশটুকু পছন্দমতো গড়েপিটে নিয়েছে প্রশান্ত রায়। বাইরেটা প্রাচীন হলেও অন্দরে আধুনিক সাজসজ্জা। হাল ফ্যাশানের লিভিং হল, কেতাদুরস্ত চেম্বার, মডিউলার কিচেন, রাজকীয় স্নানাগার, ঘরে ঘরে এ.সি... কী আছে আর কী নেই!

ক্লান্ত পায়ে উপল দোতলায় নিজের ঘরে এল। টানটান শুয়ে রইল একটুক্ষণ, তারপর মুখেচোখে জলের ঝাপটা দিয়ে এসে মোবাইলে ভরে রাখা টেলিফোন নম্বরগুলো দেখছে। ভূগোলের টিউশনির জন্য যে কাকে বলে? দেশপ্রাণ কলেজে সে যায় মঙ্গল-বৃহস্পতি-শনি, ওখানে ভূগোল আছে। নতুন খুলেছে। ফেলো কড়ি মাখো তেল স্কিমে। অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের টাকাতেই চলবে ডিপার্টমেন্ট, মায় অধ্যাপকদের মাইনেটাও। স্থায়ী শিক্ষক নেই, উপলদের মতো পার্টটাইমাররাই তাই ভরসা। তাদের মধ্যে কে-কে প্রাইভেট পড়ায়...?

চিন্তার মাঝেই দরজায় নন্দিতা। চোখ কুঁচকে বলল, তুই কখন ফিরলি? সাড়া পাইনি তো!

এই তো। উপল মোবাইল টেবিলে রাখল। শার্ট ছাড়তে ছাড়তে বলল, চেম্বার বন্ধ যে? বাবা আজ বসবে না?

পার্টি আছে। কোন একটা ক্লাবে।

কোর্ট থেকে স্ট্রেট যাবে?

তাই যায় নাকি কখনও? ফিরে ফ্রেশ হয়ে তারপর...। তুই কিছু খাবি তো এখন?

হুম, খেতে পারি।

pathagar.net

ঠাকুর তা হলে কটা লুচি ভেজে দিক। তোর প্রিয় মোহনভোগও আছে।... দাঁড়া, আগে তোকে আমপোড়ার শরবত দিতে বলি।

কাজের লোক নয়, ফরসা গোলগাল নন্দিতা নিজেই এনেছে শরবত। ছেলের হাতে গ্লাসটা ধরিয়ে প্রশস্ত খাটটায় বসল। ছেলেকে নিরীক্ষণ করতে করতে বলল, মনে হচ্ছে আজ খুব খাটনি গেছে?

একটু। তিন তিন ছ'ঘণ্টা ইনভিজিলেশন...।

সোমবার থেকে আর কলেজ যাস না। ডিউটি-ফিউটি কাটিয়ে দে।

কেন?

বা রে, রোববার তো কুটুস এসে যাচ্ছে।

হুঁউ। ঘাড় ঘুরিয়ে বেডসাইড টেবিলে রাখা কুটুসের ঝকঝকে ছবিটা দেখল উপল। মাস তিনেক আগে তোলা। পাশের ফ্রেমে চিকুর-উপল, বিয়ের পর পরই। ফ্রেমটা বড় মলিন হয়ে গেছে না? ঠোঁট সরু করে উপল বলল, সকালেই আনতে যাব কুটুসকে।

এটাও কিন্তু মহারানির অন্যায় জেদ। প্রত্যেকবার তোকেই যেতে হবে কেন? সে একবারও পৌঁছে দিতে পারে না?

অসুবিধের কী আছে মা?

আছে বই কী অসুবিধে। এ-বাড়ির সম্মান যে কোথায় লুটোচ্ছে...! ল্যাং ল্যাং করে তুমি শ্বশুরবাড়ি ছুটবে, আর তিনি টাইট হয়ে বসে থাকবেন...!

ছাড়ো না মা।

আমি তো ছেড়েই দিয়েছি। কিন্তু আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশীরা যে হাসাহাসি করে।

হাসুক। আমি গায়ে মাখি না।

সাধে কি তোর বাবা বলে, তোর গায়ে গন্ডারের চামড়া! নন্দিতা গজগজ করেই চলেছে, মাথার ঘিলুটা তোর একেবারেই শুকিয়ে গেছে! এমন ভোঁদাকার্তিক বর না হলে কোনও বউ শ্বশুরবাড়িকে এইভাবে হেনস্থা করতে সাহস পায়!

উপল অন্যমনস্কতার ভান করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। টেবিল থেকে একটা বই তুলে পাতা ওলটাচ্ছে। নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে গেলে তাকে মানতেই হবে, শাশুড়ি-বউ দ্বন্দ্বে নন্দিতা আর চিকুরের দায়ভাগ প্রায় সমান সমান।

pathagar.net

বিয়ের পর থেকেই চিকুরের পিছনে ট্যাকট্যাক করাটা মা'র মোটেই উচিত হয়নি। জিন্‌স পরেছ কেন, এ-বাড়ির বউদের ওসব পরার পারমিশন নেই...! কামিজের কাটিংটা তোমার ঠিক হয়নি চিকুর, বড্ড বেআবরু লাগছে...! হুটহাট করে বেরিয়ে যাও কেন, রায়বাড়িতে ওটা চলে না...! এত বাঁধাবাঁধি চিকুরের সহ্য হয়? এক-এক সময়ে তো হিস্টোরিক হয়ে পড়ত চিকুর। রাগের মাথায় উপলকে একদিন বলেছিল, তোমার মাকে খুন করে আমি ফাঁসি যাব! তবে হ্যাঁ, বাড়াবাড়ি কি চিকুরও করেনি? বন্ধুরা এলে সোজা তাদের নিয়ে চলে যাচ্ছে বেডরুমে। তা সে তপোব্রত-সফিকুল-কণাদই হোক, কি মঞ্জরী-অন্বেষা-দীপাবলি। সব্বাইকে শোওয়ার ঘরে ঢোকানোয় শ্বশুর-শাশুড়ির তো আপত্তি থাকতেই পারে। উপল যতই জানুক, চিকুরের কাছে ছেলেবন্ধু মেয়েবন্ধু আলাদা নয়, উপলের বাবা-মা'র পক্ষে কি তা মানা সম্ভব? অত বড় লিভিংরুম পড়ে, সেখানে যত খুশি আড্ডা দাও... কিন্তু ওই যে, চিকুরের গোঁ... তোমার বাবা-মা'র যখন গা শুলোচ্ছে, ওইটেই করব! উপল ভেবেছিল বাচ্চা-কাচ্চা হলে অশান্তির পারাটা হয়তো খানিক নামবে। কোথায় কী, কুটুস ভাল করে হাঁটতে শেখার আগেই ফের লাঠালাঠি। প্রথমে দুম করে একটা হোটেলে রিসেপশনিস্টের কাজ নিয়ে বসল চিকুর। বাবা চটে আগুন, মা গজরাচ্ছে, চিকুর ডোন্ট কেয়ার। মুখের ওপর সাফ জবাব, তোমার বাবার পয়সায় আর কতদিন খাব? তোমার রোজগার যখন কম, আমাকেই একটা কিছু করতে হবে। আর চাকরি ইজ চাকরি, অত বাছাবাছি চলে না। এরপর তো শ্বশুর-শাশুড়িকে টাইট দিতে আর এক কাণ্ড শুরু করল চিকুর। সকালবেলা কুটুসকে নিয়ে নিষ্ক্রমণ, বাপের বাড়িতে ছেলে জমা রেখে অফিস, সন্ধেয় পুত্র সমেত প্রত্যাবর্তন। বাবা-মা যদি এতে অগ্নিশর্মা হয়, তাদেরও খুব দোষ দেওয়া যায় কি? শেষে তো কুটুসকে নিয়ে চলেই গেল, শ্বশুরবাড়িকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। মাঝখান থেকে উপলের পেঙ্গুলাম দশা।

নন্দিতা ফের খোঁচাচ্ছে ছেলেকে। গোমড়া গলায় বলল, বুকে হাত দিয়ে বল তো বাবুন, কাজটা কি চিকুর ন্যায় করেছে?

উপল চোখ পিটপিট করল, কোন কাজটা মা?

ছেলেটাকে নিয়ে যাওয়া। আমরা কি ওকে যেতে বলেছি কখনও?

pathagar.net

থাকতেও তো বলোনি মা। বরং হাবেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছ, ও গেলেই তোমরা...

নন্দিতার চোখের তারা কয়েক সেকেন্ড স্থির। তারপর নড়েচড়ে উঠেছে, অ। তোকে জিজ্ঞেস করাটাই গোখ্‌খুরি হয়েছে। তুই তো আগাগোড়াই বউয়ের দলে।

একটা শুকনো বাতাস বয়ে গেল উপলের বুকের মধ্যে দিয়ে। সে যে সত্যিই কার দলে, যদি ঠিকঠাক বুঝতে পারত! চিকুর ক্রমাগত বলে গেছে, রায়বাড়ি তুমি ছাড়ো, আমরা তিনজনে আলাদা কোথাও থাকি। দু'জনে মিলে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা আসবে, তাতে কুলিয়ে যাবে মোটামুটি। কিন্তু উপল কি তা পারে? বাবা-মা যেমনই হোক, একমাত্র ছেলে সরে গেলে ধাক্কাটা সামলানো খুব কঠিন হয়ে যাবে না কি? চিকুরকে কথাটা বললেই ওমনি ফোঁস, বুঝেছি বুঝেছি, তুমিও বাবা-মা'র দলে! রায়বাড়ির সুখ-বিলাসিতা তুমি ছাড়তে পারবে না!

বড্ড বেঁধে কথাগুলো। মা'র কথাও। চিকুরের কথাও। হায় রে, উপলের বাবা-মা যদি একটু বুঝদার হত! কিংবা চিকুর একটু কম অবুঝ!

pathagar.net

তিন

ডাক্তারদের একটা দল নিউজিল্যান্ড যাচ্ছে। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের সম্মেলনে। অকল্যান্ড। হাই কমিশন থেকে ভিসাগুলো এসে গেছে, এবার চূড়ান্ত প্রস্তুতির পালা।

বড় খাম থেকে একটা একটা করে পাসপোর্ট বার করে দেখে নিচ্ছিল চিকুর। সুজয় কুণ্ডুর টেবিলে বসে। তালগাছের মতো লম্বা বছর পঞ্চাশের ডিগডিগে সুজয় কাকে যেন মোবাইলে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছিল। হতাশ হয়ে খসখসে গলায় বলল, ধুত্তোর, খালি এনগেজড্! আধ ঘণ্টা ধরে কী যে এত কথা থাকে মানুষের!

সুজয় কুণ্ডুই চিকুরদের ট্র্যাভেল এজেন্সির মালিক। তবে অফিসের দস্তুর অনুযায়ী তাকে দাদা বলে কর্মচারীরা। সুজয় নিজেই তাই চায়। ওই নৈকট্যটুকু জুড়ে দিলে তার বোধহয় ছড়ি ঘোরাতে সুবিধে হয়।

হাতের কাজ না-থামিয়ে চিকুর বলল, খানিকটা টাইম গ্যাপ দিন না সুজয়দা। মিস্‌ড কল দেখে ক্লায়েন্ট হয়তো নিজেই...

না রে ভাই, দায়টা তো আমার। ভদ্রলোক মাসিকে লন্ডনে ডেসপ্যাচ করছে, টিকিট-ফিকিট রেডি, পরশু ফ্লাইট, অথচ এখনও চেকের দর্শন নেই। এসে টিকিটও কালেক্ট করছে না, ডেলিভারি দিয়ে আসতে হবে কিনা তাও বলছে না...! সুজয় জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল, যাক গে, তোমার সব ক'টা কেস এসেছে?

হ্যাঁ, পাসপোর্ট তো ষোলোটাই আছে।

সব কটা কেসই থ্রু?

একটা বোধহয় ঠোক্কর খেয়েছে। বলেই হাই-কমিশনের চিঠিখানা বাড়িয়ে দিল চিকুর। কেজো গলায় বলল, ডক্টর শিকদারের ভিসা স্যাংশন হয়নি।

pathagar.net

সে কী! চিঠিতে ত্বরিত চোখ বোলাল সুজয়। বিরক্ত মুখে বলল, ওফ্, ভিসা অফিসারদের কী যে হয় মাঝে মাঝে! একজন বাহান্ন বছরের লোক, তাও হেঁজিপেঁজি নয়, প্রফেশনাল ম্যান... এমন বিদ্‌ঘুটে কারণে তার ভিসা রিজেক্ট করে!

কী গ্রাউন্ড দেখিয়েছে?

তুমি পড়োনি?... ব্যাচেলার... সাফিশিয়েন্ট ফ্যামিলি টাই নেই... ফিরবে কি না সন্দেহ আছে...!

তা হলে কী হবে এখন? ওঁদের জার্নির তো আর থ্রি উইক্‌সও নেই!

উমম্। মোবাইলটা হাতের তেলোয় ঘসল সুজয়, এক কাজ করো। রিং আপ শিকদার, ইনফর্ম দা স্ট্যাটাস। যদি সে এগোতে না-চায়, তা হলে পাসপোর্টটা পাঠিয়ে দাও। আর যদি যাওয়ার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড থাকে, তা হলে কেস আবার নতুন করে প্রোডিউস করতে হবে। কীভাবে কী করতে হয়, তুমি তো জানো। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সেগুলো ডিস্‌কাস করে নাও। যদি সম্ভবপর হয়, কাল-পরশুর মধ্যে ডাক্তারবাবুকে একবার আসতে বলো।

সেই ভাল। হাই কমিশনের চিঠি স্বচক্ষে দেখলে উনি ব্যাপারটা বুঝবেন। নইলে হয়তো মন খচখচ করতে পারে।

কারেক্ট। সদাব্যস্ত সুজয় ঘড়ি দেখল, আজ আমি একটু উঠছি, বুঝলে। চার্চে যাব।

আপনি...? গির্জায়...?

ক্লায়েন্ট সর্বত্রই থাকে, রায়। রণে-বনে-জলে-জঙ্গলে...। সুজয় পুলকিত স্বরে বলল, নানদের একটা টিম নেক্সট মান্থে রোমে যাচ্ছে, ট্যুরটা যদি গ্লোব ট্র্যাভেলসই কন্ডাক্ট করে...! ইন টোটাল ছাব্বিশ জনের গ্রুপ।

তা হলে তো বেশ বড় কাজ!

ওই আশাতেই তো ধর্মস্থানে ছোটা। আজ ফাইনাল হবে। পয়সাকড়ির তো এদের অভাব নেই, ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট করে মাথা খারাপ করবে না...। চশমার আড়ালে সুজয়ের চোখ চকচক। ব্রিফকেস গোছাতে গোছাতে বলল, তুমি তা হলে... যাদের যাদের ভিসা এসেছে, জানিয়ে দাও। আর সরকারকে নিয়ে বসে এয়ার-বুকিং, ইনশিয়োরেন্সের কাজগুলো এগোতে থাকো।

pathagar.net

ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা পায়ে বেরিয়ে গেল সুজয়। যেতে যেতেও কানে মোবাইল, মাসির বোনপোকে পাকড়াওয়ের চেষ্টা চলছে। পাসপোর্টের পাঁজা নিয়ে চিকুর নিজের চেয়ারে ফিরল। খামে ভরে, নাম লিখে লিখে সযত্নে রাখছে আলমারিতে। টেলিফোনখানা টেনে নাম্বার টিপল ডক্টর শিকদারের। ইনিও এনগেজড্। সবাই ফোনালাপে ব্যস্ত, কী দিন রে বাবা!

পাশের টেবিলে জয়ন্ত সরকার। কম্পিউটার থেকে চোখ সরিয়ে আড়মোড়া ভাঙছে। সর্বাঙ্গে উঠি-উঠি ভাব। হাতলবিহীন ঘুরনচেয়ার সামান্য বেঁকিয়ে বলল, আমি কিন্তু সুজয়দাকে আগেই অ্যাডভাইস করেছিলাম। ডক্টর শিকদারের অ্যাসেট স্টেটমেন্টটা অ্যাটাচ করে দিলে ফ্যাচাং হত না।

লস্ তো ডাক্তারবাবুর। আমাদের লাভই লাভ। চিকুর চোখ টিপল, দু'বার ভিসার অ্যাপ্লিকেশন মানে গ্লোব ট্র্যাভেলসের ডব্‌ল্ কমিশন। সুজয়দা তো খুশিই হয়েছে।

তা বটে। পিষে পিষে যা আসে।

শুধু আমাদের মালকড়িটা যদি একটু বাড়াত!

চান্স কম ম্যাডাম। সুজয়দা মহা চিপ্পুস। এমনি এমনি দশ বছরে বিজনেস ফ্লারিশ করেছে? শ্বশুর-শাশুড়ির কাছ থেকে কমিশন খেতে পারবে না বলে তাদের টিকিট ভিসা করাল কসমিক ট্যুরকে দিয়ে। কসমিকের কাছ থেকে খিঁচেও নিল দু'পার্সেন্ট। বোঝো কী চিজ!

চিকুর হেসে ফেলল। সুজয় কুণ্ডু বাড়াবাড়ি রকমের পেশাদার বটে, তবে তাকে মন্দ লাগে না চিকুরের। শুধু টাকা টাকাই করছে তা নয়, কাজের প্রতি একটা নেশাও আছে। এক সময়ে নামি ট্র্যাভেল এজেন্সিতে ছিল, তখনকার যোগাযোগের জেরে দিব্যি গুছিয়ে ফেলেছে নিজের ব্যাবসা। ক্লান্তি-ফান্তির ব্যাপার নেই, অসুরের মতো খাটতে পারে। সবচেয়ে বড় গুণ, অফিসের কাজে সুজয়ের চোখে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ নেই। ছেলেমেয়ে সবাইকে ডাকে পদবি ধরে। চিকুর যেমন 'রায়', জয়ন্ত তেমনই সরকার, সরিতা স্রেফ গুপ্তা...। এক দিক দিয়ে ভালই, নিজেকে মেয়ে-মেয়ে ভেবে সদাসতর্ক থাকতে হয় না।

হাসিমাখা মুখে চিকুর বলল, বস-কো ছোড়ো। এখন কি ডাক্তারদের কেস নিয়ে বসবে?

pathagar.net

কাল কোরো। এয়ারবুকিংটা তুমি দেখো, আমি ইনশিয়োরেন্সের হালদারকে ডেকে নেব।

অ্যাজ ইউ প্লিজ। চিকুর কাঁধ ঝাঁকাল। ব্যাগে মোবাইল শিস দিচ্ছে, চেন খুলে বার করল দূরভাষ যন্ত্রটা। পরদায় নাম দেখে ঠোঁটে চিলতে হাসি, হ্যাঁ শৈবাল?

কোথায়? অফিসে? না রাস্তায়?

এখনও বেরোইনি গো। কেন?

তোমার অফিসের নীচেই আছি। কাজ না-থাকলে চলে এসো।

চিকুর দ্রুত দেখে নিল চারপাশটা। এক কামরার লম্বাটে অফিসখানা এখন ভাঙা হাট। সরিতা আজ আসেনি, দীপন আগেই কেটেছে, জয়ন্ত কম্পিউটার অফ করল, একমাত্র যোগরাজই যা লড়ে যাচ্ছে নাগাড়ে। বড়সড় এক ডান্স-ট্রুপ যাবে অস্ট্রেলিয়ায়, তাদের হোটেল বুকিং না-চুকিয়ে বেচারার নিষ্কৃতি নেই। অনিন্দ্য তো শেষ দুপুরে গাদা কাগজপত্র নিয়ে বেরোল, নির্ঘাত আর অফিসমুখো হবে না এখন। চিকুরই বা বসে থেকে কী করবে?

গলা ঝেড়ে চিকুর বলল, ওয়েট করো তবে। পাঁচ মিনিট।

মোবাইল মুঠোয় ধরে দু'-এক পল চোখ বুজে ভাবল চিকুর। তারপর ল্যান্ডলাইন থেকে ফের ডক্টর শিকদার। যাক, বেজেছে এবার। কথা সেরে চিকুর টয়লেট ঘুরে এল। যোগরাজকে বাই বলে সোজা লিফ্‌টের দরজায়। এ.সি চলছিল বলে ভেতরে টের পায়নি, আজও বেশ কড়া গরম। মৌসুমি বায়ু যে কবে আসবে? জ্যৈষ্ঠ তো ফুরিয়ে এল, এ বছর পয়লা আষাঢ় বৃষ্টি ঝরবে কি?

আষাঢ়ের স্মৃতি একটু কি মেদুর করল মনটাকে? কিছু কি মনে পড়ল চিকুরের?

অবশ্য বেশিক্ষণ স্মৃতিবিলাস চিকুরের ধাতে নেই। ফুটপাতে নেমে চিকুর দেখল শৈবাল একা নয়, সঙ্গে এক ফুলছাপ বুশশার্ট। চেহারাটি মন্দ নয়, পেটানো স্বাস্থ্য, তামাটে রং, হাইট পাঁচ দশ-টশ হবে। মুখে এক ধরনের রুক্ষতা আছে, চেহারার সঙ্গে যা খাপ খেয়ে যায়। অনেকটা যেন জনি ডেপের আদল।

শৈবাল আলাপ করিয়ে দিল, আমার পুরনো বন্ধু। মল্লার সেনগুপ্ত।

pathagar.net

চিকুর ভাল করে দেখছিল মল্লারকে। বলল, আমরা কি আগে মিট করেছি?

শৈবাল বলল, আরে দুর, আমার সঙ্গেই কতকাল পর দেখা! ব্যাটা বছর দুয়েকের জন্য দিল্লিতে ছিল, মাস ছয়েক হল কলকাতায় বদলি পেয়েছে। মর্নিং সানে আছে। রিপোর্টার।

ওরে বাবা, মিডিয়া পারসন! চিকুর ছদ্ম ত্রাস হানল, আপনি বলব? না তুমি?

তুইও চলতে পারে। মল্লারের সপ্রতিভ জবাব, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার অনেক গল্প শুনছিলাম।

চিকুরের দৃষ্টি পলকে তেরচা, গল্প? না কেচ্ছা?

গুণগানই তো করছিল। তুমি নাকি ওদের ম্যাচমেকার!

অতটা দাবি করব না। জাস্ট হাইফেন বলতে পারো। মঞ্জরী আর ইনি দু'জনে দু'জনকে শুধু ঝাড়ি মেরে যাচ্ছিলেন, কিছুতেই রিলেশনটা স্টার্ট নিচ্ছিল না, আমি একটু গিয়ার মেরে দিয়েছিলাম। চিকুর ফিচেল হাসল, বিয়ের পর অবশ্য কর্তাগিন্নি কেউই আমায় পোঁছে না।

বাজে বোকো না। শৈবাল প্রতিবাদ জুড়ল, তোমার সঙ্গে পরামর্শ না-করে মঞ্জরী একটা কাজও করে?

কিচ্ছু করে না? ঠিক বলছ তো? চিকুর অনায়াসে প্রগল্‌ভ, আমি কিন্তু মঞ্জরীকে জিজ্ঞেস করব।

ফাজলামি হচ্ছে? শৈবাল লাজুক হাসছে। মল্লারকে বলল, এই হল চিকুর। মুখের কোনও রাখঢাক নেই।

মল্লার বলল, মুখে যা আসে, বলে ফেলাই তো উচিত।... কিন্তু এখানে দাঁড়িয়েই আড্ডা চালাবি? নাকি কোথাও গিয়ে বসবি?

কাছেই এক ছোট রেস্তরাঁ। নিরামিষ। দক্ষিণী। ছিমছাম পরিবেশ। কাচের জানলা দিয়ে দেখা যায় ক্যামাক স্ট্রিটের ছুটন্ত পৃথিবী। তিন মূর্তি গিয়ে বসল সেখানে। কফি আর ধোসার অর্ডার দিল শৈবাল। বলল, আর কিছু?

আপাতত এটাই চলুক। এক ঢোক জল খেয়ে চিকুর মল্লারকে নিয়ে পড়ল। চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, সো? কলকাতায় ফিরে কেমন লাগছে?

কলকাতায় আবার ফেরাফিরি কী! মল্লারের যথারীতি স্বচ্ছন্দ জবাব, কলকাতা তো আমারই। কসবায় বড় হয়েছি...

pathagar.net

তবু... কেমন দেখছ? দু'বছর পর?

দু'বছর আর কোথায়, থেকে থেকেই তো এসেছি। মল্লার গমগমিয়ে হাসল, তবে কলকাতা কিন্তু কয়েক বছর ধরে হেভি স্প্রিন্ট টানছে।

দিল্লি বেটার? না কলকাতা?

দুটো দু'রকম। দিল্লিওয়ালারা একটু বেশি প্রফেশান ওরিয়েন্টেড। ওখানে যেন কেরিয়ার ছাড়া কেউ কিছু বোঝে না।

শৈবাল বলল, কলকাতাও তো এখন সেদিকেই যাচ্ছে রে ভাই।

তবু এখানে একটা স্পেস আছে। সারাদিন কাজকর্মের পর চাইলে কিছুটা অক্সিজেন পাওয়া যায়। তা ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা নিজের পেশার লোকদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষি নেই, এটাও তো একটা বড় সুখ।

আইব্বাস! তার মানে তুমি সুখে থাকতে এসেছ?

নট এগজ্যাক্টলি। মা-ও একটা ফ্যাক্টর। এখানে মাকে একা রেখে...

তোমার বাবা?

ওপরে। আমি তখন এগারো।

অর্থাৎ শুধু তুমি আর তোমার মা? নো বউ?

বউ নেই ধরছ কী করে? মল্লার এবার কায়দা করে হাসছে, তা ছাড়া মা বউ ছাড়াও তো কেউ কেউ থাকে। ভাইবোন শব্দটা বুঝি ডিকশনারিতে নেই?

সরি, সরি। চিকুর এতক্ষণে জব্দ হয়েছে কথায়। বলল, আমি ভাবলাম...

ভুল ভাবোনি। চিকুরের অপ্রস্তুত ভাব যেন উপভোগ করছে মল্লার। হেসে বলল, বউ, ভাই, বোন, কিস্যু নেই।

শৈবাল বলল, ওভাবে উড়িয়ে দিস না। বউটা কিন্তু তোর হব হব করছে।

ছোড় ইয়ার। যতক্ষণ সে ঘরে আসেনি, ততক্ষণ নেই। ভবিষ্যৎ কে কবে দেখতে পেয়েছে! হয়তো বিয়েটাই কেঁচে গেল। কিংবা পুট করে সে টেঁসে গেল। কিংবা আমি রইলাম না। কিংবা...

থাম তো। ভাট বকিস না।

দিস ইজ ট্রুথ ইয়ার। নিষ্ঠুর সত্য। সম্পর্ক, বেঁচে থাকা, মরে যাওয়া, স্বপ্ন, আনন্দ, যন্ত্রণা, সবই তো অনিত্য রে ভাই। দিল্লিতে এক শিল্পপতিকে মিট

pathagar.net

করলাম, লোকটা ইন্টারভিউতে পুলকিত মুখে বলল, আগামী ফাইভ ইয়ার্সে তার কী-কী প্ল্যান আছে, কীভাবে সে হাজার কোটির কারবার দশ হাজার কোটিতে নিয়ে যাবে, ইন্ডিয়ার শহরে শহরে তার নাম ছড়িয়ে পড়বে...। অফিসে ফিরে রাইট-আপটা তৈরি করছি, খবর পেলাম লোকটা ফুড়ুৎ। হার্ট অ্যাটাক। ব্যস, স্বপ্ন-টপ্ন সব ভোগে। আমার পিতৃদেবও তো বিনা নোটিশে, ওন্‌লি অ্যাট দি এজ অফ ফরটিটু...। মল্লার কাঁধ ঝাঁকাল, অতএব কেউ বলতে পারে, আমার হবু বউ ঠিক এই মুহূর্তে গাড়িচাপা পড়ল কিনা। অ্যাম আই রাইট?

পলকের জন্য দিদিকে মনে পড়ল চিকুরের। স্ট্রেচারে চড়ে ঢুকে যাচ্ছে ওটিতে... হাসতে হাসতে... হাত নাড়তে নাড়তে... বেরোল ডেডবডি হয়ে...

চিকুর বলে ফেলল, তুমি দেখছি আমার মতোই। পেসিমিস্ট।

আজ্ঞে না। তোমরা হাড়েমজ্জায় সিনিক। শৈবাল ভেংচে উঠল। গরম গরম পেপার ধোসা হাজির, দু'হাতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, কাজের কথা শোনো। সতেরোই জুলাই তারিখটা নিশ্চয়ই খেয়াল আছে?

তোমাদের সেকেন্ড ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি?

ওই দিন পৃথিবীতে আর কী মহৎ ঘটনা ঘটেছে, অ্যাঁ? এবার কিন্তু বাড়িতে নো অ্যারেঞ্জমেন্ট। ল্যান্সডাউনের ওপর একটা কোজি হল পেয়েছি। রেটটাও রিজনেবল্। গ্যাদারিংটা এবার ওখানেই হবে।

নিশ্চয়ই মঞ্জরীর প্ল্যান?

হ্যাঁ গো। ফ্ল্যাটে করলে ওর খুব স্ট্রেন যায়।

এ তো আমি আগের বছরই বলেছিলাম।... তা মঞ্জরী দেবীর কী খবর? ফিরল ভবানীপুর থেকে?

তোমরা মেয়েরা বাপের বাড়ি গেলে কি সহজে নড়তে চাও?

নেহাতই ঠাট্টার ছলে বলা, তবু কোনও কোনও মুহূর্তে এক-একটা কথা যেন কানে লেগে যায়। চিকুর অবশ্য ঠোঁটে হাসি রেখেই বলল, মেয়েদের কাছে বাপের বাড়ির চার্মই আলাদা। ও তোমরা ছেলেরা বুঝবে না।

বুঝে কাজও নেই। এখন যাচ্ছি ভবানীপুর, সোজা মঞ্জরীকে বগলদাবা করে তবে বাড়িতে ব্যাক।

তার মানে শ্বশুরবাড়িতে আজ জোর খ্যাটোনও হচ্ছে?

pathagar.net

বিন বুলায়া দামাদ, কী জোটে কে জানে! শৈবাল হ্যা হ্যা হাসছে, তারপর বলো, তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে?

ঠিকঠাক।

নিজের ট্রাভেল এজেন্সির প্ল্যান কদ্দূর?

তাড়া কীসের! আর দু'-চারটে বছর যাক। কুণ্ডুর দাওয়ায় আর একটু ঘষটে নিই। সমস্ত ঘাঁতঘোঁতগুলো বুঝি। চিকুর ঠোঁট উলটোল, কে জানে করে উঠতে পারব কিনা। হলেও দাঁড়াবে কিনা।

সেই নেগেটিভ চিন্তা? খুব খারাপ। শৈবাল চামচে সম্বর ঘাঁটতে ঘাঁটতে কী যেন ভাবল। হঠাৎই ঝুঁকে বলল, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম।

কী?

শৈবাল চোরা চোখে মল্লারকে দেখে নিয়ে গলা নামাল, মঞ্জরী জানতে চাইছিল, উপলকে কি সেদিন ডাকব?

স্ট্রেঞ্জ! চিকুর খাওয়া থামাল, আমি কী বলব? উপল তোমাদেরও বন্ধু, তোমরা ডিসাইড করবে।

সে তো বটেই। তবে তোমাদের রিলেশনটা তো এখন...

তো? তোমাদের কি ধারণা উপলকে দেখলে আমি আপসেট হয়ে পড়ব?

তা নয়। তবু যদি আনইজি লাগে...

আমার লাগবে না। তবে উপলের ব্যাপারে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি না। জানোই তো, ও একটু ন্যাকা টাইপ।

শৈবাল হেসে ফেলল। দু'দিকে মাথা দোলাচ্ছে নিজের মনে, তোমরা কী বলো তো? কত ফাইট-টাইট করে বিয়েটা করলে... ক'টা বছর ঘুরতে না-ঘুরতে দু'জনে বিরহী রাম-সীতা সেজে বসে রইলে?

মল্লার নড়ে বসেছে, একটু অনধিকার চর্চা করব? মানে আমার সামনেই ডিসকাশন হচ্ছে তো...। রাম-সীতার মধ্যিখানে কিন্তু একটা রাবণ ছিল। এই রামায়ণে সেরকম কেউ আছে নাকি?

প্রশান্ত রায়কে কি রাবণ বলা যায়? কিংবা নন্দিতা দেবীকে মন্দোদরী? ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলছিল চিকুর, সামলে নিয়ে বলল, আছেও বটে। আবার নেইও বটে। আসল প্রবলেমটি তো আমার দ্যাবা স্বয়ং।

pathagar.net

কী রকম?

জীবনে একটা মাত্র ডিসিশন নিয়েই সে ক্লান্ত। বিয়ে। দ্বিতীয় আর কোনও সিদ্ধান্ত সে ইহজীবনে নিয়ে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না।

তুমিও কিন্তু খুব জেদ করছ চিকুর। হালকাপলকা কথার মাঝে শৈবাল দুম করে সিরিয়াস, শ্যামপুকুরে কি কোনওভাবেই অ্যাডজাস্ট করে থাকা যায় না? অত বড় বাড়ি... চাইলে নিজেদের একটা সেপারেট ব্লক করে নিতে পারো...

হয় না রে ভাই। পরিবেশটাই ভীষণ সাফোকেটিং। আর জানোই তো, মন যেখানে সায় দেয় না, চিকুর সেখানে কিছুতেই থাকবে না।

মল্লার পুট করে বলল, আমিও তাই। দিল্লিতে দু'বছরেই আমার দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অ্যাই, তুই আর পিন মারিস না তো! মল্লারকে থামাল শৈবাল। কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, তা হলে চিকুর, মাঝামাঝি একটা রাস্তা নিই? সতেরো তারিখে ডাকব উপলকে। তবে নো জোরাজুরি। ঠিক হ্যায়?

করো না যা ইচ্ছে। চিকুর মোবাইল টিপে সময় দেখল। খানিকটা আত্মগতভাবে বলল, এবার কিন্তু আমাকে উঠতে হবে। দেরি দেখলে মা আজকাল ব্যাপক টেনশন করে।

কফি শেষ করে হাঁটতে হাঁটতে মেট্রো রেল স্টেশন। শৈবালরা দক্ষিণে গেল, চিকুর উত্তরে। এসপ্ল্যানেডের পর কোনওক্রমে একটা বসার জায়গা পেয়েছে। পাতালপথে ছুটছে ট্রেন। থামছে। আবার ছুটছে।

এতাল-বেতাল ভাবছিল চিকুর। উপলকে মনে পড়ছে। রবিবার কুটুসকে নিয়ে গেল উপল। বলল বটে, শরীর-টরির ঠিক আছে, কিন্তু কেমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছিল না? ভারী আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল সারাক্ষণ। মিষ্টি খেতে অত ভালবাসে, অথচ অযথা গাঁইগুঁই। শেষে বাবার কথা রাখতে তুলল মুখে। দেখে মনে হচ্ছিল যেন ফাঁসির খাওয়া খাচ্ছে। অভিমান? রাগ? ক্ষোভ? কীসে পুড়ছে উপল?

ছোট্ট একটা শ্বাস পড়ল চিকুরের। সে কি উপলের ওপর খুব অবিচার করছে? সবার মেরুদণ্ডে সমান জোর থাকে না, এটা বুঝে নিয়েই কি বিয়ে অবধি এগোনো উচিত ছিল? চিকুরেরও যে খারাপ লাগে, উপল কি তা

pathagar.net

বোঝে? এক এক রাতে তো ঘুমই আসতে চায় না, তৃষ্ণার্ত শরীরে চিকুর এপাশ-ওপাশ করে, উপলকে কী যে কাছে পেতে ইচ্ছে করে তখন! উপলেরও কি কষ্ট হয় না? খিদে-তেষ্টা সব মরে গেল? এই বয়সেই? মুখ ফুটে সেভাবে কিছু বলে না কেন? এই যে সেদিন বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব পাড়ল, একটু জোর করতে পারত তো! শুনে তো মনে হল চিকুর নাকচ করায় যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে! এটাও কি বাবা-মা'র ভয়ে? এ কেমনতরো পুরুষ? কুটুসকে তো ফেরত দিতে আসবে, তখন উপলকে চেপে ধরলে হয়।

আবছা একটা বিষাদ নিয়ে বাড়ি ঢুকেছিল চিকুর, লিভিংরুমে পা রাখতেই মনের দরকচা ভাব উধাও। কদিন ধরেই বাবা মাঠ থেকে ঘাড় ঝুলিয়ে ফিরছিল, আজ উল্লাসে টগবগ ফুটছে। পর পর তিনটে ম্যাচ হারার পর আজ ড্র করেছে দেবেশের টিম, লিগে দশ নম্বর থেকে উঠে এসেছে আটে। এত আনন্দ দেবেশ রাখে কোথায়!

দারুণ উত্তেজিত স্বরে দেবেশ বলল, জানিস চিকা, বিভাসটা পর পর দু'খানা সিটার মিস করল, একটা নেট হলেই রেলিগেশন ফাইটের ইতি হয়ে যেত।

চিকুর কপট দুঃখী-দুঃখী মুখ করল, কী করবে বলো! সিটার মিস হয় বলেই তো জীবনে রেলিগেশন ফাইটের আর শেষ হয় না।

দার্শনিক বুলি দেবেশের মাথায় ঢোকে না। দু'হাত নেড়ে বলল, না রে চিকা, তুই জানিস না, এমন সহজ সুযোগ...। ডিফেন্স পুরো এক লাইনে দাঁড়িয়ে গেছে... কী চমৎকার থ্রু বাড়াল তপন... আইডিয়াল ওয়ান-টু-ওয়ান সিচুয়েশন... গাড়োল বিভাসটা ধেড়িয়ে দিল। সাধে কি বলছি, একটা কালোকুলো দেখে ধরে আনতে! আর কিছু না হোক, আফ্রিকানগুলো তেকাঠিটা চেনে। একটা যদি স্ট্রাইকার থাকত আমার...

দেবেশকে এখন থামানো কঠিন। ঘরে গিয়ে জিরোনোর জো নেই, জামাকাপড় বদলানো শিকেয়, এখন শুধু দেবেশ মিত্তিরের স্ট্র্যাটেজি শুনতে হবে। সাধে কি শুভা বরের ওপর চটিতং থাকে!

কোনওমতে বাবাকে কাটিয়ে চিকুর ঘরে এল। টিভি বন্ধ বটে, তবে পড়ছে না ফুল। কোত্থেকে একটা ফ্যাশান ম্যাগাজিন জোগাড় করে পাতা উলটোচ্ছে।

pathagar.net

চিকুর ছোঁ মেরে পত্রিকাটা কেড়ে নিল। চোখ পাকিয়ে বলল, বই খোলার নাম নেই, যত্ত সব আজেবাজে জিনিসে ঝোঁক!

ফুল ভ্রূভঙ্গি করল, বই তো খুলব। সামারটা শেষ হোক।

তোর কী সব টাস্ক-ফাস্ক আছে না?

বেশি নেই। সামনের সপ্তাহে করে নেব।

দেখিস, সামনের উইক করতে করতে না স্কুল খুলে যায়।

ফুল আবার পত্রিকাটা নিয়ে নিয়েছে। চিকুর আর কিছু বলল না। মেয়েটার পড়াশুনোয় সত্যিই মন নেই, ইদানীং উড়ুউড়ু ভাবও এসেছে, তবু কিছুতেই যেন চিকুর তাকে শাসন করতে পারে না। ফুলের মধ্যে ওই বয়সের চিকুরকে দেখতে পায় কি? নাকি ফুল এত বেশি দিদি বসানো, তার মুখের দিকে তাকালেই মনটা দ্রব হয়ে যায়?

পোশাক বদলে ফের দেবেশের পাশে এসে বসল চিকুর। খবরের কাগজ টেনে আলগা চোখ বোলাচ্ছে। শুভা চা রেখে গেল। অপাঙ্গে চিকুর একবার দেখল মাকে। মুখ যেন তোলো হাঁড়ি! বাবার লম্ফঝম্প দেখেই কি...?

কারণটা বোঝা গেল খেতে বসে। ফুলের পাতে রুটি দিয়ে শুভা ভার ভার গলায় বলল, তোর ছেলেটা ভারী নেমকহারাম আছে।

চিকুর অবাক মুখে বলল, কেন গো?

দুপুরে একটু কথা বলার জন্য ফোন করলাম, বাবু ধরলই না।

দ্যাখো গে যাও, যে রিসিভ করেছিল, সেই হয়তো ফাউল করেছে। দেবেশ মন্তব্য হানল, ফোনটা হয়তো কুটুসকে পাসই করেনি।

না না, তা কী করে হয়! বেয়ান তো কতবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল কুটুকে। শেষে বলল, কুটু নাকি কী এক রেলগাড়ি নিয়ে ব্যস্ত। কিছুতেই নড়ছে না।

চিকুরের বিশ্বাস হল না। তার শাশুড়িটির পেটে পেটে প্যাঁচ। নির্ঘাত কায়দা করে বোঝাতে চাইছিল, শ্যামপুকুর গেলে কুটুস পাতিপুকুরকে ভুলে যায়। কিন্তু মা যা সরল, বললে হয়তো মানবেই না।

দেবেশ আহারে মনোযোগী হয়েছে। স্যালাডের শসা বাছতে বাছতে বলল, সত্যি, ছেলেটা গোটা মাঠ জুড়ে খেলে। না-থাকলে বাড়ি বিলকুল ফাঁকা।

pathagar.net

ফুলেরও গলায় অনুযোগ, কুটুসকে পনেরো-ষোলো দিনের জন্য পাঠানোর কোনও মানে হয়? মাসিমণিটা যে কী না!

চিকুর ম্লান হাসল। কপাল বটে! ওদিকে উপলের বাবা-মা তাকে গাল পাড়ছে, উপলও নিশ্চয়ই দুষছে, এদিকে মা তো গজগজ করেই, এবার ফুলও...! আর কী, এখন বাবা পোঁ ধরলেই ষোলোকলা পূর্ণ হয়। নাহ্, আজ রাত্তিরেই উপলকে একবার ধরা দরকার। প্রাণের সুখে ঝাল ঝাড়বে। এই রবিবারই দিয়ে যেতে বলবে কুটুসকে। ও-বাড়ির লোকরাও জানুক, কুটুসকে তারা দু'-চার দিনের জন্যই পাবে, তার বেশি নয়।

শোওয়ার আগে মোবাইল হাতে নিয়েই চমক। মল্লার একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা পাঠিয়েছে— নম্বরটা রইল, মনে থাকবে তো!

নিক্রমণের বোতামখানা টিপতে গিয়েও টিপল না চিকুর। আর একবার পড়ল লেখাটা। মাত্র মিনিট পনেরো আগে পাঠানো। একটা স্মাইলিও দিয়েছে সঙ্গে। হলুদ রং গোল ভেটকানো মুখ জিভ কাটছে।

ছোট্ট করে হাসল চিকুর। শৈবালের বন্ধুটা ভারী মজাদার তো!

pathagar.net

চার

আকাশ আজ ভোর থেকেই মেঘলা। চিকুর যখন অফিস বেরোল, তখন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, তারপর তো ঝমঝমিয়ে এল। টানা বেশিক্ষণ হল না অবশ্য, কুটুস স্কুল থেকে ফেরার আগেই জোর দু'পশলা ঝরিয়ে ধরে গেল মোটামুটি। তবে এখনও আকাশ স্লেটবর্ণ, যখন তখন নামতে পারে।

নাতিকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়ানোর প্রয়াস চালাচ্ছিল শুভা। সবে পরশু কুটুসের স্কুল খুলেছে। সমবয়সি বন্ধুদের ফিরে পেয়ে ছেলেটার প্রাণশক্তি যেন দ্বিগুণ এখন। তাকে বাগে আনতে শুভার হিমশিম দশা। চোখ বন্ধ করেছে ছেলে, কিন্তু আঁখিপাতার পিটপিটানি আর থামে না। মাঝখান থেকে শুভার চোখটাই জড়িয়ে এল।

মিহি নিদ্রায় ভাসা ভাসা স্বপ্ন দেখছিল শুভা। একটা নড়বড়ে বাঁশের সাঁকোয় দাঁড়িয়ে আছে সে, তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক খরস্রোতা খাল। শুভা কোনওরকমে পার হতে চাইছে সাঁকোটা, কিছুতেই পারছে না। ওপার থেকে কে যেন ডাকল শুভাকে। চেনা চেনা স্বর। লোকটাকে দেখতে পাচ্ছিল না শুভা, শুধু ডাকটাই কানে আসছিল। টলমল পায়ে এগোয় শুভা, ডাকটাও উচ্চকিত হয় ক্রমশ। হঠাৎই মনে হল কে যেন ঠেলছে। উঁহু, ঝাঁকাচ্ছে। ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ফেলে দিতে চায় শুভাকে...

ওই ঝাঁকুনিই ছিঁড়ে দিল স্বপ্ন। চোখ মেলতেই সামনে দেবেশ, হাতে চায়ের কাপ। গমগমে গলায় দেবেশ বলল, কী গো, খুব ঘুমোচ্ছ যে? ড্যাশ মেরে মেরে তুলতে হচ্ছে!

ধড়মড়িয়ে উঠতে গিয়ে শুভার মাথাটা কেমন টলে গেল। হঠাৎ হঠাৎ হচ্ছে এরকম। প্রেশারের গন্ডগোল? হবেও বা।

দেবেশেরও বুঝি নজরে পড়েছে। ভুরু কুঁচকে বলল, কী হল?

pathagar.net

চাদর খামচে নিজেকে সামলে নিয়েছে শুভা। অল্প মাথা নেড়ে বলল, কিছু না।

কাপটা তা হলে ধরো। দ্যাখো আজ ঠিক হয়েছে কিনা।

শেষ দুপুরের চা দেবেশই বানায় আজকাল। মাঠে বেরোনোর আগে বড্ড চা-চা করে মনটা, করলে শুভাকেও দেয় এক কাপ। তবে এখনও দেবেশের হাত পাকেনি, কোনওদিন চা একেবারে ফিকে, তো কোনওদিন হাকুচ তেতো। চিনির আন্দাজও নেই।

আজও মিষ্টি গুলে দিয়েছে। কাপে ঠোঁট ছুঁইয়ে সামান্য নাক কোঁচকাল শুভা। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিতেও ভাঁজ পড়েছে, এ কী, কুটু গেল কোথায়?

দেবেশ হা-হা হেসে উঠল, কী ডিফেন্স গো তোমার? ড্রিবল্ করে বেরিয়ে গেছে?

আহা, দ্যাখো না কোথায় গেল! হুটহাট দরজা খুলে বেরিয়ে যায়...

আরে না, প্রেমসে আছে। ব্যালকনিতে গ্রিল চড়া প্র্যাক্টিস করছে।

অ্যাঁ? শুভার মুখ হাঁ হয়ে রইল একটুক্ষণ, তুমি ওকে নামাচ্ছ না?

ঘাবড়াচ্ছ কেন? টপে পৌঁছে গেলেই নেমে আসবে।

যদি পড়ে যায়? হাত-পা ভাঙে?

কিচ্ছু হবে না। বাচ্চারা বহুৎ সেয়ানা হয়। ডেঞ্জার দেখলে নিজেই চেল্লাতে শুরু করবে।

দেবেশের এই নির্বিকার ভাবটাই শুভার সহ্য হয় না। সংসারের কোনও ব্যাপারেই কি কখনও হেলদোল হয়েছে লোকটার? ময়দানে বড় ম্যাচে পাবলিকের ঢিল খেয়ে মাথা ফাটিয়ে এসে যতটা ভ্রূক্ষেপহীন, বাড়িতে মেয়ে-বউয়ের জ্বরজারি-ম্যালেরিয়া-টাইফয়েডে ততটাই গা-ছাড়া। আরে, হো যায় গা! ডাক্তার দেখছে তো! ওষুধ পড়ছে তো! কাঁকনটা ওইভাবে বেঘোরে মরে গেল... কপাল চাপড়াল, হাউহাউ করে কাঁদল কদিন, তারপর ব্যস, যে কে সেই। চিকুর শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এখানেই পাকাপাকি খুঁটি গাড়ল... তাকে নিয়েও কি চিন্তাভাবনা আছে বাপের? আহা, ওদের গেম ওদেরই খেলতে দাও না, তোমার আমার হুইসল্ বাজানোর দরকার কী! দেবেশের কাছে সবই শুধু খেলা। বাঁচা, মরা, ভাঙা, গড়া...!

আহা, শুভাও যদি ওই ছাঁচে নিজেকে গড়েপিটে নিতে পারত!

pathagar.net

ঘরোয়া ঢঙে পরা শাড়ির আঁচল লুটোতে লুটোতে শুভা ছুটল ব্যালকনিতে। গ্রিলের টঙে ঝুলন্ত কুটুসকে দেখে চিৎকার করে উঠেছে, এই, নাব। নাব শিগগির।

নো। আমি নামব না। আমি এখন স্পাইডারম্যান।

খুব বকব কিন্তু।

বকো।

মা এলে বলে দেব। এমন পিটবে না...

মা মারলে বাবাকে বলে দেব। বাবা আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে।

কী সর্বনেশে কথা! শুভা কাঁটা হয়ে গেল। উপল এবার শিখিয়েছে নাকি ছেলেকে? চিকুর জানলে মহা অনর্থ হবে! বাপ-ছেলের দেখা হওয়াটাই হয়তো বন্ধ করে দেবে পাকাপাকি। কুটুস দিদানের ফোন ধরেনি শুনেই যা ছ্যার ছ্যার কথা শোনাল উপলকে! ছেলে পৌঁছোতে এসে সে বেচারা পালাবার পথ পায় না!

কলিংবেল বাজছে। শুভা আঁচল সামলে ঘোরার আগেই অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় গ্রিল বেয়ে দু'-চার ধাপ নেমে কুটুসের জোর লাফ। মেঝেয় পড়েই তিরবেগে ছুটেছে দরজা খুলতে। পরক্ষণে উড়ন্ত পাখির মতো ডানা মেলে ফিরে এল। শুভাকে পাক খেতে খেতে বলে চলেছে, মেসো এসেছে। মেসো এসেছে।

কল্যাণ হঠাৎ এ সময়ে? শুভা অবাক হল একটু। অন্দরে এসে দেখল, সোফায় বসে পড়েছে কল্যাণ। এবং মাঠের জন্য রেডি তার শ্বশুরমশাইটিও আটকে গেছেন বেমক্কা। বাধ্য হয়ে আসীন, জামাতার মুখোমুখি।

শুভা সামনে গেল, কেমন আছ বাবা?

ঝাঁকড়া দাড়িতে হাত বুলিয়ে কল্যাণ বলল, কেমন দেখছেন?

শুভা তেমন একটা কিছু বুঝতে পারল না। শুধু মনে হল, কল্যাণের দাড়ি যেন আরও খানিক লম্বা হয়েছে। আরও এলোমেলো। রুপোলি ঝিলিকও যেন বেশি আগের চেয়ে। ছ'বছরের ছোট ছিল কাঁকন, তার মানে কল্যাণ এখন একচল্লিশ। বয়সের তুলনায় একটু বেশি বুড়োটে লাগছে না?

মৃদু হেসে শুভা বলল, চার মাসে আর কত বদলাবে? তবে একটু যেন রোগা রোগা...

মাঝে কদিন খুব স্ট্রেন গেল যে। সাইকেলে গুয়াহাটি ঘুরে এলাম।

pathagar.net

সাইকেল কেন? দেবেশের চোখ গোল গোল, ও লাইনে ট্রেন বন্ধ ছিল নাকি?

না না, জাস্ট ফর অ্যাডভেঞ্চার। একটা স্পনসর জুটে গেল, ঝপ করে তিনজনে...। দারুণ এক্সাইটিং ছিল জার্নিটা। কয়েকটা স্ট্রেচে আপ-হিল ডাউন-হিল... বঙ্গাইগাঁওতে তো উলফাদের একটা গ্রুপ ধরেছিল...

অভিযানের কাহিনি শোনাচ্ছে কল্যাণ, শুভা টুপ করে রান্নাঘরে। কেটলি ধুয়ে চায়ের জল চাপিয়েছে। চোখ কুঁচকে ভাবল দু'দণ্ড। ছেলেটা খেতে খুব ভালবাসে, ময়দা মেখে লুচি করে দেবে ঝটপট? একা একা থাকে, খাওয়া-দাওয়ার তো কোনও ঠিকঠিকানা নেই। দেবেশকে একটু মিষ্টি আনতে বলবে? বেরোনোর মুখে আটকে পড়ে নির্ঘাত ছটফট করছে মানুষটা, বিরক্ত হবে না তো? মুখে অবশ্য বলতে পারবে না কিছু, জামাই বলে কথা।

আপাতত চা-বিস্কুট নিয়েই শুভা ফিরল ড্রয়িং স্পেসে। ট্রে নামিয়ে বলল, কী খাবে? আলুপরোটা বানিয়ে দিই?

দেবেশকে কীসের যেন বর্ণনা দিচ্ছিল কল্যাণ, ঘুরে বলল, তাড়া নেই মা। ফুল আসুক।

তার তো ঢুকতে ঢুকতে সেই সাড়ে চারটে।

তখনই হবে। আমি তো আছি কিছুক্ষণ।

তা হলে আমি...। দেবেশ ওমনি ঘড়ি দেখছে, লিগের আর দুটো ম্যাচ বাকি, বুঝলে। দুটোই খুব ভাইটাল। সামনের সোমবার মহামেডান। আমার ছেলেগুলোকে বিকেলে ডেকেছি, ওদের নিয়ে বসব...

নো প্রবলেম। কল্যাণ আশ্বস্ত করল শ্বশুরকে, আপনি রওনা দিন।

দেবেশ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন। তড়াক লাফিয়ে উঠতেই শুভার সঙ্গে চোখাচোখি। ইশারায় তাকে দোকান যাওয়ার কথা বলতেই সঙ্গে সঙ্গে রাজি, ঘাড় নেড়ে দৌড়োল দ্রুত পায়ে।

শুভা বিস্কুটের প্লেট এগিয়ে দিল, নাও, চা-টাগুলো আগে খেয়ে নাও।

কাপ টানতে গিয়েও কল্যাণ হঠাৎ থমকেছে। হাঁক পাড়ল, কুটুস...? কুটুসকুমার?

ঘরে ঢুকে কী অপকর্ম করছিল কে জানে, পরদা সরিয়ে কুটুসের মুখখানা উঁকি দিয়েছে, আমাকে ডাকছ?

pathagar.net

এসো। তোমার জিনিসগুলো নিয়ে যাও। বলেই ঢোল্লা জামার পকেট থেকে একরাশ লজেন্স-চকোলেট বার করেছে কল্যাণ, তুমি যা নেবে নাও। বাকিগুলো তোমার দিদির থাকবে।

কুটুস বেজায় পুলকিত। বেছে বেছে বাবল্‌গামগুলো তুলে নিল, আর একখানা মিল্ক চকোলেট। ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, চিপ্‌স নেই?

এএমা, একদম ভুলে গেছি।

তুমি আগের দিন কিন্তু এনেছিলে।

বাহ্‌, দারুণ মেমরি তো! কল্যাণের স্বরে তারিফ, চিকুরের মতোই ইন্টেলিজেন্ট হয়েছে।

হ্যাঁ, দুষ্টু বুদ্ধি ষোলো আনা। আমাকে যা তুর্কি নাচ নাচায়!

সত্যি, আপনার বড্ড ধকল যায়।

যার যেমন কপাল। শুভা আবছা হাসল, তারপর তোমার কী খবর? রান্নার লোক পেলে?

না। হোম ডেলিভারিই চলছে। আমার ওটাতেই সুবিধে মা। কখন থাকি, না থাকি, কখন রাঁধতে আসবে... ফালতু টেনশন।

তা বটে। শুভা সামান্য থেমে থেকে বলল, আগেরবার বলছিলে না, তোমার মা-বাবা কলকাতায় আসতে পারেন...?

এখন মনে হয় আর রানিগঞ্জ ছেড়ে নড়তে পারবে না। বাবার শরীরটা নাকি সুবিধের নেই। কী সব প্রবলেম-টবলেম চলছে...

তুমি রানিগঞ্জে যাও না?

যাওয়া হয়নি অনেকদিন। দেখি এবার যদি ঘুরে এসে...

আবার কোথাও যাচ্ছ বুঝি?

একটা বড় ট্রেক করার ইচ্ছে আছে। লাদাক থেকে মানালি। লেহ্‌ থেকে স্টার্ট করব। ইউজুয়াল রুটটা নেব না। জাঁসকর ভ্যালি দিয়ে একটা কঠিন রুট বেছেছি। আমাদের ব্যাঙ্কের দশ-বারো জন মিলে যাব। এই জুলাই এন্ডেই স্টার্ট করার ইচ্ছে।

কথার মাঝেই হন্তদন্ত পায়ে ঢুকেছে দেবেশ। কল্যাণের শেষ বাক্যটি বোধহয় কানে গিয়েছিল, সন্দেশের বাক্স ডাইনিং টেবিলে রেখে প্রশ্ন ছুড়ল, এবার কোথায় চললে, কল্যাণ?

pathagar.net

যেখানে যাই। হিমালয়।

খাসা আছ। তোমার মতো যদি ঝাড়া হাত-পা হতে পারতাম, গোটা ভারতবর্ষটাই চষে ফেলতাম, বুঝলে। এই সংসার করতে গিয়েই ফেঁসে গেলাম।

হায় রে, শুভাকে এ-কথাও শুনতে হয়! তাও কিনা দেবেশের মুখ থেকে!

দেবেশ আর দাঁড়ায়নি, কথা কটা ছুড়ে দিয়েই পলকে উধাও। কল্যাণ আবার তার আসন্ন পাহাড় পরিক্রমার গল্প শুরু করতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে শুভা বলল, আচ্ছা বাবা, তোমায় একটা প্রশ্ন করব?

কী মা?

এই যে দূরে দূরে চলে যাও... ঘুরে ঘুরে বেড়াও... কারও কোনও খোঁজখবর রাখো না... যোগাযোগটা পর্যন্ত থাকে না... এই ছন্নছাড়া জীবন তোমার ভাল লাগে?

কল্যাণ একটু বুঝি থমকাল। তারপর হেসেই বলল, অভ্যেস হয়ে গেছে মা। এখন আর ঘরে থাকতে পারি না। দু'-চার মাস বেরোনো না হলেই দম বন্ধ হয়ে আসে।

শুভা বলব না বলব না করেও বলে ফেলল, বাইরে গিয়ে মেয়ের কথা মনে পড়ে? কিংবা বাবা-মা'র? আমরা নয় পর, কিন্তু তাঁরা তো...

বাবা, মা, মেয়ে, কেউ তো জলে পড়ে নেই মা। বাবা-মাকে লাল্টু তো দেখছেই। আর আপনারাই বা কেন পর হবেন? কল্যাণ ঝুঁকে শুভার হাতটা ছুঁল, আপনারা ছিলেন বলেই না ফুল একটা নরমাল লাইফ পেল। আমার বাবা-মাও ওকে এত যত্নে মানুষ করতে পারত না।

আগেও বার কয়েক এই ধরনের প্রশস্তি গেয়েছে কল্যাণ। এক সময়ে শুনে ভারী তৃপ্তি জাগত শুভার, এখন টের পায় এ নেহাতই মন রাখা কথা। নিজের দায় অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার এক সুচতুর কৌশল। জীবনটাকে কি আবার গুছিয়েগাছিয়ে নিতে পারত না কল্যাণ? বউ মরে গেলে সব ছেলেই কি আউলবাউল হয়ে ঘুরে বেড়ায়? বাচ্চা মানুষ করে না? নতুন করে সংসার পাততেই বা কী ক্ষতি ছিল? ফুলের যখন বছর চারেক বয়স, একবার ঠারেঠোরে বলেওছিল শুভা। চিকুরের সঙ্গে তখন কল্যাণের যথেষ্ট

দহরম মহরম, শালিকে নিয়ে জামাইবাবু সিনেমা-থিয়েটার যাচ্ছে, ছুটির দিনে এ-বাড়িতেই পড়ে থাকে... শুভা শুধু উচ্চারণ করেছিল, তোমাদের দুটিতে কিন্তু বেশ মানায়... ব্যস, কী যে হল, টানা প্রায় একটা বছর আর পাতিপুকুরমুখো হল না ওই ছেলে। বোধহয় ভয় পেয়েছিল, শ্বশুর-শাশুড়ি তাকে জোর করে ছাদনাতলায় বসিয়ে দেবে। শুভার মনোবাসনাটা কি টের পেয়েছিল চিকুর? হয়তো বা। যা টরটরে আত্মসম্মানজ্ঞান, কল্যাণের ওই পালিয়ে থাকাটায় নিশ্চয়ই অপমানিত বোধ করেছিল মেয়ে। এখনও তাই যেন কল্যাণকে সহ্য করতে পারে না। অথচ বিয়েটা হলে চিকুরের জীবনটাই হয়তো অন্য খাতে বইত আজ। অন্তত মনের মতো একটা স্বাধীন সংসার তো পেত, এখনকার ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট-অশান্তিগুলো তো পোয়াতে হত না। চিকুর যে এখন সুখে নেই, একটা অস্থিরতা আছে ভেতরে ভেতরে, তা কি বোঝে না শুভা?

কল্যাণ টেবিল থেকে একটা ম্যাগাজিন টেনেছে। আলগা উলটেপালটে রেখে দিল আবার। গলা ঝেড়ে বলল, মা, কিছু যদি মনে না করেন, আমি একটা কথা বলব?

শুভা ছোট্ট শ্বাস ফেলল, বলো?

ফুল তো বড় হচ্ছে... খরচখরচাও নিশ্চয়ই বাড়ছে অনেক?

তা তো একটু বাড়ছেই।

এবার অন্তত আমি কিছু দিই?

কল্যাণের এই খেলাটাও চলে নিয়মিত। গত তিন-চার বছর ধরেই দেখছে শুভা। বার দু'-তিন অনুরোধ জানাবে, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ মেরে যাবে।

প্রতিবারের মতোই শুভা হেসে বলল, থাক না, চলে তো যাচ্ছে। তুমি মাঝে মাঝে আসো, মেয়েকে দেখে যাও, এটাই তো অনেক।

তবু...

না না, টাকাপয়সা লাগবে না। তোমার শ্বশুরমশাই তো বটেই, চিকুরও খুব রাগ করবে।

সম্ভবত চিকুরের নাম শুনেই কল্যাণ গুটিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। ফের টেনেছে ম্যাগাজিন। ছবি দেখছে মন দিয়ে। ঘরে এক অস্বস্তিকর গুমোট।

pathagar.net

কুটুস টিভি চালিয়েছে, শব্দের চকিত ওঠানামা ধাক্কা মারছে এ-ঘরে। হঠাৎই চড়বড়িয়ে বৃষ্টি নামল। থেমেও গেল। সময় কাটছিল।

ফুল এল সাড়ে চারটের পর। বর্ষাতি গায়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকছিল, কল্যাণকে দেখেই পা স্থাণু।

কল্যাণ দাড়ি ছড়িয়ে হাসল, কী রে, দেরি কেন? কতক্ষণ ধরে তোর জন্য বসে আছি।

ফুলের চোয়াল নিমেষে কঠিন, বৃষ্টির আওয়াজ পাওনি?

ও, হ্যাঁ।... আয় কাছে আয়। পাশে বোস।

ফুল এগোল না। জুতো ছাড়ছে। বর্ষাতি খুলতে খুলতে নীরস গলায় বলল, ব্যাগ রেখে আসি।

তোর চকোলেটগুলো নিয়ে যা।

থাক ওখানে। পরে নেব।

শুকনো বাক্য ছুড়ে দিয়ে ফুল সোজা ঘরে। কুটুসের সঙ্গে কথা বলছে, বাবার কাছে ফেরার নামটি নেই।

অস্বস্তিটা বাড়ছিল শুভার। বাপ যেমনই হোক, মেয়ে তাকে অবজ্ঞা করবে এ কেমন কথা? কল্যাণ তো ভাবতেই পারে, এটা শুভাদেরই শিক্ষার দোষ।

শুভা গলা উঁচিয়ে ডাকল, ফুল, বাবা অপেক্ষা করছে। এখানে এসো। আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।

প্রেশারে আলু চড়িয়ে, ময়দা মাখছিল শুভা। বিচ্ছিরি এক ক্লান্তি ভর করছে শরীরে, হাঁটু দুটো যেন ভেঙে পড়ছে। কাজলটা এ সময়ে এসে গেলে ভাল হত। আটান্ন বছর বয়স হল, এখন কি আর বাড়তি খাটাখাটুনি পোষায়!

আলুপরোটার লেচি কাটতে কাটতে ফুলের স্বর শুনতে পেল শুভা। কাটা কাটা ভাবে বাবাকে জিজ্ঞেস করছে, হঠাৎ দুপুরবেলা এসে বসে আছ যে? অফিস ছিল না?

কল্যাণ উত্তর দিল, এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম। ব্যাঙ্কের হয়ে ইনস্‌পেকশন। ভাবলাম, এই ফাঁকে তোকে একটু দেখে যাই।

ও। কাজে এসেছিলে বলেই...?

pathagar.net

তা নয় রে। সত্যি তোকে দেখতে ইচ্ছে করছিল।

থাক। আমার জানা আছে।

এত রেগে রেগে কথা বলছিস কেন?

হেসে হেসে বলারও কি কোনও কারণ আছে?

ক্ষণিক নীরবতা। তারপর কল্যাণের গলা, জানিস তো, এবার একটা খুব টাফ ট্রেকিং-এ যাচ্ছি।

তো?

গত বছর এই রুটে যেতে গিয়ে তিন তিনজন তুষারঝড়ে মারা গিয়েছিল। চার মাস পরে তাদের বডি পাওয়া যায়।

তো?

আমিও যদি আর না-ফিরি ফুল?

আবার নৈঃশব্দ্য। ক্ষণ পরে কল্যাণের স্বর, কী রে, বল কিছু?

কী বলব? কী শুনতে চাও?

আমার জন্যে তোর কষ্ট হবে?

জানি না।

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে কল্যাণের মলিন মুখখানা কল্পনা করতে পারছিল শুভা। জামাইয়ের ওপর যত অভিমানই হোক, মায়াটাও ফিরে ফিরে আসে যে। একটা মন যদি বলে কল্যাণের এই ব্যবহারই প্রাপ্য, অন্য মন বলে, আহা রে বেচারা! কোন দিকে যে ঝোঁকে শুভা?

কল্যাণ গেল সন্ধের মুখে মুখে। ফুল আজ আর নীচে নামেনি, দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনির অন্ধকারে। শুভা গিয়ে নাতনির পিঠে হাত রাখল, কী ভাবছিস রে?

এক ঝটকায় শুভার হাত সরিয়ে দিল ফুল, বিরক্ত কোরো না তো। যাও।

শুভা ফের হাত রাখল নাতনির পিঠে, বাবার কথা ভাবছিস?

না। আমি কারও কথা ভাবি না।

এক একটা মানুষ এরকম হয় রে। তাদের ওপর...

আহ্, থামবে? কেন বিরক্ত করছ? আমি কি একটু একাও থাকতে পারব না?

pathagar.net

ফুলের গলায় যতটা ঝাঁঝ, তার চেয়ে বেশি যেন কান্না। শুভা সরে এল ব্যালকনি থেকে। ফুলটা একদম চিকুরের ধাত পেয়েছে। ভাঙবে, তবু মচকাবে না। কাঁকন একেবারেই অন্য রকম ছিল। অনেক নরম। অনেক ঠান্ডা। হাসি, আনন্দ, দুঃখ, সবই ছিল তার নিচু পরদায়। জেদাজেদি, রাগারাগি ব্যাপারটাই তার ছিল না। অন্যের ইচ্ছে-অনিচ্ছে, ভাল লাগা মন্দ লাগা নিয়ে ভাবিত থাকত কাঁকন। শুভাকে কী অনায়াসে পড়তে পারত। মায়ের নাক-মুখ-চোখটাই শুধু পেল ফুল, স্বভাবটা পেল না! রাগ দুঃখ অভিমান, সবই বড় চড়া তারে বাঁধা। মাসির যেমন। এ কি তবে সঙ্গদোষ?

শুভা ভারী অবসন্ন বোধ করছিল। ফুলের জীবনেও অনেক দুর্ভোগ আছে। চিকুরের মতো।

pathagar.net

পাঁচ

ঢালা জরিপাড় টিয়া-রং কাঞ্জিভরম শাড়ির আঁচল গায়ে ফেলে নিজেকে ঘুরে ঘুরে আয়নায় দেখছিল চিকুর। নাহ্, নেহাত মন্দ লাগছে না তো! সত্যি বলতে কী, শাড়িতেই যেন তাকে বেশি মানায়। তার ছন্দায়িত দেহশ্রী যেন আরও ভাল খোলে এই পোশাকে। তবে শাড়ির একটাই দোষ, বড্ড লটরপটর করে। ট্যাক্সি-অটো ধরার ছোটাছুটি, বাস-মিনিবাসে অনবরত ওঠানামা কি শাড়িতে চলে?

আজ অবশ্য ওই সব হ্যাঙ্গাম নেই। একে রবিবারের বিকেল, তায় যাচ্ছে শৈবাল-মঞ্জরীর বিবাহবার্ষিকীতে, এখন তো চিকুরের তাড়াহুড়ো না-করলেও চলে। রেশমি আঁচলখানা বুক থেকে নামিয়ে আর একবার কাঁধে ফেলল চিকুর। কুঁচির ভাঁজ ঠিক করতে করতে আবার জরিপ করছে নিজেকে। কোথাও খুঁত রয়ে গেল কি? ঠোঁটে? গালে? চোখে? টিপটা আর একটু বড় পরবে, না ছোট? কোনটা যে তার কপালে ঠিকঠাক যাবে...?

এমনিতে তেলকাজলে সুন্দরী সাজার বড় একটা উৎসাহ নেই চিকুরের। স্রেফ নিয়মরক্ষার খাতিরে হয়তো একটু হালকা লিপস্টিক বোলাল, সঙ্গে চোখে লাইনারের ছোঁয়া, ভুসভুস খানিকটা পারফিউম, ব্যস। পথেঘাটে চলতে রোজকার রোজ এর চেয়ে বেশি আর কী লাগে? কিন্তু যেদিন চিকুরের নিজেকে সাজানোর বাসনা জাগবে, সেদিন সবকিছু একশো ভাগ মনোমতো না-হওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই। চোখের পাতায় চাই মানানসই আইশ্যাডো, গালে মাপ মতো লালিমা, ওষ্ঠাধরও আঁকতে হবে নিখুঁতভাবে...। সাধে কি আজ রূপটানে ঝাড়া এক ঘণ্টা লেগে গেল!

ফুল খাটে বসে জুলজুল চোখে নিরীক্ষণ করছিল মাসির প্রসাধনপর্ব। আচমকা বলে উঠল, চুলটা আজ খোলা রাখলে পারতে মাসিমণি।

pathagar.net

দুর, বড্ড ঝামর-ঝামর হয়ে যায়। কায়দা করে বাঁধা কবরীতে আলগা হাত চালাল চিকুর, কেন, এটা খারাপ দেখাচ্ছে?

তা নয়, তবে... পার্লার থেকে আয়রন করে এলে সেট হয়েও থাকত, শাইনও দিত।

বলছিস? চিকুর ভুরু বেঁকাল, তা তুই এত জানলি কোত্থেকে, অ্যাঁ?

না জানার কী আছে? সবাই জানে। আমাদের ক্লাসের সেবন্তী তো মাঝে মাঝেই করে। কোঁকড়া চুল ওর নাকি একদম ভাল লাগে না।

এই বয়সেই স্টার্ট করে দিয়েছে? তা হলে তো এবার তোকেও পার্লারে নিয়ে যেতে হয় রে।

পলকের জন্য ফুলের চোখ জ্বলজ্বল, পলকে ঈষৎ নিষ্প্রভ। নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, না বাবা, আমার ওসব দরকার নেই। দিম্মা ভীষণ রেগে যাবে।

অর্থাৎ পেটে খিদে, মুখে লাজ! চিকুর বলতে যাচ্ছিল, তোর দিম্মাকে আমি সামাল দেবখন। বলল না। এমনিতেই তো মা'র ধারণা, চিকুরের প্রশ্রয়েই বিগড়ে যাচ্ছে ফুল। দরকার কী বাবা ভাবনাটাকে আরও উসকে দেওয়ার! মাকে তো বোঝানো যাবে না, কোনও বাড়ির কোনও ফুলই আজকাল অন্ধ কুঠুরিতে বাস করে না। পথেঘাটে, স্কুলে, টিভিতে, হরবখতই যা দেখছে, তারপর নতুন করে আর প্রশিক্ষণের প্রয়োজন থাকে কি? সাজগোজের শখ, বা সৌন্দর্যবিপণিতে যাওয়ার শৌখিন ইচ্ছে যে বাইরের পৃথিবী থেকে সঞ্চারিত হচ্ছে, এ কি মা মানবে? সুতরাং এই বয়সের মেয়ের সামনে খানিক মেপেজুপে কথা বলাই শ্রেয়।

অল্প হেসে চিকুর বলল, তা হলে পার্লার নয় এখন তোলাই থাক। আর ওই সব আয়রন-টায়রনও কিন্তু মোটেই ভাল নয়, চুলের বারোটা বাজিয়ে দেয়।

মাসির উপদেশটুকু মোটেই পছন্দ হয়নি ফুলের, আরও গোমড়া হয়েছে মুখ। আড়চোখে তাকে দেখে নিয়ে শৈবাল-মঞ্জরীর জন্যে কেনা উপহারখানা টেবিল থেকে নিল চিকুর। বাহারি ভ্যানিটিব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ঘর থেকে। চটি পরতে পরতে গলা ওঠাল, মা, আমি তবে আসছি।

কাজলকে রাতের রান্না বোঝাচ্ছিল শুভা। কথা থামিয়ে বলল, ফিরছিস কখন?

pathagar.net

ঠিক নেই। দশটা-সাড়ে দশটা তো হবেই।

বেশি রাত করিস না। চিন্তা হয়।

চিকুর হাসতে গিয়েও হাসল না। মা'র উদ্‌বেগের মাত্রাটা যেন বেড়েই চলেছে দিন দিন। সবেতেই ভয়, সর্বক্ষণ দুশ্চিন্তা। বাবার কোনও কালেই বাড়ি ফেরার ঠিক নেই, তাই নিয়ে আগেও গজগজ করত মা, কিন্তু সত্যি সত্যি খুব মাথাব্যথা ছিল কি? ইদানীং ঘড়ির কাঁটা সাড়ে আটটা পেরোলেই সেই বাবার প্রতীক্ষাতেও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে বারান্দায়। স্নায়ুর অসুখ-টসুখ ধরল না তো? একবার ডাক্তার দেখিয়ে আনলে হয়।

আলগা চিন্তাটুকু নাড়াচাড়া করতে করতে চিকুর বলল, ফ্রিজে একগাদা প্যাটিজ জমে আছে। আর ফেলে রেখো না, গরম করে সবাইকে দিয়ে দিয়ো।

কে খাবে? ফুল তো প্যাটিজ ছোঁয়ও না।

তুমি খাও। বাবা তো আজ মাঠে যায়নি, বাবাকে দাও।

দাঁড়াও, তিনি আগে চরকি সেরে ফিরুন। সেই যে কুটুকে নিয়ে ধম্মের নামে বেরোল...

আহা, চলে আসবে। বোধহয় পার্ক-টার্কের দিকে গেছে।... বাবা সারাদিন ঘরে বসে থাকতে পারে নাকি?

তা তো বটেই। সবার শুধু নিজের সুখটুকু চাই। ষোলো আনার জায়গায় আঠেরো আনা। এক আমিই যা খ্যাস্তাকলে পড়ে...

একা দেবেশই শুধু শুভার ক্ষোভের নিশানা নয়, বোঝামাত্র চিকুর ঝটিতি ফ্ল্যাটের বাইরে। নীচে নেমে অভ্যাসমতো ঊর্ধ্বপানে তাকাল একবার। পর পর দু'দিন বৃষ্টি ঝরিয়ে মেঘেরা বুঝি ছুটি নিয়েছে, একটা-দুটো তারা ফুটেছে আকাশে। গুমোট ভাবটাও নেই, দিব্যি একটা নরম বাতাস বইছে।

হাওয়াটা বেশ লাগছিল চিকুরের। শ্রাবণের সন্ধেটাও। মনের মধ্যে জেগে ওঠা ভাল লাগাটুকু সঙ্গে নিয়ে চিকুর যখন বিবাহবার্ষিকীর আসরে পৌঁছোল, সন্ধে তখন রীতিমতো গাঢ়।

ঢোকার মুখের মল্লার। চিকুরের সামনে দিয়ে অপরিচিতের ভঙ্গিতে হন্তদন্ত পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎই যেন হোঁচট খেয়ে ফিরেছে। উদ্ভাসিত মুখে বলল, কী কাণ্ড, তুমি? দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভাল করে দেখি। তোমায় যে আজ চেনাই যাচ্ছে না!

pathagar.net

তাই বুঝি? চিকুর মুচকি হাসল, আমি তো ভাবলাম চিনতে চাইছ না।

সে কি সম্ভব? যে-চোখ একবার দেখেছে চিকুরকে...

কবিতা লেখো নাকি, অ্যাঁ?

ম্যাটার পেলে কবিতা তো আপনা-আপনি এসে যায়।

ফ্ল্যাটারি কোরো না। চিকুর ভ্রূভঙ্গি করল, মাত্র একটা এস এম এস পাঠিয়েই ঘুমিয়ে পড়লে কেন?

ভয়ে। জবাব না-পেলে সাহস হয়?

এত ভিতু তো তোমাকে দেখে মনে হয় না!

যাকে দেখে যা মনে হয়, তার সবটাই কি সঠিক?

চিকুর খিলখিল হেসে উঠল, খুব চোখা চোখা কথা জানো তো!... এখন চললে কোথায়?

আরে দ্যাখো না, শৈবাল কাঁধে এমন একটা লোড চাপিয়ে দিল... কেটারারকে আইসক্রিমের কথা বলেনি, এখন ছুটছি তার বন্দোবস্ত করতে।

তার মানে তুমি আজ হোস্টের চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট?

কিংবা কলুর বলদ। বিয়েতে আসিনি তো, তাই সুদে-আসলে উশুল করে নিচ্ছে।

খাটো, খাটো। খুঁটিনাটিগুলো শেখো। নিজের বিয়েতে কাজে লাগবে।

সর্বনাশ, নিজের বিয়েতে নিজেকেই আইসক্রিমের জন্য দৌড়োতে হবে নাকি? তা হলে বিয়েটা করব কখন? বলেই হা হা হাসছে মল্লার। হাসতে হাসতেই বলল, যাও, ভেতরে যাও। আমি আসছি।

প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল মল্লার। ঘাড় হেলিয়ে চিকুর তাকে দেখল দু'-এক সেকেন্ড। সাদা চোস্ত আর কালো কাঁথাস্টিচ পাঞ্জাবিতে দিব্যি দেখাচ্ছে জনি ডেপকে। হিরোকে আজ জব্বর কাজে জুতে দিয়েছে শৈবাল। বেচারা রে!

ঝরঝরে মেজাজে চিকুর পা রাখল হলঘরে। এখনও বেশ ফাঁকা ফাঁকা, জনা চল্লিশ আমন্ত্রিতের অর্ধেকও আসেনি। আসর অবশ্য তাতেই জমজমাট, হল্লাগুল্লা চলছে যত্রতত্র। মৃদুলয়ে বাজছে ইংরেজি বাজনা, বাতাসে মদিরার আবছা ঘ্রাণ।

pathagar.net

চিকুরকে দেখামাত্র অন্দরে একরাশ হইচই। সুরার পাত্র হাতে কণাদ উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল, এই তো, ডেভিলের নাম করতে না-করতে ডেভিল হাজির।

চোখ পাকিয়ে চিকুর বলল, অ্যাই, আমার কী নিন্দে করছিলি রে তোরা?

কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, তোর নিন্দে করে! তপোব্রতটা বলছিল, চিকুর না-এলে পার্টি জমে না।

মঞ্জরীও দৌড়ে এসেছে। চিকুরকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোকে আজ কী সুন্দর লাগছে রে! যে দেখবে, সেই ফ্ল্যাট হয়ে যাবে।

শুধু তোর শৈবাল ফ্ল্যাট না-হলেই হল, তাই তো? চিকুরের ঠোঁটে চটুল হাসি, তোকেও তো দারুণ দেখাচ্ছে। নিজে সাজলি? না পার্লার?

ওই আর কী। খোঁপায় জুঁইফুলের মালাটা ক্যাড লাগছে নাকি রে?

একটুও না। কী মিষ্টি গন্ধ, আহা। এই গন্ধেই শৈবাল সারারাত জমে ক্ষীর হয়ে থাকবে।

ঘোড়ার মাথা। শৈবালকে তো চিনিস না, বাড়ি ফিরে স্ট্রেট বিছানা, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাসিকাগর্জন। অ্যালকোহলের স্মেল ছাপিয়ে জুঁইফুলের গন্ধ ওর নাকে ঢুকলে তো!

ইস্, মাত্র দু'বছরেই এই দশা? চিকুরের গলা রিনরিন বেজে উঠল, কই, সে মক্কেল কোথায়? গা ঢাকা দিল নাকি?

এই তো পিছনের রুমে গেল। কেমন টেনশন পাবলিক জানিস তো, কেটারার খাবার এনেছে, গিয়ে আগে সব দেখেবুঝে নিচ্ছে।

ও। তা হলে গিফ্‌টটা তুই একাই নে। রঙিন কাগজে মোড়া বাক্সখানা মঞ্জরীকে ধরিয়ে দিল চিকুর, বল তো এতে কী আছে?

কী রে?

উইন্ড চাইম। তোদের শোওয়ার ঘরে ঝোলাস। তোরাও বাজনা বাজাবি, বাতাসও বাজনা বাজাবে।

যাহ্, অসভ্য কোথাকার। চিকুরের হাতে চিমটি কাটল মঞ্জরী। এদিক-ওদিক তাকিয়ে অনুচ্চ স্বরে বলল, হ্যাঁরে, উপল আসছে কিনা জানিস?

হঠাৎ উপলের প্রসঙ্গে থমকেছে চিকুর। অবশ্য কোনও-না কোনও মুহূর্তে

pathagar.net

কথাটা যে উঠবে, এ তো সে জানতই। উদাসীন স্বরে বলল, আমি কী করে বলব? সে কি আমার সঙ্গে থাকে?

বা রে, তোদের কথাবার্তা তো হয়।

খুব কম। নেহাত দরকার পড়লে। আমি কখনও ওকে যেচে ফোন করি না। বলেই চিকুরের পালটা প্রশ্ন, তোদের কী বলেছিল? আসবে?

হ্যাঁ... সেরকমই তো... আগ্রহ দেখিয়ে জায়গাটার ডিরেকশনও নিল...

উপলের এই ভণিতাগুলোই বরদাস্ত হয় না চিকুরের। সে তো আগাগোড়াই জানে উপল কক্ষনও আসবে না। শুধু শৈবাল-মঞ্জরী কেন, চিকুরের কোনও বন্ধুকেই পছন্দ করে না উপল। কোনও দিনই করেনি। অথচ মুখে এমন ভাব দেখায়...

তাচ্ছিল্যের সুরে চিকুর বলল, দ্যাখ তবে, যদি আসে...

হুউম।

মাথা নেড়ে সরে গেল মঞ্জরী। প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে আপ্যায়ন করছে অতিথি অভ্যাগতদের। একায় দোকায় আসছে নারী পুরুষ, দ্রুত ভরে উঠছে ঘর। মল্লার ফিরেছে, অদূরে এক জটলায় দেখা যায় তাকে। কী নিয়ে যেন তর্কে মেতেছে। সম্ভবত সাম্প্রতিক রাজ্য-রাজনীতি। চিকুরও ভিড়ে গেল নিজস্ব গণ্ডিতে। বউ-সহ বন্ধু, বর-সহ বান্ধবী, সব যেখানে মিলেমিশে একাকার।

তপোব্রতর সঙ্গে কথা বলছিল চিকুর। এক গুজরাতি কোম্পানিতে চাকরি করছে তপোব্রত, নামে রিটেল চেন, আসলে বড়সড় পাঁচমেশালি দোকান। ডেপুটি ম্যানেজার গোছের একটা তকমাও আছে তপোব্রতর, তবে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই তাকে করতে হয়। শিগগিরই কোম্পানি দুটো শাখা খুলছে। পটনা আর শিলিগুড়িতে। যে-কোনও একটায় যেতে হবে তপোব্রতকে। হবেই।

চিকুর বলল, তুই শিলিগুড়িটাই চুজ কর। আসা-যাওয়ার সুবিধে হবে।

কিন্তু পটনায় প্রসপেক্টটা ভাল। বিহারে আরও কয়েকটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে, পটনা থেকে কন্ট্রোল্ড হবে সেগুলো। পটনায় স্যালারিও স্লাইট বেটার। প্লাস, ওখানে আমার এক দাদা থাকে, তার বাড়িতেও বডি ফেলতে পারব।

তা হলে আর ভাবছিস কেন? চলে যা পটনা।

pathagar.net

অনন্তকাল তো দাদার বাড়িতে থাকা যাবে না রে। আলাদা এস্ট্যাব্লিশমেন্ট করতেই হবে।

করবি। রূপসার সঙ্গে বিয়েটা সেরে ফেল।

সেও তো এক ফ্যাকড়া বাধিয়ে বসেছে। স্কুল সার্ভিসে বসেছিল, ইন্টারভিউ পেয়ে গেছে। যদি চাকরিটা পায়, সাউথ চব্বিশ পরগনায় পোস্টিং।

কেন?

এবার ওই জোন থেকেই পরীক্ষায় বসেছিল।... ভাব তা হলে, ওর পক্ষে তো এখনই পটনা যাওয়া সম্ভব নয়।

তা ঠিক। মাগ্‌গিগন্ডার বাজারে হাতের চাকরি ছাড়বেই বা কেন! চিকুর নতুন করে বুদ্ধি দিল, তা হলে শিলিগুড়িটাই নে। রূপসা যদি স্কুলে জয়েন করে... দ্যাখ না, কায়দাকানুন করে নর্থ বেঙ্গল নিয়ে যাওয়া যায় কিনা।

তারও তো ব্যাপক হ্যাপা রে। খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে কেউ সাউথ চব্বিশ পরগনা চায় কিনা... তারপর অ্যাপ্লাই করো, হত্যে দাও...

রাহুল গ্লাস হাতে শুনছিল। পাশ থেকে বলল, অত প্যাঁচের কী দরকার! একটা পলিটিকাল দাদা-দিদি পাকড়াও করলেই তো কাজ চুকে যায়।

তেমন কেউ থাকলে কি ভাবনা ছিল রে? রূপসাকেও কি কলকাতা ছেড়ে অন্য জোন থেকে অ্যাপিয়ার হতে হয়? গতবার অত ভাল পরীক্ষা দিয়েও বেচারির হল না...

তা হলে তো গভীর সংকট। দাদা-দিদির আশীর্বাদ বিনা ভাইস চান্সেলার থেকে প্রাইমারি টিচার, যে-কোনও কাজই এখন জোটানো ডিফিকাল্ট।

আলোচনার মাঝেই হঠাৎ শৈবাল হাজির। ধুতি-পাঞ্জাবিতে তার আজ বর বর ভাব। ব্যস্তসমস্ত মুখে বলল, এ কী চিকুর, তোমার হাত খালি কেন? একটা কিছু নাও।

মদ্যপানে বিশেষ রুচি নেই চিকুরের। কখনও ছোঁয়নি এমন নয়, তবে ভাল লাগে না। দেবেশের এক সময়ে বেশ পানদোষ ছিল, বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বেহেড হয়ে ফিরত মাঝে মাঝে। এখন অভ্যেসটা ছেড়েছে, রুচিৎ কখনও খায় অল্পস্বল্প। তবু শৈশবে দেখা বাবার ওই টলটলায়মান বেহাল মূর্তিটি চিকুরের মনে কেন যেন স্থায়ী ছাপ রেখে দিয়েছে। বন্ধুদের পানের আসরে তাই একটু গুটিয়েই থাকে চিকুর।

pathagar.net

মাথা নেড়ে চিকুর বলল, তুমি তো জানো ভাই আমার ওসব চলে না।

আজ একটু। আমার আর মঞ্জরীর অনারে। মেয়েদের জন্য আলাদা ড্রিঙ্কও আছে। জিন, ভদকা...

ঝপ করে চিকুরের কী যে হয়ে গেল, বলল, হোয়াই লেডিজ ড্রিঙ্ক? আমি যদি খাই, স্কচই নেব। নইলে বিশুদ্ধ জল।

স্ট্যান্ড করতে পারবে তো?

হোয়াই নট?

শৈবাল ছুটেছে পানীয় আনতে। অন্বেষা চোখ ঘুরিয়ে বলল, দেখেছ কাণ্ড! পাগলিকে কেউ খেপায়!

সুরজিৎ হালকা গলায় বউকে বলল, আরে দুর, একটু তো খাবে...

তুমি জানো না, ক্যারা নড়ে উঠলে চিকুর কী না করতে পারে! একবার ক্রিসমাসে জয়নগরে পিকনিকে গিয়েছিলাম। তপোব্রতর সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে...

না না, আমার সঙ্গে নয়। সফিকুল, সফিকুল।

রাইট। সফিকুল বুঝি কী আওয়াজ মেরেছিল, সঙ্গে সঙ্গে চার গ্লাস তাড়ি গিলে সে এক ক্যাডাভ্যারাস অবস্থা। চোখ-ফোখ উলটে, বমি-টমি করে...। ওকে বাড়ি পৌঁছোতে গিয়ে মাসিমাকে যে কত কৈফিয়ত দিতে হয়েছিল সেদিন!

রাহুল ঠাট্টার সুরে বলল, চিকুরের স্ক্রু তো চিরকালই ঢিলে। মনে আছে, সেবার জম্বুদ্বীপে গিয়ে রাতে আর ফিরতে চাইছিল না?... কী লেকচার! তোরা চলে যা, আমি একাই থাকব! রাত্তিরটা এনজয় করতেই হবে!

চিকুর গম্ভীর মুখে বলল, তোরা কিন্তু আমায় থাকতে দিসনি। অলমোস্ট ফোর্স করে...

বটেই তো। তোকে ছেড়ে আসি, তারপর কোনও জানোয়ার ছিঁড়ে খাক, আর মাঝখান থেকে আমরা কেস খেয়ে যাই!

সত্যি, চিকুর মাঝে মাঝে যা বিপদে ফেলেছে না...! দুমদাম এক একটা ডেয়ারিং কাজ করে বসছে! আমাকে তো একবার হুড়ো দিয়ে নিয়ে গেল জয়রাইডে। কোলাঘাট। নৌকোয় চেপে চিকুরের সে কী ফুর্তি! ওদিকে বান আসছে, মাঝি চেঁচাচ্ছে, ছইয়ের মধ্যে বসে থাকুন... চিকুর গলুইয়ে ধ্যাতাং ধ্যাতাং নাচছে!

pathagar.net

ধ্যাত, তুই একটা এক নম্বরের ডরপুক। বান তো আসে পাড় ধরে, মাঝনদীতে কিস্যু হয় না।

কী জানি বাবা! উপলের মতো গোবেচারা যে কোন বুদ্ধিতে তোর প্রেমে পড়েছিল!

হুইস্কি এসে গেছে। ঢক করে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে ফেলল চিকুর। কষ্টে স্বাদ নেমে যাচ্ছে কণ্ঠনালী বেয়ে, জ্বলে গেল বুক। ঢোঁক গিলে চিকুর প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলল, এখন হয়তো সেই জন্যই পস্তাচ্ছে।

অন্বেষা কৌতূহলী মুখে বলল, হ্যাঁরে চিকুর, তোদের ওপারে তুমি শ্যাম এপারে রাধা খেলাটা আর কত দিন চলবে রে?

চলুক না। জীবন তো অনেক লম্বা। সবে তো আঠাশ পা হেঁটেছি।

দেখিস বাবা, এই করতে করতে শ্যামচাঁদ না ভ্যানিশ হয়ে যায়।... কে যেন বলছিল, উপলের নাকি একটা বান্ধবী হয়েছে?

কণাদের সামান্য নেশা হয়েছে। গ্লাস উঁচু করে বলল, আমি বলছিলাম। স্বচক্ষে দেখেছি। কলেজ স্কোয়্যারে বসে দু'জন গল্প করছিল। আমার সঙ্গে আলাপও করিয়ে দিল। যূথি না বীথি কী যেন নাম।

কেমন দেখতে বল তো? চিকুরের কপালে আলতো ভাঁজ, কালো মতন? রোগা? চোখে চশমা?

একদম। তুই চিনিস নাকি?

হ্যাঁ, বীথির কথাই বলছে কণাদ। কিছুটা সুরার প্রভাবে, কিছুটা বা বীথির মুখখানা স্মরণ করে পেট গুলিয়ে হাসি উঠে এল চিকুরের। পারেও বটে কণাদ, ওই তুচ্ছ মেয়েটাকে চিকুরের সমকক্ষ ভাবল? উপলের সঙ্গে কলেজে পড়ত বীথি। থাকে বারাসত না বিরাটি কোথায় যেন। বার কয়েক এসেওছে শ্যামপুকুরের বাড়িতে। একেবারে হ্যালহ্যাল ঝ্যালঝ্যাল ধরনের। উপলের কাছে টিউশনির খোঁজ করত। উপল তো বিরক্তই হত দেখে। বলত, উফ্, আবার জ্বালাতে এল! সেই বীথি...?

চিকুর রগুড়ে গলায় বলল, যাক, কণাদের কল্যাণে তাও উপলের একটা গার্লফ্রেন্ডের সন্ধান পাওয়া গেল!

অন্বেষা অভিভাবকের ঢঙে বলল, অত লাইটলি নিস না চিকুর। ছেলেদের মন, পালটি খেতে কতক্ষণ!

pathagar.net

তো? চিকুর আবার চুমুক দিল তরলে, বেঁচে যাব।

আহা, তোদের ছেলেটার কথাও ভাব।

সে তার মতো করে ঠিক বড় হয়ে যাবে।

তবু...

ধুততোর ছাই, এত 'তবু' 'কিন্তু' কি পোষায় চিকুরের! বন্ধুদের ছেড়ে সে সরে গেল পায়ে পায়ে। ঘুরছে এলোমেলো। অনভ্যাসের পানীয় হালকা ক্রিয়া শুরু করেছে, মাথায় ঝিমঝিম ভাব। একটা খালি চেয়ার দেখে বসল চিকুর। আহার বিতরণ আরম্ভ হয়েছে। প্লেটে পছন্দসই খাদ্য তুলে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে লোকজন। চিকুর ঘড়ি দেখল। আটটা পঞ্চাশ। আর থাকতে ইচ্ছে করছে না, এবার খেয়ে নিলেই হয়।

কী ব্যাপার, কুইন-বি দলছুট কেন?

চিকুর চমকে তাকাল। মল্লার। কোমরে হাত রেখে মিটিমিটি হাসছে।

স্মিত মুখে চিকুর বলল, কখনও কখনও একা থাকতেও তো ভাল লাগে।

তার মানে কারও সঙ্গ এখন পছন্দ নয়? আমাকেও চলে যেতে বলছ.

তা কেন, বোসো।

আর একটা চেয়ার টেনে নিল মল্লার। চিকুরের হাতের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার গ্লাস তো খালি, আবার ভরে দিই?

উঁহু। চিকুর মৃদু মাথা নাড়ল, তুমি নাওনি?

আমি দু'পেগের খদ্দের। বহুক্ষণ আগেই ফিনিশড। ছোট্ট আড়মোড়া ভেঙে সামান্য ঝুঁকল মল্লার, তোমায় কী এত জ্ঞান দিচ্ছিল বন্ধুরা?

শুনছিলে নাকি?

ওই... টুকটাক কানে এল...। আর জানোই তো, নিউজ পেপারের লোকরা একটু বেশি ইনকুইজিটিভ হয়।

বটে? চিকুর হেসে ফেলল, ছাড়ো ওসব। তোমার কথা বলো। আজ উড়ুবিকে আনলে না কেন?

শৈবাল নেমন্তন্ন করলে তো...। তা ছাড়া করলেও আসত কিনা সন্দেহ।

কেন?

একটু শাই টাইপ। ভিড়ভাট্টা ঠিক পছন্দ করে না।

pathagar.net

আমারও এই গ্যাঞ্জাম একদম ভাল্লাগছে না। মাথা ধরে যাচ্ছে। টুকুস করে যদি কেটে পড়া যেত!

মল্লার দুম করে বলে বসল, যাবে?

যাহ্, তা হয় নাকি? হঠাৎ... না-খেয়ে... শৈবালরা রাগ করবে।

কেউ খেয়ালই করবে না। দেখছ তো, অর্ধেকের চোখ প্রায় ঢুলুঢুলু, তাদের সামলাতে শৈবালের এখন কাছা খোলার জোগাড়। বলেই ঝটাক্‌সে উঠে দাঁড়িয়েছে মল্লার, চলো পালাই। চটপট, চটপট।

কী যে হল চিকুরের, সম্ভব অসম্ভবের বেড়া টপকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বেরিয়ে এসেছে সহসা। হুবহু স্কুলের বাচ্চাদের মতো হুড়মুড়িয়ে নামল সিঁড়ি বেয়ে। ফুটপাথে পৌঁছে হাঁপাচ্ছে। বড় বড় শ্বাস নিতে নিতে বলল, এবার?

তুমিই বলো। না-খাইয়ে তুলে আনলাম, আগে কোথাও বসে খেয়ে নিই।

আবার রেস্তরাঁয় ঢুকব? সেই বদ্ধ ঘর? চিকুর ঝাঁকিয়ে মাথা ছাড়ানোর চেষ্টা করল, তার চেয়ে বরং একটু খোলা হাওয়ায়...

নো প্রবলেম। হাওয়া ভি মিলবে। মুহূর্তে ম্যাজিকের মতো একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে থামাল মল্লার। চিকুরকে দোনামোনার অবকাশ না দিয়ে বসে পড়েছে পিছনের সিটে। হাত নেড়ে ডাকছে পাশে। ট্যাক্সিওয়ালাকে নির্দেশ ছুড়ল, গঙ্গার পাড়।

মল্লারের এই চকিত পাগলামিতে দারুণ মজা পাচ্ছিল চিকুর। ট্যাক্সির খোলা জানলা দিয়ে হাওয়া ঝাপটা মারছে, নীলচে এক ঘোর নামছিল চিকুরের চোখে। নদীর ধারে এসে মল্লার যখন ট্যাক্সি ছাড়ল, তখন যেন ঝিমঝিম নেশাটা দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছে।

নদীতীরে এখন এক মায়াবী পরিবেশ। আলো যেন তত উজ্জ্বল নয়, আঁধারও যেন তত গাঢ় নয়। ছুটির দিন বলে হয়তো নির্জনতা একটু কম, ভারী স্ফূর্তির মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষজন। টুকিটাকি মুখরোচক খাবারের পশরা সাজিয়ে বসে গেছে ব্যাপারীর দল, ডাকাডাকি করছে ভ্রমণবিলাসীদের।

চিকুরকে দাঁড় করিয়ে ঝপাঝপ দু'খানা মাটন রোল কিনে ফেলল মল্লার। একটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, নাও, শৈবাল-মঞ্জরীর নাম করে খ্যাটোনটা সেরে ফেলো।

pathagar.net

চিকুর ফিকফিক হাসল, সত্যি, যা একটা কাণ্ড হল না...! ওরা হয়তো এতক্ষণে আমাদের...

খুঁজছে তো? মোবাইলটা ধোরো না, তা হলেই শান্তি।

ছোট্ট করে রোলে কামড় বসাল চিকুর। অলস পায়ে হাঁটছে দু'জনে। নদীপারের আবছায়া মাখা পথ বেয়ে। কেউ কোনও কথা বলছিল না। এ পথে বুঝি কথা মানায়ও না, শুধু চোখ মেলে দেখতে হয় নদীকে। অদূরে আলোকিত সেতু, সেখান থেকে ঠিকরে আসা দ্যুতিতে ঝিকমিক করছে গঙ্গা, ঢেউ তুলে কালো জল বয়ে চলেছে একটানা, পাড়ে এসে ছলাৎছল ধ্বনি তুলছে, বাষ্পমাখা মিহি বাতাস দুলছে মন্থর... যেন কোনও শিল্পীর তুলিতে আঁকা এক অলীক জগৎ। সত্যি, অথচ সত্যি ভাবতে বুঝি ভ্রম জাগে।

অনেকক্ষণ পর মল্লারই প্রথম কথা বলল, কী, মাথা ছাড়ল?

চিকুর অস্ফুটে বলল, হুঁ।

একটু বসবে নাকি কোথাও?

উঁহু।

বাড়ি যাবে?

এক্ষুনি এক্ষুনি?

রাত হয়েছে কিন্তু। দশটা পাঁচ।

ওফ্, সময় যে কেন থেমে থাকে না? নদীর মতো শুধুই চলছে। ... আর একটু হাঁটি?

অ্যাজ ইউ প্লিজ। আমার কোনও তাড়া নেই।

কেন? অফিস নেই কাল?

আমাদের নিউজ পেপার অফিস বেলা বারোটার আগে জাগে না ম্যাডাম। স্বচ্ছন্দে আমি দশটা অবধি ঘুমোতে পারি।

লাকি ম্যান। আমাকে তো সাড়ে ন'টাতেই কুণ্ডুর গলতায় ঢুকতে হয়।

চাকরি করতে তোমার ভাল লাগে না বুঝি?

তা নয়। তবু...। চিকুর যেন হঠাৎই ঈষৎ দূরমনা। ভোঁ বাজিয়ে একটা লঞ্চ চলেছে গঙ্গা বেয়ে, তার ধাক্কা এসে দুলিয়ে দিল টিমটিম বাতি জ্বলা পাড়ের নৌকোগুলোকে। আপন মনে চিকুর বলে উঠল, এখন যদি নৌকো করে নদীতে ভেসে থাকা যেত!

pathagar.net

চড়বে নৌকা? মল্লার দাঁড়িয়ে পড়েছে তৎক্ষণাৎ, ডাকব মাঝিকে?

চিকুরের হাঁটা থেমেছে। অবাক মুখে বলল, তোমার কেসটা কী বলো তো? মুখ থেকে যা খসছে, ঝপাঝপ তাই করে ফেলছ! আমার বন্ধুরা তো এত বায়না শুনলে কখন মাথায় চাঁটি মারা শুরু করে দিত।

মল্লার একটুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বলল, ও, আমি বুঝি এখনও তোমার বন্ধু হতে পারিনি?

প্রশ্নটা যেন মিশে গেল নদীস্রোতে। অথবা মিশল না। ছোট্ট ছোট্ট তরঙ্গ হয়ে বাজতে থাকল চিকুরের কানে।

pathagar.net

ছয়

ক্যামাক স্ট্রিটের পুরনো পাঁচতলা বাড়িটায় পা রেখে উপলের হৃৎপিণ্ডের গতি ফের বেড়ে গেল। সরাসরি চিকুরের অফিসে চলে আসাটা উচিত হল কি? তার আকস্মিক আগমনকে কীভাবে নেবে চিকুর? কিন্তু উপায় নেই যে। ফোনে সব কথা হয় না, সামনাসামনি সাক্ষাৎ হওয়াটাই আজ জরুরি। ওপরে না উঠে নীচেও অবশ্য অপেক্ষা করা যায়। নিশ্চয়ই টিফিনে বেরোয় একবার, তখনই ধরতে পারে চিকুরকে। কিন্তু না-নামে যদি? হয়তো অফিসেই কিছু আনিয়ে নিল। তেমন হলে তো তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকা সার। মোবাইলে ডেকে নেবে?

হরেক দোটানার মাঝে লিফ্‌ট হাজির। টুকরো লাইন পড়েছে পিছনে, ঝটপট সরে দাঁড়ানোর মতো প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নেই উপলের, স্রোতের সঙ্গে ঢুকে গেল চলমান প্রকোষ্ঠে। দরজা বুজতেই কোণের যুবকটির দিকে দৃষ্টি পড়েছে। চেনা-চেনা মুখ উপলকেই দেখে! চিকুরের সহকর্মী?

অনুমান সঠিক। ধোপদুরস্ত শার্ট-প্যান্ট-টাই মুখ খুলেছে, আপনি মিসেস রায়ের হাজব্যান্ড না?

হ্যাঁ। উপল অনাড়ষ্ট থাকার চেষ্টা করল, আপনি ভাল আছেন?

চলছে আর কী।

উপল আর প্রশ্ন খুঁজে পেল না। লিফ্‌ট চারতলায় থামতেই যুবকটি আহ্বান জানাল উপলকে। দু'-চার পা গিয়েও উপল যেন ঠিক ভরসা পেল না। আধো অন্ধকার প্যাসেজে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, যদি কাইন্ডলি আমার মিসেসকে একবার ডেকে দেন...

ও শিয়োর। এক্ষুনি গিয়ে বলছি।

pathagar.net

পাঁচ মিনিটের প্রতীক্ষা যেন পাঁচ প্রহর। বারবার ঘড়ি দেখছিল উপল। অকারণে। আবার মনে হচ্ছে, না-এলেই বুঝি ভাল হত।

অবশেষে দর্শন মিলেছে। জিন্‌স-কুর্তি, হাতে মোবাইল চিকুরের চোখে স্বাভাবিক বিস্ময়। সে প্রশ্ন হানার আগেই উপল কৈফিয়তের সুরে বলল, একটা বিশেষ দরকারে তোমার কাছে...

সে তো বুঝতেই পারছি। চিকুর যেন সামান্য মেপে নিল উপলকে, কিন্তু অফিসে কেন? বাড়িতেই তো যেতে পারতে।

ওখানে প্রাইভেটলি কথা বলতে একটু অসুবিধে হয়। উপল জোর করে গলায় খানিক তরল ভাব আনল, তা ছাড়া গেলেই তোমার মা যা খাতিরদারি শুরু করেন...

তা তো করবেই। জামাই বলে কথা। চিকুরের স্বরে পলকা বিদ্রূপ। চিলতে অপ্রসন্নতাও যেন ফুটেছে। ভারী গলায় বলল, তোমাকে তো আগেও একদিন বলেছি, কাজের সময়ে অফিসে এলে...

সরি। খুব ব্যস্ত ছিলে বুঝি?

জেনে লাভ আছে?... বলো।

সূচনাটা কীভাবে করবে ভেবে পাচ্ছিল না উপল। মুহূর্তের জন্য মা'র মুখটা মনে পড়ল। প্রশান্ত রায়ের ভারিক্কি বদনখানাও যেন দেখতে পেল একঝলক। বার কয়েক ঢোক গিলে হঠাৎই নাটুকে ভঙ্গিতে বলে ফেলল, আমার একটা কথা রাখবে চিকুর?

কী?

একটা দিনের জন্য শ্যামপুকুরে থেকে আসবে?

মানে?

জাস্ট এক দিন। নিদেনপক্ষে এক বেলা।

হঠাৎ?

কুটুসের তো এবার পাঁচ হচ্ছে... তুমি তো জানো, বংশের নিয়ম অনুযায়ী এ বছরই প্রথম ওর জন্মদিন পালন হবে। ঘটা করে। উপল গলাটা ঝেড়ে নিল, অনেকদিন তো বাড়িতে তেমন ফাংশান-টাংশান হয়নি, তাই বাবা চাইছে একটা জব্বর অনুষ্ঠান হোক। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সকলকে ডেকে... প্যান্ডেল বেঁধে, ভিয়েন বসিয়ে... রায়বাড়ির যেমন রেওয়াজ আর কী।

pathagar.net

চিকুরের যেন তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। সহজ সুরেই বলল, বেশ তো, হোক না। তোমার বাবার পয়সায় ছাতা ধরছে, যেভাবে খুশি ওড়ান।... আমাকে এর মধ্যে টানা কেন?

বা রে, তুমি মা... তুমি না-থাকলে চলে? আত্মীয়স্বজনরা তোমার খোঁজ করবে...

সত্যিটাই বলে দিয়ো। আমি নেই। ওখানে থাকি না।

ওভাবে কি বলা যায়? উপল গলা নামাল, এমনিতে তো আড়ালে প্রচুর কানাকানি হয়। তুমি অ্যাবসেন্ট থাকলে ব্যাপারটা আরও দৃষ্টিকটু হবে না? বাবা-মা'রও কি মান থাকবে?

অর্থাৎ শুধু তোমার বাবা-মা'র মানসম্মানের জন্যই আমায় যেতে বলছ?

ব্যাপারটা তো তাইই। কাল রাত্তিরেই প্রশান্ত রায় বলে দিয়েছে, চিকুরের অনেক স্বেচ্ছাচারিতা তারা বরদাস্ত করে যাচ্ছে, কিন্তু কুটুসের জন্মদিনে কোনও বেচালপনা চলবে না। যদি চিকুর গরহাজির থেকে লোক হাসায়, তবে প্রশান্ত রায়ও তাকে দেখে নেবে। কুটুসকে কীভাবে পুরোপুরি রায়বাড়ির দখলে রাখা যায়, সেই সব প্যাঁচপোঁচ তার ভালই জানা আছে।

বাবার তর্জনগর্জন শুনেই যে উপল আজ পড়িমরি ছুটে এসেছে, এ কথা কি চিকুরকে বলা যায়? হিতে বিপরীত হবে না? হবেই।

উপল মরিয়া স্বরে বলল, ওই দিনটা অন্তত পার করে দিয়ো, প্লিজ। তোমার বাবা-মাও তো যাবেন সেদিন, যদি রাতে থাকতে না চাও ব্যাক করে যেয়ো।

অনুনয়টাকে চিকুর যেন সেভাবে আমলই দিল না। ঠান্ডা গলায় বলল, তোমরা ঘটা করে করো না জন্মদিন! আমার বাবা-মাও গেলে যাবে। আমাকে বাদ দাও। আমি তো বলেই দিয়েছি, তোমাদের ওই খাঁচায় পা রাখা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

নিয়মরক্ষার খাতিরেও কি একদিন একটু কম্প্রোমাইজ করা যায় না? কুটুসের মঙ্গল কামনায় সেদিন পুজোআর্চা হবে, মা হিসেবে তোমার উপস্থিত থাকাটা তো খুব এসেনশিয়াল।

পুজো-টুজো তো তোমাদের বাড়ির তৈরি নিয়ম। কবে কোন যুগে

pathagar.net

রায়বাড়িতে কী অঘটন ঘটেছিল, তার জন্য তোমাদের কুলপুরোহিত কী বিধান দিয়ে গেছে, ওই সব কুসংস্কার নিয়ে তোমরা মাথা ঘামাও। আমার ওতে আগ্রহও নেই, মানিও না। চিকুর কপালের চুল ঝাঁকাল, দেখেছ তো, গত বছরই আমি কুটুসের বার্থডে করেছি। যতটুকু আমার ক্ষুদ্র সাধ্যে কুলোয়, ততটুকুই। কেক কাটা হয়েছে, ঘর সাজিয়েছিলাম...

হ্যাঁ, উপল সেদিন গিয়েছিল বটে পাতিপুকুরে। তবে ঘুণাক্ষরেও বাড়ির কারওকে কিছু জানায়নি। কপাল ভাল, কুটুসও তুলে দেয়নি মা'র কানে। চিকুরের শ্বশুরঘর ত্যাগ তখনও টাটকা-টাটকা, শ্বশুর-শাশুড়িকে অগ্রাহ্য করে কুটুসের জন্মদিন পালন হয়েছে শুনলে তুমুল অশান্তি হত বাড়িতে। কী ব্যালান্সের খেলা যে খেলে চলেছে উপল! হয়তো নিতান্তই অর্থহীন, তবু খেলছে তো!

বেজার মুখে উপল বলল, তুমি কি একটুও সেন্সেবল হবে না চিকুর?

সরি। আমি নিজেকে হঠাৎ বদলাতে পারব না। আমি যা, আমি তাই। তুমি ভাল মতোই জানো, অ্যাক্টিং-ফ্যাক্টিং আমার আসে না। চিকুর যেন হঠাৎই রুক্ষ হয়ছে। উপলকে দেখতে দেখতে গুমগুমে গলায় বলল, অভিনয়টা তোমার মজ্জায় আছে। লাইকিং ডিসলাইকিংটা তুমি লুকিয়ে রাখতে পারো। আমার সে গুণও নেই, ক্ষমতাও নেই।

উপল ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে বলল, যাহ্ বাবা, আমি কী করলাম?

উদাহরণ তো একটা সামনেই আছে। যাবে না ঠিক করাই ছিল, অথচ কায়দা করে মঞ্জরীদের প্রশ্ন, কোথায় হচ্ছে তোমাদের অ্যানিভার্সারি, কীভাবে যেতে হয়... এটাকে কী বলে, অ্যাঁ?

প্রসঙ্গটা যে চিকুর পাড়বে, উপল ভাবতে পারেনি। মিনমিন করে বলল, বিশ্বাস করো, ডুব মারতে চাইনি। কিন্তু দুপুরের দিকে এমন শরীর খারাপ হল... গা ম্যাজম্যাজ, মাথা তুলতে পারছি না... একটা ভাইরাল ফিভার মতন...

থাক। আমাকে অন্তত ঢপ দিয়ো না।

উপল মাথা নামিয়ে নিল। কী করে বোঝায়, চিকুরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হতে পারে ভেবেই নিজেকে সে গুটিয়ে রেখেছিল সেদিন। চিকুরের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে তো উন্মুখ থাকে উপল, কিন্তু চিকুরের আদৌ ভাল লাগত কি?

pathagar.net

উপলের শুকনো মুখখানা দেখে এতক্ষণে বুঝি মায়া জেগেছে চিকুরের। হঠাৎই খানিক নরম গলায় বলল, যাক গে, তোমার ডিসিশন, তোমার ডিসিশন।... এমনি খবর-টবর কী বলো? কলেজ কেমন চলছে?

যেমন চলে। উপল আলগা জবাব দিল, এই তো সবে নতুন সেশন স্টার্ট হল।

আবার অ্যাপিয়ার হচ্ছ স্লেটে? নাকি পার্টটাইমার হয়েই লাইফটা কাটিয়ে দেবে?

আমার তো পার্টটাইমারেরই জীবন।

ফোঁস ফোঁস শ্বাস ফেলো না তো! চিকুর ফিক করে হাসল, তোমার তো এখন সুখের দিন। শুনলাম বীথির সঙ্গে খুব লটরপটর চালাচ্ছ?

বীথির সঙ্গে? আমি?

লুকিয়ো না মশাই, সব খবর পাই। চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও। আমার সঙ্গে ফুলটাইম সংসার তো তুমি করবে না, এখন ফুলে ফুলেই ঘোরো। চিকুর বেশ জোরেই হেসে উঠেছে, অবশ্য বীথিকে যদি ফুল বলা যায়।

চিমসে মেরে থাকা উপলও হেসে ফেলেছে এবার। বীথির সঙ্গে তার যোগাযোগটা ইদানীং একটু বেশিই ঘটছে। হয়তো ব্যাপারটা কাকতালীয়, তবে সত্যি। কর্মস্থলের নৈকট্য হেতু তার সঙ্গে মোলাকাত হচ্ছে ঘনঘন। বীথিকে ঘিরে চিকুরের মনে যে তেমন সন্দেহ জাগেনি, এটাই বাঁচোয়া। তবু কেন যেন উপলের মনে হল, একটুখানি ঈর্ষা যদি জাগত, ক্ষতি হত কি? হয়তো সম্পর্কের ফাটাফুটোয় পলেস্তারা পড়ত খানিক। হয়তো আবার ফিরে আসত উপলের খামখেয়ালি বউটা...। হায় রে, এমনটা কি হবে কখনও?

হাসিটাকে টেনে রেখে উপল কায়দা করে বলল, বীথিকে তুমি টিজ কোরো না। আফটার অল, সে আমার চোদ্দো বছরের পুরনো গার্লফ্রেন্ড। আমার ওপর ওর একটা উইকনেসও আছে।

আমারও কিন্তু একটা নতুন বয়ফ্রেন্ড হয়েছে। সে মোটেই তোমার মতো নয়। আমি যা বলি, সে তাই করে।

উপল চমকে জিজ্ঞেস করল, কে?

আছে একজন। জার্নালিস্ট। আমি তার নাম দিয়েছি জনি ডেপ। মঞ্জরীদের পার্টিতে এলে আলাপ হয়ে যেত। চিকুরের মুখেচোখে বিচিত্র মুদ্রা, সেদিন

pathagar.net

যে আমরা কী কাণ্ডটাই করলাম! রাত সাড়ে দশটা অবধি গঙ্গার পাড়ে হাঁটছি তো হাঁটছি, হাঁটছি তো হাঁটছি...

উপলের বুকের গহীনে হিম বাতাসের প্রবাহ। একটা ডেয়ো পিঁপড়ের দংশনও যেন অনুভব করল। কী আশ্চর্য, কেন সে চিকুরের মতো হতে পারে না?

গ্লোব ট্রাভেলসের দোলদরজা ঠেলে উঁকি দিচ্ছে চশমাধারী লম্বাটে মুখ। জুলজুল দেখছে চিকুর-উপলকে। হঠাৎই সরু হেসে উপলকে প্রশ্ন করল, ব্যাপার কী মশাই? জয়ন্ত বলল, রায়ের মিস্টার নাকি বাইরে দাঁড়িয়ে?

পলকে উপল টানটান। জবাব অবশ্য চিকুরই দিল, ও একটা আর্জেন্ট কাজে এসেছে।

প্যাসেজে কেন? ভেতরে বসাও। বরকে একটু খাতিরযত্ন করো। চা-টা খাওয়াও, কিংবা আমাদের স্পেশাল লাতে কফি...

ওর সময় নেই। এক্ষুনি চলে যাবে।

অ।

লম্বা মুখ সাঁৎ সেঁধিয়ে গেল অন্দরে। সঙ্গে সঙ্গে চিকুর সরব, সুজয়দার টেকনিকটা বুঝলে? আমায় তাড়া লাগিয়ে গেল।

উপলও আর থাকার উৎসাহ পাচ্ছিল না। যা সব গল্প বলছে চিকুর! এরপর না-জানি আরও কী ভয়ংকর কাহিনি শোনায়!

একটা শ্বাস ফেলে উপল বলল, আমি তা হলে এখন যাই।

দাঁড়াও তো! কুণ্ডু হাঁকলেই ওমনি ছুটতে হবে নাকি? আমি কি কুণ্ডুর দাসীবাঁদি? দরকারে এক্সট্রা টাইম খেটে দিই না! চিকুর ফের কপালের চুল ঝাঁকাল, তুমি কি চা-কফিতে রিয়েলি ইন্টারেস্টেড?

একটুও না।

তা হলে সলিড কিছু খাও। নীচে একটা লোক আজকাল ফ্যান্টাস্টিক ফ্রাই ভাজছে...

থাক। আজ কলেজ নেই তো, দেরিতে খেয়েছি। ইনফ্যাক্ট, তোমার কাছে আসব বলেই...। উপল ক্ষণিক নীরব। স্থির দৃষ্টিতে দেখছে চিকুরকে। পেলব মুখখানা থেকে কাঠিন্যের ছায়া সরে এ যেন সেই চেনা চিকুর। বুনো ফুলের ঘ্রাণ ঝাপটা মারছে নাকে। উপলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তোমায় কিন্তু এখন ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

pathagar.net

মাস্‌কা মেরো না। চিকুর কটাক্ষ হানল, আমার একটা কথাও রাখতে পারো না...

হবে, হবে। কিছু একটা হবে। আর ক'টা দিন যেতে দাও। চিকুরকে নয়, যেন নিজেকেই আশ্বাস দিল উপল। ফের সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল, তা হলে ওই ব্যাপারটার কী করছ?

কোনটা?

কুটুসের জন্মদিন।

বললাম তো, যাবে কুটুস। প্রাণভরে তোমরা সেলিব্রেট কোরো।

আর তুমি? একটা দিনের জন্য...?

কেন এক কথা বলছ উপল? জানো তো, মন যাতে সায় দেয় না, আমি কিছুতেই তা করতে পারি না।

এরপর আর সাধাসাধির কোনও অর্থ হয়? লিফ্‌ট নয়, সিঁড়ি ধরে নামছে উপল। অবসন্ন পায়ে। আসন্ন ঝড়ঝাপটার আশঙ্কা যেন আরও শ্লথ করে দিচ্ছিল তার চলাটাকে। সত্যি কি সে ভেবেছিল চিকুর তার প্রস্তাবে রাজি হবে? সে কি চিকুরকে চেনে না? তবু যে কেন এই নিষ্ফল প্রয়াস?

ফুটপাথে এসে উপল দাঁড়িয়ে পড়ল। দুপুর বিকেলে একবার রণজয়ের অফিসে যাওয়ার কথা। দেশপ্রাণ কলেজের সুতপা চৌধুরী বাড়িতে জিয়োগ্রাফি অনার্সের মাদুর পেতেছে, রনোকে নিয়ে গিয়ে সুতপার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে ভেবেছিল আজ।

ইচ্ছে করছে না। পায়ে জোর নেই।

উপল চলে যাওয়ার পর মনটা হঠাৎ তেতো হয়ে গিয়েছিল চিকুরের। রাশি রাশি কাজ চাপিয়ে দিয়েছে সুজয়, যন্ত্রচালিতের মতো করে যাচ্ছে, কিন্তু যেন মন বসাতে পারছিল না। মাঝে একবার মল্লারের ফোন এল। নিজের কাজকর্ম নিয়ে নানান ব্যাজোর ব্যাজোর করে গেল মল্লার। আজ মর্নিং সানে মল্লারের নাকি পথশিশুদের নিয়ে কী একটা লেখা বেরিয়েছে, চিকুর পড়েনি শুনে ছদ্ম হতাশা প্রকাশ করল খানিকক্ষণ, কাল না পরশু অফিসের কাজে কোথায় একটা যাবে বলল...। কিছুই সেভাবে শুনছিল না চিকুর। হুঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা, তাই নাকি, করে কেটে দিল ফোন। ক্ষণে ক্ষণে

pathagar.net

চোখে ভাসে উপলের নিবে যাওয়া মুখখানা। ঘাড় নিচু করে ধীর পায়ে ফিরে যাচ্ছে উপল...

নাহ্, রায়বাড়ির মান রইল, না গেল, তা নিয়ে চিকুরের মোটেই মাথাব্যথা নেই। অশান্তি বাড়া-কমা নিয়েও সে কণামাত্র উদ্‌বিগ্ন নয়। এমনকী তার অনমনীয় সিদ্ধান্ত উপলকে যে কী ধরনের অস্বস্তিতে ফেলতে পারে, ছেলের জন্মদিনে বন্ধুবান্ধব বা কলেজের সহকর্মীদের নেমন্তন্ন করতে সে কতটা দ্বিধান্বিত হবে, এসব নিয়েও আদৌ ভাবিত নয় চিকুর। ওই ভাবনাচিন্তাগুলো চিকুরের মাথাতেই আসে না। শুধু উপলের মেঘলা মুখখানাই তাকে দুলিয়ে দিচ্ছিল বারবার।

সেই শান্ত, সরল, নিষ্পাপ মুখ, যা দেখামাত্র চিকুর উতল হয়েছিল। একদা।

কৃত্রিমতার আশ্রয় তো চিকুর নিতে পারবে না, তা হলে কী করে ফের ওই মুখে হাসি ফুটবে? ক্ষণিকের উদ্ভাস নয়, খুশির একটা স্থায়ী জ্যোতি?

অফিস ছাড়তে আজ একটু দেরিই হল চিকুরের। ক্লান্ত শরীরে ফিরছিল মেট্রোয়। শ্রান্তি বোধহয় মনেও, তাই কোনওদিন যা হয় না, হালকা তন্দ্রায় জড়িয়ে এসেছে চোখ। হঠাৎ চটকা ভেঙে দেখল ট্রেন শ্যামবাজার স্টেশনে ঢুকছে। চোখের জড়তা ছাড়াতে ছাড়াতেই বেলগাছিয়া। ভূতলে এসে অটো ধরেছে।

বাড়ির পথে চেনা ফলের দোকানটায় গেল একবার। আঙুর আর আপেল কিনল, এক ডজন কলাও। কুটুসটা ভাত-রুটি নিয়ে বড্ড নকড়া-ছকড়া করে, ফলটা তাও তোলে মুখে। কলা আঙুর তো ভালইবাসে, আপেলেই যা একটু আপত্তি। তবে টিফিনবক্সে পুরে দিলে আর পাঁচটা বাচ্চার সঙ্গে ঠিক খেয়ে নেবে। মাঝারি সাইজের একটা পেঁপেও কিনল, বাবার জন্যে। ফুলের কথা ভেবে এক প্যাকেট খেজুর।

বড় প্লাস্টিকের থলিতে ফলগুলো ভরে দিয়েছে দোকানদার। ভ্যানিটিব্যাগের চেন খুলে চিকুর জিজ্ঞেস করল, কত হয়েছে?

চুরানব্বই। আপনি নব্বই দিন।

এত? তুমি তো গলা কাটছ গো!

আজ্ঞে না দিদি, যা হু হু করে দাম বাড়ছে! এক বাক্স আঙুরই তো...

pathagar.net

থাক, ফিরিস্তি দিতে হবে না। যেভাবে পারো ঠকিয়ে নাও।

ঠকাঠকির হিসেব কি অত সহজ দিদি? মাঝবয়সি লুঙি পরা লোকটা গাল ছড়িয়ে হাসল, এই দুনিয়ায় কে কাকে ঠকাতে পারে! যে ঠকায়, সে আবার অন্য কোথাও ঠকে।

কথাটা ঝপ করে কানে বাজল চিকুরের। রঙ্গছলে বলা একটা আলটপকা দার্শনিক উক্তিতে ঝিমিয়ে থাকা মেজাজ নিমেষে চনমনে। ফেরত খুচরোটা নিয়ে হাঁটা লাগাল চিকুর।

বাড়ি এসে অবাক। ফ্ল্যাটে নীল। কফি খেতে খেতে আড্ডা মারছে ফুলের সঙ্গে। পাশে কুটুস। গভীর মনোযোগে রং বোলাচ্ছে ছবির বইয়ে।

ডাইনিং টেবিলে ফলের ঝোলা রাখতে রাখতে চিকুর বলল, কী রে, তুই হঠাৎ?

তোমার কাছেই এসেছিলাম।

কেন রে?

আছে, আছে। বোসো না, বলছি।

দু'মিনিট। একটু ফ্রেশ হয়ে আসি।

ভ্যানিটিব্যাগ ঘরে রেখে, বাথরুম ঘুরে, চিকুর সোফায় এল। গুছিয়ে বসে বলল, হ্যাঁ, এবার শোনা যাক।

নীল উৎসুক মুখে বলল, তোমার নাকি বাউল পল্লিগীতির হেভি কালেকশন আছে?

কে বলল?

আমাদের দোতলার সৌম্য। একসময়ে নাকি তোমাদের ফ্ল্যাটে দিনরাত বাউলগান বাজত?

চিকুর হেসে ফেলল। সে এক নেশা জেগেছিল বটে। কত যে ক্যাসেট কিনেছিল! কলেজের বন্ধুরা মিলে বাউলমেলাতেও হুটহাট চলে যেত তখন। গেছে ঘোষপাড়ায়, কেঁদুলিতেও। একবার তো গাঁজায় টান মেরে কণাদ, চিকুর আর দীপাবলির সে কী ব্যোম ভোলানাথ দশা। সেই দীপাবলি এখন বরের লেজ ধরে সাগরপার, হিউস্টনে গিয়ে চুটিয়ে সংসার করছে। চিকুরেরও আর তত নেশা নেই, তবে আকর্ষণটা বুঝি মরেনি এখনও। গত পৌষেই তো ঘুরে এল শান্তিনিকেতন, শৈবাল-মঞ্জরীদের সঙ্গে। ঠান্ডায় মঞ্জরীরা

pathagar.net

বেশিক্ষণ থাকতে পারল না, হোটেলে পালাল। হিহি কাঁপতে কাঁপতে চিকুর একা গান শুনছে। তার পরে কাকভোরে হাঁটতে হাঁটতে খোয়াই...

দৃশ্যটা আপাতত সরিয়ে রেখে মুখে কপট গাম্ভীর্য ফোটাল চিকুর, তা তুই বাউল পল্লিগীতি নিয়ে কী করবি?

আমরা একটা ব্যান্ড স্টার্ট করছি। নীলের চোখ জ্বলজ্বল, আমাদের ফোকাল থিম দেশজ সংগীত। মানে যাতে গ্রামবাংলার মাটির গন্ধ আছে। তাই পুরনো গান কালেকশন করছি। বেছেবুছে কয়েকটা ক্যাসেট দাও না।

শুভা নিঃশব্দে চা রেখে গেছে। চুমুক দিয়ে চিকুর বলল, কোনটা ঝাড়বি? লিরিক? না সুর?

যাহ্, ঝাড়াঝাড়ির কী আছে! ওগুলো তো আমাদেরই ট্র্যাডিশনাল ইয়ে...

বুঝেছি। গানগুলোর বারোটা না বাজিয়ে ছাড়বি না। গিটার, কংগো, পারকাশন, ড্রাম, সিন্থেসাইজার বাজিয়ে লোকে বলে, বলে রে...। কিংবা কথা কয় সে, দেখা দেয় না...! চিকুর খিলখিল হেসে উঠল, উফ্, ভাবলেই আমার যা হচ্ছে না!

কিছু খারাপ হবে না, দেখো। আমরা মোটেই কথা সুর বিকৃত করব না। শুধু মডার্ন ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাড করে...। গান তো একটা বহতা ব্যাপার চিকুরদি, এক্সপেরিমেন্ট করতে দোষ কী?

তা অবশ্য ঠিক। চিকুর মাথা দোলাল, কী নিবি? হাসন রাজা? লালন ফকির? আব্বাসউদ্দিনের ভাওয়াইয়াও দিতে পারি। তারপর ধর মাহুতের গানও আছে। ভাদু, টুসু...

তুমি ক্যাসেটগুলো বার করে দাও। আমি দেখে দেখে নিচ্ছি।

এক্ষুনি হয় নাকি? কোথায় কী আছে...! তুই রোববারের পরে আয়, আমি ঘেঁটেঘুটে এক জায়গায় করে রাখব। চিকুর চা শেষ করে কাপ নামাল, তোরা রিহার্সাল দিচ্ছিস কোথায়? তোদের ফ্ল্যাটে?

খেপেছ? এক মাস পরেই তোমরাই তো কমপ্লেন ঠুকে দেবে। নীল হ্যা-হ্যা হাসছে, আপাতত সল্টলেকের একটা বাড়িতে। আমাদের পাঁচজনের গ্রুপ তো, একজনের তিনতলাটা এখন ফাঁকা...

ইস্, এখানে হলে কত ভাল হত। ফুল চুপচাপ শুনছিল, হঠাৎ ফুট কেটেছে, গিয়ে বেশ শুনতাম।

pathagar.net

পুজোয় আমাদের হাউজিং-এ প্রোগ্রাম করব। তদ্দিন সাসপেন্সে থাক। অ্যাপিয়ারেন্সেই কামাল করে দেব, বুঝলি।

উৎসাহে ফুটতে ফুটতে চলে গেল নীল। ফুলকে পড়তে পাঠিয়ে চিকুরও উঠল। শুভার ঘরে গিয়ে দেখল, কপালে হাত রেখে শুয়ে পড়েছে মা। জিজ্ঞেস করল, কী হল, টিভি দেখছ না?

শুভা চোখ খুলল, দুর, ভাল্লাগছে না।

তোমার কী হয়েছে বলো তো? আজকাল ঢিসঢাস গড়িয়ে পড়ছ কেন?

এবার একদিন চিরজন্মের মতো গড়িয়ে পড়ব।

যত্ত সব আজেবাজে কথা! ওঠো তো! কুটুসকে কে খাওয়াবে? তুমি? না আমি?

খাবারটা গরম কর, যাচ্ছি।

থাক, বিশ্রাম নাও।

অফিসের পোশাক বদলে চিকুর রান্নাঘরে এল। কাজ করতে করতে গুনগুন গান গাইছে। অনেককাল আগে শোনা এক বাউল সংগীত। রান্নাঘর থেকেই শুনতে পেল, বাবা ফিরল। এসেই অভ্যাসমতো খুনসুটি জুড়েছে কুটুসের সঙ্গে।

রুটি তরকারি ডাইনিং টেবিলে এনে চিকুর ছেলেকে ডাকল, কুটুস, খেতে এসো।

এক মিনিট মা। বার্ডটা কালার করে নিই।

বইটা নিয়ে চলে এসো। খেতে খেতে রং করো।

কুটুসের নৈশাহার শুরু হয়েছে। দেবেশও এসে বসল টেবিলে। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, কেসটা কী রে? গোলকিপার মনে হচ্ছে ফ্ল্যাট?

মা'র শরীরটা বোধহয় ভাল যাচ্ছে না, বুঝলে। মুখ ফুটে তো কিছু বলে না...

হুম্। প্রেশারটা মনে হয় একবার চেক করানো দরকার। দেখি কাল সকালে বাজার যাওয়ার পথে ওষুধ দোকানের ছোকরাটাকে নয় বলে দেব।

কোনও প্রয়োজন নেই। শুভা কখন যেন উঠে এসেছে। চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, আমি ঠিক আছি।

একটা চেক-আপ করিয়ে নিতে দোষ কী মা?

pathagar.net

মিছিমিছি পয়সা নষ্ট করতে হবে না।

গুরুগম্ভীর কথার মাঝে কুটুস হাওয়া। নজরে পড়তেই চিকুর গলা ওঠাল, কী রে, গেলি কোথায়?

কয়েক সেকেন্ড টুঁ শব্দটি নেই। তারপর কুটুসের জবাব ভেসে এল, আমি বাথরুমে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফুলের কণ্ঠ, না গো মাসিমণি, বাথরুমে যায়নি। এখানে এসে আমায় জিভ ভেংচাচ্ছে।

চিকুরের গলা আর এক পরদা চড়ল, কুটুস...?

গজ গতিতে ফিরল কুটুস। চুপচাপ রুটি নিয়েছে মুখে। জাবর কাটার মতো চিবোচ্ছে। পুচকে গ্লাস থেকে জল খেল খানিকটা। খাওয়া যে কত পরিশ্রমের কাজ, কুটুসকে এখন পর্যবেক্ষণ করলেই মালুম হয়। নাতির রকমসকম দেখে দেবেশ-শুভা হাসছে মিটিমিটি।

চিকুর কড়া গলায় ছেলেকে বলল, অনেক বড় হয়েছ, খাওয়া নিয়ে ট্যানট্রাম এবার কমাও।

সব সময়ে হুইসিল মারিস না তো! দেবেশ নাতির চুল ঘেঁটে দিল, খাওয়া নিয়ে বাচ্চারা একটু-আধটু ফাউল করেই।

তুমি আর ওকে লাই দিয়ো না বাবা। পাঁচ বছর বয়স হচ্ছে কুটুসের...। বলেই চিকুর থমকেছে। একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, তোমাদের কিন্তু এখনই কয়েকটা কথা জানিয়ে রাখা ভাল। নইলে হয়তো পরে উপলের মুখে শুনতে হবে। ও-বাড়িতে এবার খুব ধুমধাম করে কুটুসের জন্মদিন হচ্ছে।

দেবেশের যেন মনে পড়ে গেছে। বলল, হ্যাঁ তো। তাই তো। উপলদের বাড়িতে এ বছরই তো কুটুসের ফার্স্ট...

তবে আমি যাচ্ছি না। চিকুরের গলা একান্তই নিরুত্তাপ, উপল আজ অফিসে এসেছিল, তাকেও বলে দিয়েছি। কুটুস যাবে, তোমাদের যদি নেমন্তন্ন করে তোমরাও যেতে পারো...

কেন যাবি না তুই? হঠাৎই শুভা স্বভাববিরুদ্ধ ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠেছে, তোর যা ইচ্ছে তাই করবি নাকি?

নতুন কথা তো কিছু বলিনি মা। ওই গারদে যে আর পা রাখব না, এ তো আমার পুরনো ডিসিশন।

pathagar.net

নিকুচি করেছে তোর ডিসিশনের। ছেলেকে নিয়ে অনুষ্ঠান, মা সেখানে যাবেন না, এ কী অনাসৃষ্টির কথা! শুভাকে ভারী অস্থির দেখাচ্ছে। চোখ পাকিয়ে দেবেশকে বলল, তুমি মুখে কুলুপ এঁটে আছ কেন? পেয়ারের মেয়েকে কিছু অন্তত বলো।

দেবেশকে বিচলিত দেখাচ্ছে বেশ। মাথা নেড়ে বলল, এটা কিন্তু রেডকার্ড অফেন্স চিকা। এতটা বাড়াবাড়ি কি না করলেই নয়?

চিকুর ক্ষুব্ধ চোখে দেবেশের দিকে তাকাল। বলতে চাইল, বাবা, শেষে তুমিও...!

স্বর ফুটল না। অভিমান কখনও কখনও এমন বিশ্রীভাবে জমাট বাঁধে গলায়!

pathagar.net

সাত

মল্লার লেখাটায় ডুবে ছিল। দিন সাতেকের জন্য উত্তরবঙ্গ গিয়েছিল মল্লার, চা-বাগানের হালহকিকত সরেজমিন করতে। ফিরে আজই সবে এসেছে অফিসে। ঢোকামাত্র কার্যনির্বাহী সম্পাদকের এত্তেলা। খুচরো ধানাইপানাই সেরে আজই প্রতিবেদনের প্রথম কিস্তিটা জমা দিতে বলল তরুণ ঘোষাল। স্বাধীনতা দিবসের দু'দিন পর থেকে অ্যাংকর স্টোরি হয়ে বেরোবে। মল্লার ভেবেছিল একটু ধীরেসুস্থে তৈরি করবে লেখাটা, কিন্তু তার তো আর জো নেই। হাতে হাজার গন্ডা ডেটা কিলবিল করছে, প্রথম কিস্তিতে তার কতটুকু দেবে তাই বাছতেই এখন হিমশিম দশা।

পাশের ডেস্কের বিশাখা কোথায় যেন গিয়েছিল। ফিরতি পথে মন্তব্য জুড়েছে, কেস কী তোমার? নর্থ বেঙ্গলের জল খেয়ে খিদেতেষ্টা সব উবে গেল নাকি?

কম্পিউটারের কি-বোর্ডে আঙুল চলছে খটাখট, দৃষ্টি মনিটরে স্থির। চোখ না সরিয়ে মল্লার বলল, কী কুক্ষণে যে অ্যাসাইনমেন্টটা নিয়েছিলাম। ঘাড়মাথা ফেটে গেল, চোখে ঝাপসা দেখছি।

একটানা কাজ করছ কেন? উঠে হাত-পা ছাড়াও।

সেরকম একটা বাসনা জাগছিল বটে মল্লারের। সহকর্মীর পরামর্শে জোরটা পেয়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে টানটান করল দেহকাণ্ড, ধনুকের মতো বেঁকাল পিঠখানা, কবজি ঘুরিয়ে লম্বা আড়মোড়া ভাঙল একটা। তারপর সার সার টেবিল পেরিয়ে কাচদরজার ওপারে।

অফিসের অন্দরে ধূমপানের অনুমতি নেই। চওড়া প্যাসেজে সিগারেট টানছে সুগত ঘোষ। মল্লার হাত বাড়াল, একটা হবে নাকি, সুগতদা?

তুমি খাও নাকি?

pathagar.net

ওই আর কী। মাঝে মধ্যে। সুগতর বাড়ানো প্যাকেট থেকে একখানা সিগারেট ধরাল মল্লার। জোর টান, ধোঁয়া পাঠাচ্ছে মগজে। লাইটার ফেরত দিয়ে বলল, আমার অভ্যেসও নেই, কোনও ট্যাবুও নেই।

নেশার দাস না-হওয়াই ভাল, বুঝলে। আমি তো উঠতে বসতে বাড়িতে গাল খাচ্ছি। বউ চেঁচায়, ছেলেমেয়ে ধমকায়...। সুগত ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া ওড়াল, কেমন হল তোমার ট্যুর?

চলতা হ্যায়। তবে একটু বেশি হেকটিক। আর একটা উইক থাকতে পারলে...

গোরুমারা গিয়েছিলে? বক্সা রিজার্ভ...?

বর্ষায় তো এখন জঙ্গল বন্ধ সুগতদা।

তাও তো বটে। হড়কা বান-টান আসে...। ঝালং, বিন্দু ঘুরে এসেছ? সুনতালেখোলা?

ফাঁদ পাতছে সুগত ঘোষ? ভাবছে মল্লার প্রমোদ ভ্রমণটাও সেরে এল? তেমন সাংঘাতিক নিসর্গপ্রীতি মোটেই নেই মল্লারের। তা ছাড়া সে কাজের সঙ্গে শখ-শৌখিনতাকে গুলিয়ে ফেলে না। অফিসের পয়সায় খুচরোখাচরা বিলাসিতা তার রুচিতে বাধে।

সরাসরি উত্তর না-দিয়ে মল্লার বলল, সাতদিনে কম করে গোটা কুড়ি-বাইশ গার্ডেন ঘুরতে হয়েছে দাদা। ম্যানেজার টু লেবার, সবাইকে মিট করা... প্রোডাকশন বাড়ছে, না কমছে, কারণ কী... ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আমাদের চা-এর ডিমান্ড কেন ফল করছে... একগাদা তথ্য জোগাড় করার ছিল। প্লাস ধরুন, কম বাগান তো বন্ধ নেই, তাদের লেবারপট্টিগুলোও কভার করলাম। এখন তো একটা নতুন ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। ছোট ছোট জমির মালিকদের চা চাষে নামিয়ে দিচ্ছে ফড়েরা। লোন-ফোন দিয়ে। চার-পাঁচ বছরের আগে রিটার্ন না-পেয়ে বাগানসুদ্ধু জমি ওই সব লোন দেনেওয়ালাদেরই বেচতে বাধ্য হচ্ছে চাষিরা। ফলে আর এক ধরনের গার্ডেন তৈরি হচ্ছে। খারাপ কোয়ালিটির চা এসে আরও পলিউট করছে মার্কেটকে। এই ব্যাপারটাও ফোকাস করার কথা...

বহুৎ খেটেছ তো। সুগত প্রায় থামিয়ে দিল মল্লারকে। তেরচা চোখে বলল, তা ক'টা ইনস্টলমেন্টে বেরোচ্ছে তোমার ফিচার?

pathagar.net

তিনটে তো বটেই। তরুণদা বলছিলেন, ম্যাটার থাকলে আর একটা দিন দেওয়া যেতে পারে।

গুড। ভেরি গুড। তোমারই তো এখন সময়... চুটিয়ে লেখো।

বলেই একটু যেন তাড়াহুড়ো করে সরে গেল সুগত ঘোষ। তার গতিপথের দিকে তাকিয়ে মিচকি হাসল মল্লার। জ্বলছে সুগত। ঈর্ষায়। প্রফেশনাল জেলাসি। দিল্লি অফিসের চেয়ে এখানে রেষারেষির মাত্রা যেন আরও বেশি। এসেই মল্লার তরুণ ঘোষালের নেকনজরে পড়েছে বলে সহকর্মীদের অনেকেরই হরেক গাত্রদাহ।

মল্লার অবশ্য এসবে ঘাবড়ায় না বিশেষ। সে লড়ে খেতে জানে। যুদ্ধ তো জীবনে কম যায়নি, সেই এগারো বছর বয়স থেকেই তো চলছে। মন্টেসরি ট্রেনিং-এর জোরে কোনওক্রমে ছেলেকে স্কুলের গণ্ডিটা পার করে দিয়েছিল মা। তারপর থেকে টিউশনি, টিউশনি। অবিরাম টিউশনি। শুধু নিজের পড়ার খরচই নয়, সংসারেও লাগে সেই টাকা। না, মাসি-পিসি, মামা-কাকাদের সাহায্য কখনই নেয়নি মল্লারের মা। বলত, হাত পাতলে একটা ভিখিরি-ভিখিরি স্বভাব এসে যায়, মেরুদণ্ডটা আর শক্ত থাকে না। মল্লারও মানে কথাটা, অন্তর থেকে। এম এ-টা পড়া হয়নি বলে আক্ষেপ করেনি, প্রথম সুযোগেই যা হোক একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। লিভ ভেকেন্সিতে মাস্টারি, তাই সই। বাগনানে নেমে আবার পঁয়তাল্লিশ মিনিট লজ্‌ঝরে বাস ঠেঙানো, কুছ পরোয়া নেই। নিউজ পেপারের চাকরিটাও কারও সুপারিশে পায়নি। গ্র্যাজুয়েশনে এক দাঁড়ি ছিল, লিখিত পরীক্ষা দিয়েছে, ইন্টারভিউতে উতরেছে, তবেই না...। দেখার চোখ আছে মল্লারের, সে লিখতেও জানে, পাতি কূটকচালিকে তার কীসের পরোয়া!

সিগারেট শেষ করে মল্লার ফিরল স্বস্থানে। ফের চালু হয়েছে আঙুল। মস্তিষ্কও। আচমকা বুক থরথর। উঁহু, হৃৎপিণ্ড নয়, মোবাইলে কম্পন।

সাইলেন্ট মোডে রাখা সেলফোনখানা পকেট থেকে বার করল মল্লার। কে এখন? চিকুর কি?

খুদে পরদায় দৃষ্টি রেখে মল্লার সামান্য নিরাশ। বোতাম টিপে বলল, হ্যাঁ মা, বলো?

তুই আজ কখন বেরোচ্ছিস রে অফিস থেকে?

pathagar.net

দেখি। আটটা তো বাজবেই।

আর একটু আগে হয় না?

হবে কি? বড্ড ফেঁসে আছি।... কেন?

বলছিলাম... একবার যদি পণ্ডিতিয়া ঘুরে আসতে পারিস...। শ্রাবন্তীর মা একটু আগে ফোন করেছিলেন। তুই অনেকদিন যাচ্ছিস না বলে মনে হয় একটু চিন্তিত।

আমি তো এখানে ছিলাম না মা!

বলেছি সে কথা।... দ্যাখ না, যদি সম্ভব হয়...! শ্রাবন্তী বোধহয় আশা করে আছে। জাস্ট বাড়ি ফেরার আগে একবার...

চেষ্টা করব।

মোবাইল অফ করে মল্লারের ক্ষণিকের জন্য মনে হল, শ্রাবন্তী তো নিজেও ফোন করতে পারত। সে এমন কিছু নিষিদ্ধ পুরুষ নয়, আজ বাদে কাল তাদের বিয়ে হচ্ছে, তার সঙ্গে শ্রাবন্তী এক-দু'দিন বেরিয়েওছে, মল্লারের নাম্বারও তার অজানা নয়... তবু যে কেন এত সংকোচ? অবশ্য মল্লারও যোগাযোগ রাখছে না, এটাও একটা কারণ হতে পারে।

কিন্তু মল্লার যে কেন ফোন করছে না, মল্লারের কাছেই তার জবাব আছে কি? গত এক মাসে চিকুরকে না-হোক বত্রিশ বার রিং করেছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার থেকে তো প্রায় রোজই। সেই আশ্চর্য সন্ধেটার পর থেকে চিকুর যেন তাকে চুম্বকের মতো টানে। শ্রাবন্তীর ওপর যে স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মানো উচিত, চিকুর কি তা ক্ষইয়ে দিচ্ছে?

ছি মল্লার, কাজটা শোভন হচ্ছে কি? মল্লার কষে ধমকাল নিজেকে। চিকুর না অন্যের বউ! একটা বাচ্চার মা! তাকে বন্ধুর চেয়ে বাড়তি কিছু ভাবা কি অনৈতিক নয়? মাঝে শ্রাবন্তীর এম এ পরীক্ষার বাধাটা না-থাকলে এই শ্রাবণেই তো মল্লারের বিয়ে হয়ে যেত। তখন চিকুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠারও সুযোগ থাকত কি?

মল্লার আবার মন দিল কাজে। বাইরে ফুরিয়ে আসা শ্রাবণের মরা মরা বিকেল, মর্নিং সানের দপ্তরে এখন ঝকঝকে উজ্জ্বলতা। সংবাদপত্রের দপ্তর তো এই সময়েই সবচেয়ে প্রাণবন্ত থাকে। টেবিলে টেবিলে ব্যস্ততা। খবর আসছে, খবর সাজছে, সেজেগুজে তৈরি হচ্ছে আগামীকালের জন্য। ফোন

pathagar.net

বাজছে মুহুর্মুহু, নাগাড়ে বার্তা আসছে অনলাইনে। চলছে ছোটাছুটি, ভাসছে গুঞ্জন। সাড়ে আটটা-ন'টার আগে এই চঞ্চলতা থামার নয়।

ঘণ্টা খানেক পর মল্লার আবার গেল তরুণ ঘোষালের চেম্বারে। মাঝবয়সি তরুণ কার সঙ্গে যেন টেলিফোনে কথা বলছিল, রিসিভারে হাত চেপে বলল, কপি রেডি?

মোটামুটি। আপনি একবার দেখে নেবেন?

রাখো। ফোনালাপ সেরে প্রিন্টআউটে চোখ বোলাল তরুণ। মাথা দুলিয়ে বলল, ঠিক আছে। পলিটিকাল ব্যাপার নিয়ে বেশি কচলানোর দরকার নেই, এইবার হিউম্যান পয়েন্টের ওপর স্ট্রেস দাও। বন্ধ গার্ডেনের লেবারদের কন্ডিশন স্পেশালি হাইলাইট করো। কী ধরনের প্যাথেটিক অবস্থার মধ্যে ওরা রয়েছে... দিল্লি এডিশনেও যাবে তো, এমনভাবে বানাও যাতে ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স পায়।

ও কে। আশা করছি কাল পুরোটা দিয়ে দিতে পারব। মল্লার ঘাড় চুলকোল, তবে আজ একটু তাড়াতাড়ি যাব ভাবছিলাম...

কেন হে? বিশেষ কেউ অপেক্ষায় আছে নাকি?

সেরকম কিছু নয়...

এমনভাবে কথাটা ভাসাল মল্লার, যাতে মনে হয় সেরকমই কিছু। তরুণ মানুষ চরিয়ে খায়, বুঝদার ঢঙে বলল, এসো। তোমাদের মতো ইয়াং ব্যাচেলারদের নিয়ে এটাই প্রবলেম, মনটা বড় উড়ু-উড়ু থাকে। বিয়েটা করে ফেলো, দেখবে অফিস ছেড়ে আর নড়তে চাইবে না। তরুণ হো হো হাসছে, যাক গে, যা বললাম মাথায় রেখো। নেক্সট ইনস্টলমেন্টগুলো স্টোরি ফর্মে সাজিয়ো। পাবলিক খবরের চেয়ে গল্প বেশি খায়।

ঝটপট ঘাড় নেড়ে মল্লার সরে এল। নিজের ডেস্কে চাবি লাগিয়ে সটান অফিসের বাইরে। উত্তরবঙ্গে ভালই বৃষ্টি পেয়েছিল মল্লার, অথচ কলকাতায় মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। শহর থেকে বর্ষা যেন এ বছর একটু আগে আগে পাততাড়ি গোটাল। কিংবা হয়তো ঘাপটি মেরে আছে, সুযোগ বুঝে ঝাঁপাবে পূর্ণোদ্যমে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের কমতি নেই, ঠান্ডা অফিস থেকে বেরিয়ে রীতিমতো চিটপিট করছে গা। বইছেও না হাওয়া, থেমে আছে নিঃঝুম।

তোয়ালে রুমালে ঘাড় গলা মুছল মল্লার। ঘড়ি পরেনি, মোবাইলে দেখল সময়। সাতটা আটচল্লিশ। ধর্মতলা থেকে পণ্ডিতিয়া পৌঁছোতে অন্তত সাড়ে

BanglaBook.org

আটটা, এত রাত্তির করে শ্রাবন্তীদের বাড়ি যাওয়া কি সমীচীন? পরশু অফ-ডে, ওই দিন বিকেল সন্ধেয়...। পনেরোই আগস্ট তো গোটা দিনটাই ফাঁকা, সেদিন কোনও এক সময়ে...

আশ্চর্য, মল্লারের এত গড়িমসি কেন এখন? কারণটা যে চিকুর, তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। কিন্তু এটা কি শুভ লক্ষণ? ছোটমাসি সম্বন্ধটা এনেছিল, সে নিজে দেখে পছন্দ করেছে শ্রাবন্তীকে, দু'বাড়িতেই সাজো সাজো রব পড়ে গেছে, এখন এই উলটো মনোভাব তো যথেষ্ট বিপজ্জনক।

মনে মনে কথাগুলো বলছে বটে মল্লার, কিন্তু মনকে সামাল দিতে পারছে কি? চিকুরকে পুরোপুরি সরিয়ে রাখা যে কী কঠিন! ওই চোখ, ওই চুল, ওই চিবুক, ওই চনমনে দেহলতা, সব ছাপিয়ে ওই লাগামছাড়া লাস্য, আকর্ষণটাই যে অপ্রতিরোধ্য। ওই মেয়ের সান্নিধ্যে এলে চারপাশের কত কী যে ঝাপসা হয়ে যায়!

ছি মল্লার, এ কেমন ছেলেমানুষি? আনমনা আঙুল কখন অজান্তেই চিকুরের নম্বরটা টিপতে গিয়েছিল, ওমনি ফের এক চোট নিজেকে বকল মল্লার। ক্ষণে ক্ষণে চিকুর কেন? অসংগত হৃদয়দৌর্বল্যকে বাড়তে না-দেওয়ার জন্যে এই মুহূর্তে শ্রাবন্তীর কাছে যাওয়া বোধহয় বেশি জরুরি।

পণ্ডিতিয়ায় শ্রাবন্তীদের বাড়িটা একটু সাবেকি ধাঁচের। বয়সে খুব প্রাচীন না হলেও গায়ে আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। সামনে টানা গোল বারান্দা, বড় বড় ঘর, উঁচু উঁচু সিলিং। দোতলায় শ্রাবন্তীরা থাকে, একতলায় তার কাকা-কাকিমা। পৃথগন্ন, তবে সম্প্রীতির অভাব নেই।

ওপরে উঠে বেল বাজাতেই বিশ্বরূপ দরজা খুলেছে। হবু জামাইকে দেখে দু'-এক সেকেন্ড হতচকিত, তারপর রীতিমতো হইচই বাধিয়ে দিল, আরে আরে, কে এসেছে দ্যাখো... তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, এ তো তোমারই বাড়ি... অ্যাই রিমি, কোথায় গেলি রে, আয়, আয়...

বিশ্বরূপের ভারী গলার হাঁকডাকে মা মেয়ে দু'জনেই প্রায় ছুটে এসেছে। শ্রীলা বিগলিত স্বরে বলল, ওমা, তুমি আজকেই চলে আসবে আমি ভাবিনি। রিমি বলছিল...

কথা পুরো হওয়ার আগেই শ্রাবন্তী বলে উঠল, আমি আবার কী বললাম? কেউ যদি সময় না-পায় তো আসবে কী করে?

pathagar.net

শ্রাবন্তীর স্বরে হালকা অভিমান। মল্লার তড়িঘড়ি বলল, ক'দিন এমন ছোটাছুটি গেল...! সবে কালই...

তাই তো। বটেই তো। ক'দিন তো তোমার খুব ধকল গেল।

টের পাইনি। এমন ঝড়ের মতো দিনগুলো যাচ্ছিল!

ভাল হোটেল-টোটেল পেয়েছিলে?

শিলিগুড়িতে ফার্স্ট ক্লাস। জলপাইগুড়িতে সো-সো। আলিপুরদুয়ারে যাচ্ছেতাই।

টি-গার্ডেনে থাকোনি? ওদের তো শুনেছি ভাল গেস্ট হাউস থাকে।

তুমি কি শুধু বকবকই করে যাবে? ছেলেটা অফিস থেকে এল, কিছু খাওয়াও।

হ্যাঁ, এই তো... কফি বসাচ্ছি। সঙ্গে ক'টা সসেজ ভেজে দিই মল্লার? নাকি ফ্রেঞ্চ টোস্ট খাবে?

আমার কিন্তু তেমন খিদে নেই।...

তা বললে হয়? কতদিন পর এলে... বোধহয় এক মাস।

আরও বেশি মা।... কফিটা আমি করে আনি?

তুই বোস, আমি দেখছি।

শ্রীলা উঠে গেল। শ্রাবন্তীর বাড়ির লোকজনদের কথোপকথনে একটা ভারী সুন্দর ছন্দ আছে। টুকরো-টাকরা আন্তরিক সংলাপে আড়ষ্টতা কেটে যাচ্ছিল মল্লারের। নরম সোফায় হেলান দিয়ে চেনা ড্রয়িংরুমটায় চোখ বোলাল। আহা, কী নিখুঁত সাজানো। প্রতিটি জিনিস যেন যেখানে থাকার কথা ঠিক সেখানেই বিরাজ করছে। যতবার দেখে, ততবারই মুগ্ধ হয় মল্লার, অদ্ভুত এক প্রশান্তির অনুভূতি ছড়িয়ে যায় ভেতরে।

মল্লার শ্রাবন্তীকেও দেখছিল। টকটকে রং, শান্ত সুন্দর মুখশ্রী, চিবুকে একটা ছোট্ট তিল, গালে টোল... শ্রাবন্তী তো রূপসি, নয় কি? তবে কেন তার এই আকস্মিক চিকুর-আচ্ছন্নতা?

বিশ্বরূপ পায়ের ওপর পা তুলে বসেছে। বৈঠকি ভঙ্গিতে বলল, তারপর? তোমরা তো খবরের কাগজের লোক, মার্কেটের হাল কী বুঝছ?

কোন মার্কেট?

বাজার তো এখন একটাই। শেয়ার। যা ধাঁই ধপাধপ পড়ছে।... এবার কি সেনসেক্স উঠবে?

pathagar.net

আজব ধারণা তো! সাংবাদিক মাত্রই কি সবজান্তা? অবশ্য শেয়ার-ডিভিডেন্ড, ষাঁড়-ভাল্লুক নিয়ে মল্লারদের অফিসে যথেষ্ট শোরগোল চলে। দিল্লিতে তো কানই পাতা যেত না। ওই সব ঝুঁকির ব্যাপারে মল্লারের কোনও ইন্টারেস্ট নেই।

আলগা হেসে মল্লার বলল, আমি ওটা ঠিক বুঝি না।

তা বললে চলে? ফিউচারের কথা যদি ভাবো, তা হলে এই পড়তি টাইমে কিছু কিনে-টিনে রাখতে পারো। ব্লু চিপ শেয়ার, কিংবা মিউচুয়াল ফান্ড...

আপনি বুঝি খুব কেনেন?

একদম না। শ্রাবন্তীর মিহি স্বর বেজে উঠল, বাবার শুধু হিসেব করাতেই সুখ। নিউজপেপার খুঁটিয়ে পড়ে, পেনসিল দিয়ে দাগ টানে, আর কোনটা কিনলে কত লাভ হত আমাদের শোনায়।

পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই বোধহয় এই দলে। ঝুঁকি নেয় না, তবে নিলে কতটা লাভ-ক্ষতি হত, তার খতিয়ান কষে যায়।

এতাল-বেতাল কথার মাঝে এসে গেছে শ্রীলা। কফি, সসেজ আর সন্দেশ সেন্টারটেবিলে রেখে বিশ্বরূপকে বলল, কাজের কথাটা হল মল্লারের সঙ্গে?

ও হ্যাঁ। বিশ্বরূপ নড়ে বসেছে, রিমির মা বলছিল অঘ্রানের গোড়ায় নাকি তিন-চারটে ডেট আছে। এবার তা হলে দিনটা ফাইনাল করে ফেলি?

ওটা একদমই মা'র ডিপার্টমেন্ট।

তাপসীদির সঙ্গে তো আলোচনা করবই। তোমারও তো সুবিধে-অসুবিধে, ছুটিছাটার ব্যাপার আছে...। তারপর ধরো বিয়েবাড়ি ভাড়া। তিন-চার মাস আগে ছাড়া তো বুকিংই পাওয়া যাবে না।

তা হলে উলটোটা করাই ভাল। মল্লার হাসল, আগে বাড়ি ঠিক হোক, তারপর দিন।

তাই না হয় হবে। দেখি কাল তোমার মা'র সঙ্গে আর একবার...। শ্রীলা এবার চোখের ইশারা করছে বিশ্বরূপকে। অর্থময় স্বরে বলল, একটু ও ঘরে শুনে যাও তো।

কাল্পনিক ব্যস্ততা দেখিয়ে মঞ্চ ছাড়ল স্বামী-স্ত্রী। মল্লার-শ্রাবন্তীকে একান্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে।

pathagar.net

শ্রাবন্তী আঙুলে ওড়না পাকাচ্ছিল। তাকে কোনও অনুযোগ হানার অবকাশ না-দিয়ে মল্লার চটপট বলে উঠেছে, একদম ফোন করো না কেন?

পাতলা পাতলা ঠোঁট দুটো সামান্য ফোলাল শ্রাবন্তী, বা রে, সে তো তুমিও করো না।

ভাবলাম তোমার পরীক্ষা চলছে... ডিস্টার্ব করা হবে...। দিব্যি কৈফিয়তটা খাড়া করে দিল মল্লার। কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, পরীক্ষা হল কেমন?

মোটামুটি। শুধু সেভেন্থ পেপারটা একটু গুবলেট করেছি।

কেন?

একেবারেই কমন পড়েনি। প্লাস, চারটে কোয়েশ্চেন রিপিট।

সাজেশন ধরে প্রিপেয়ার করেছিলে বুঝি?

সেটাই তো নিয়ম। খামোখা গাদা গাদা পড়ব কেন?

হুম্। মল্লার একটা গুরুজনসুলভ ভাব আনল গলায়, এরপর কী করবে?

একটা কাজ তো ঠিক হয়েই আছে। শ্রাবন্তী ফিক করে হাসল, তারপর হয়তো নেট-স্লেটে বসতে পারি। কিংবা কোনও স্কুল-টুলে পড়ানোর চেষ্টা...। চান্স পেলে রিসার্চের কাজও শুরু করা যায়।

উফ্, সেই ছকে বাঁধা চিন্তা। আগেও তো কথা বলে দেখেছে মল্লার, একটা গণ্ডির মধ্যে আটকে থাকতেই ভালবাসে শ্রাবন্তী। মাপা আকাঙ্ক্ষা, মাপা লোভ, মাপা পছন্দ-অপছন্দ। সুখ-দুঃখের মাপটাও বোধহয় একটা মাঝারিআনার বৃত্তে বাঁধা। চিকুরের সঙ্গে একটুও মেলে না। বিয়ের পর কী-কী ঘটবে, এখনই গুছিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করে দিতে পারে মল্লার। বছর দুয়েকের মাথায় বাচ্চা, সেই বাচ্চা নিয়ে শ্রাবন্তীর নিয়মমাফিক ব্যস্ততা, বছরে এক-দু'বার নিয়ম করে মল্লারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, গয়না আর পোশাক-আশাকে আলমারি, ওয়ার্ড্রোব ভরিয়ে ফেলা, সুন্দর একটা ফ্ল্যাট, গাড়ি...। তা এমন নিটোল লয়ে জীবনটাকে ভাবা তো খারাপও নয়। হয়তো-বা স্বাভাবিকও। তবু চিকুরের খামখেয়ালিপনাই যে কেন ঘোর লাগায় চোখে?

ফস করে মল্লার বলে ফেলল, তুমি তো একটা বিজনেসও করতে পারো।

শ্রাবন্তী চমকে তাকিয়েছে, ব্যাবসা? আমি?

হ্যাঁ। ধরো একটা ট্র্যাভেল এজেন্সি খুললে।

pathagar.net

শ্রাবন্তী যেন হতভম্ব। মুখ হাঁ হয়ে গেছে অল্প। এমন বিটকেল প্রস্তাব বুঝি তার কল্পনার অতীত।

মল্লার জোরে হেসে উঠল, না না, তোমায় কিচ্ছু করতে হবে না। জাস্ট ঠাট্টা করছিলাম।

ও। অভ্যস্ত স্বস্তিতে ফিরেছে শ্রাবন্তী। গলা নামিয়ে বলল, একটা রিকোয়েস্ট করব?

কী?

আমার বন্ধুরা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছিল। একদিন বেরোবে?

যেতেই পারি।

উচ্ছ্বাসহীন খুশির আবছা আভা শ্রাবন্তীর মুখমণ্ডলে। মেয়েটার চাওয়াগুলোও বড্ড সাদামাটা। বলতে তো পারত, চলো একদিন অন্ধকারে... মাঝনদীতে...!

নাহ্, মোহাবিষ্ট মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি বুঝি ঠিকঠাক কাজ করে না। শ্রাবন্তীরও যে উথালপাথাল হওয়ার ইচ্ছে জাগে না, এ কথা কি মল্লার হলফ করে বলতে পারে? তবু মল্লারের এই মুহূর্তে ওইরকমটাই মনে হল। চিকুরের তুলনায় আবার যেন পানসে লাগল শ্রাবন্তীকে। নেহাতই এক রঙিন পুতুল যেন। তবে ওই পুতুলের সঙ্গেই যে তার ভাগ্য জড়িয়ে আছে, এই সত্যটাও মল্লার বিস্মৃত হতে পারে কই!

ঠোঁটে একটা পাতলা হাসি ঝুলিয়ে, চোরা বিষাদ বুকে নিয়ে, মল্লার যখন পণ্ডিতিয়া থেকে বেরোল, রাত তখন দশটা ছুঁইছুঁই। বাসরাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে এলোমেলো চিন্তা ঘুরছিল মাথায়। বিয়েটা যখন হচ্ছেই, আনুষঙ্গিক কিছু দায়িত্ব তো এসে যায়। মল্লাররা যে ভাড়াবাড়িটায় এখন থাকে, সেটা নেহাতই ছোট। নামে টু-রুম, আদতে দেড় কামরা। তারা মায়ে-পোয়ে চালিয়ে নিচ্ছে বটে, কিন্তু ওখানে তো শ্রাবন্তীকে তোলা যাবে না। কলকাতায় আসা ইস্তক বাড়ি খুঁজছিল বটে, দালালদের বলেও রেখেছে, তবে তেমন গা করা হচ্ছিল না, এবার উঠেপড়ে লাগতে হবে। আসবাবপত্রও কিনতে হবে অনেক। পণ্ডিতিয়ার মতো করেই সাজাবে ফ্ল্যাট, যাতে শ্রাবন্তীর মনে কোনও আক্ষেপ না-জন্মাতে পারে। গাড়ি কিনে ফেলবে? মাসিক কিস্তিতে কেনার জন্য প্রায়ই তো টেপ দিচ্ছে ডিলাররা...। ধীরে মল্লার, ধীরে। এক

pathagar.net

লপ্তে অতটা বাড়াবাড়ি বোধহয় ভাল নয়। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কেন মিছিমিছি পাল্লা টানবে মল্লার? তারা তো বাড়ি-ঘরদোর দেখে, মল্লারকে বাজিয়ে, বিয়েতে এগিয়েছে। মল্লার কেন তবে ভুগবে কমপ্লেক্সে?

ভাবনার মাঝেই কখন পকেটে হাত। মোবাইল বেরিয়ে এসেছে। আঙুল টিপছে বোতাম। দ্রিম-দ্রিম বাজনা বেজে উঠল। শব্দের মায়াজাল বুনছে সেই মেয়ে...

মল্লার ফের ডুবছিল।

pathagar.net

আট

ব্যাগ গুছিয়ে বেরোচ্ছিল চিকুর। দরজা থেকে নিয়মমাফিক চেঁচিয়ে বলল, আসছি মা।

শুভার সাড়া নেই। আগে হলে চটজলদি দুয়োরে এসে মেয়েকে কিছু একটা বলত শুভা। তাড়াতাড়ি ফিরিস বা সাবধানে যাস গোছের কোনও বাক্যবন্ধ। হঠাৎ যেন মুখে কুলুপ এঁটেছে। কুটুসের জন্মদিনের পর থেকেই এই স্বেচ্ছানীরবতা।

চিকুর তবু দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। রোজকার মতোই। তারপর আপন মনে মাথা নেড়ে সিঁড়ি ধরেছে। বাবা-মা হঠাৎ কেন এত বিচলিত হয়ে পড়ল, চিকুরের বোধগম্য হয় না। একটা তুচ্ছ ঘটনাকে অহেতুক টেনে টেনে বাড়াচ্ছে। গত বুধবার শ্যামপুকুরে না গিয়ে কী এত অপরাধ করল সে? আগের বছর আমরা কুটুসের বার্থডে করেছি, এবার ওদের পালা, এভাবে ধরে নিলেই তো চুকে যায়। মিছিমিছি চিকুরের সঙ্গে রাগারাগি, ঝগড়াঝাঁটি...। এত যে মানহানির আশঙ্কা, চিকুর বিনা রায়বাড়ির মুখ নাকি পুড়ে যাবে, তা শেষপর্যন্ত কি আটকাল কিছু? ধুমধামে ঘাটতি হয়েছে? ম্যাজিক শো, বাজি পোড়ানো, ডেকে ডেকে লোক খাওয়ানো, কোনওটাই তো বাদ যায়নি। গাদাগুচ্ছের উপহারও জুটেছে কুটুসের। দু'চাকার সাইকেলখানায় তো সাঁ-সাঁ চরকি খাচ্ছে ফ্ল্যাটময়। নাতির সেই হুড়ুদ্দুমপনায় দাদু-দিদা দিব্যি পুলকিত, অথচ চিকুরের ওপর ক্ষোভটা যেন কিছুতেই মরছে না। কোনও মানে হয়?

বাইরে আজ চড়া রোদ্দুর। সকাল সাড়ে ন'টার পক্ষে যেন একটু বেশিই কড়া। ভাদ্র মাস পড়ার পর দু'-একদিন বৃষ্টি হয়েছিল, এখন আর সজল মেঘের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না তেমন। তাপের সঙ্গে গুমোটও বাড়ছে।

pathagar.net

বাসরাস্তা অবধি পৌঁছোতেই চিকুর ঘেমে-নেয়ে একসা। এরপর আবার অটোর লাইন, বেলগাছিয়া গিয়ে মেট্রো ধরা...

ময়দান স্টেশন নয়, আজ এসপ্ল্যানেডে নামল চিকুর। অফিসের কাজেই। নেতাজি ইন্ডোরে পর্যটনমেলা চলছে, আগে সেখানে যাবে। গ্লোব ট্র্যাভেলস স্টল নিয়েছে মেলায়, অস্থায়ী ছেলেমেয়েরা সামলাচ্ছে স্টল, তবু চিকুরকেও থাকতে হবে দুপুর পর্যন্ত। সকালের দিকটায় কর্পোরেট হাউসের লোকরা নানান খোঁজখবর নিতে আসে, মেলায় তাদের সঙ্গে বাতচিৎ চালানোটাই চিকুরের এবেলার কাজ। গতকাল বিকেলেও ছিল খানিকক্ষণ। আজকাল সাধারণ মানুষও যে কত কী জানতে আসে! কিছুদিন আগেও পুজোয় পুরী-হরিদ্বার, আগ্রা-রাজস্থান যাওয়াই ছিল বাঙালির রেওয়াজ, এখন টুকটাক বিদেশযাত্রারও ঝোঁক বাড়ছে। সিমলার বদলে সিঙ্গাপুর-ব্যাংকক, কিংবা মানালির জায়গায় মালয়েশিয়া। আরাকুর বদলে আফ্রিকা যাচ্ছে কেউ কেউ, বিশেষ করে মিশর। অবশ্য এতে চিকুরদেরই লাভ। পাসপোর্ট-ভিসা, এয়ার টিকিট, হোটেল বুকিং করে দিয়ে হুহু আয় বাড়ছে গ্লোব ট্র্যাভেলসের। দেখেশুনে চিকুরের মনে হচ্ছে, এবার নিজের একটা ট্র্যাভেল এজেন্সি খুলে ফেললেই হয়। পকেটে রেস্ত নেই, এটাই যা বড় সমস্যা।

নেতাজি ইন্ডোরে পৌঁছে চিকুর দেখল মেলা তখনও জমেনি। কাউন্টারে বসে থাকতে থাকতে ভিড় বাড়ল ক্রমশ। ব্যবসায়িক কথাবার্তা বলতে আসছে সুবেশ লোকজন। গ্লোব ট্রাভেলসের নানান স্কিম সম্পর্কে প্রশ্ন জুড়ছে। দরাদরি চলছে ডিসকাউন্ট নিয়ে। সাড়ে এগারোটা নাগাদ সুজয় কুণ্ডুও হাজির। চিকুরের পাশে চেয়ার টেনে ল্যাপটপ খুলেছে। বুকিং হল একটা-দুটো, বুকিং-এর সম্ভাবনা তৈরি হল গোটা পাঁচেক।

এতেই সুজয় মোটামুটি খুশি। দেড়টা নাগাদ চিকুরকে বলল, চলো, এবার অফিস ফেরা যাক।

যে-কোনও মেলাতেই এক ধরনের জাদু আছে। চিকুরের এক্ষুনি এক্ষুনি যেতে ইচ্ছে করছিল না। বলল, আর একটু থাকা যাক না, সুজয়দা।

লাভ কী? এরপর তো শুধুই আমজনতা। চোখ গোল গোল করে কৌতূহল দেখাবে, কিছু কাগজ নিয়ে যাবে, ব্যস ওতেই তাদের দৌড় খতম। একশোটার একটা মেটিরিয়ালাইজ করে কিনা সন্দেহ।

pathagar.net

চিকুর হাসতে হাসতে বলল, তা হলে গ্লোব ট্র্যাভেলস এসেছে কেন?

সকালটুকুর জন্যে। ওইটুকু সময়েই তো বিজনেস। অল্প ঝঞ্ঝাট, মোটা দাঁও। প্লাস, আমাদের অ্যাডটাও হয়ে যাচ্ছে। মার্কেটে নামটা আরও ছড়াতে হবে তো।

অগত্যা উঠতেই হয়। চলেছে ক্যামাক স্ট্রিট। সুজয় কুণ্ডুর গাড়িতে। মেয়ো রোডের মুখে এসে সহসা মারুতি নিশ্চল। লম্বা মিছিল যাচ্ছে রাজপথ বেয়ে।

সুজয় গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিল। স্টিয়ারিং-এ আঙুল ঠুকতে ঠুকতে বলল, নেক্সট উইকে আমাকে একবার মুম্বই যেতে হবে।

চিকুর মিছিলটা দেখছিল। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, কবে যাচ্ছেন?

টিউসডে।... একটা ভাল ওপেনিং পেয়েছি। জেমসন ট্র্যাভেলস আমাদের সঙ্গে একটা কোলাবরেশনে আসতে চায়। কেসটা বুঝছ তো? অফিশিয়ালি আমরা জেমসনের পার্টনার হয়ে বুকিং নিতে পারব।

এ তো গ্র্যান্ড নিউজ!

দাঁড়াও, আগে সাত মন তেল পুড়ুক...। ওদের কিছু প্রি-কন্ডিশন আছে। ডিসকাস করে দেখি আমাদের ফেভারে কতটা আনতে পারি। ...বাই দ্য বাই, ভাবছিলাম তোমাকেও নিয়ে যাই।

আমি গিয়ে কী করব?

সঙ্গে একটা ফেমিনিন জেন্ডার থাকা ভাল। সেদিক দিয়ে তুমি একটা গুড চয়েস। তোমার ফিগারটা চমৎকার, দারুণ একটা সেক্স অ্যাপিল আছে... লজ্জাবতী লতাও নও, কম্প্রোমাইজিং সিচুয়েশন এলে ঘাবড়াবে না...

চিকুর ভয়ানক চমকেছে, মানে?

দুনিয়াটাকে তো চেনো, এখানে নাথিং কামস ফ্রম নাথিং। মিছিল ফুরিয়েছে, নড়ে উঠেছে গাড়িঘোড়া। সুজয় গাড়ির ইগ্‌নিশন অন করল, কিছু না-দিলে এখানে কিস্যু মেলে না।

চিকুর ঠান্ডা গলায় বলল, গ্লোব ট্রাভেলস কী উপঢৌকন দিতে চায় জেমসনকে? একখানা আস্ত চিকুর রায়?

ওভাবে ধরছ কেন? এটা একটা সিম্পল বিজনেস প্রোপোজিশন। সুজয় গাড়ির গতি বাড়াচ্ছে, তোমার তো প্রবলেম থাকার কথা নয়। ইউ আর অলমোস্ট আ ফ্রি বার্ড। যত দূর শুনেছি, তুমি আর হাজব্যান্ডের সঙ্গে থাকো না...

pathagar.net

তো?

ওটা তোমার অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ। হোয়াই ডোন্ট ইউ অ্যাভেল ইট? টাকা কিংবা কানেকশনের মতো বডিও একটা অ্যাসেট, রায়। প্রয়োজনে ইউজ করতেই পারো। তার জন্য তুমি যথাযথ রেমিউনারেশনও পাবে।

কী ভয়ানক নির্বিকার উচ্চারণ! যেন মনেই হয় না এটা কোনও কুপ্রস্তাব। নাফা আর কামাই ছাড়া সুজয় কুণ্ডু কি কিচ্ছু বোঝে না?

চিকুর আরও শীতল গলায় বলল, সরি সুজয়দা। শরীর নিয়ে আমার কোনও হ্যাংকিপ্যাংকি নেই। আপনি কী শুনেছেন জানি না, বাট আই হ্যাভ মাই ওউন লাইকস অ্যান্ড ডিজলাইকস। ভাড়া আমি খাটি না।

চোখ ঘুরিয়ে ঝলক চিকুরকে দেখল সুজয়। একইরকম সহজ সুরে বলল, শিয়োর?

সন্দেহ আছে?

নাহ্। অফারটা ভাল ছিল, তাই বলছিলাম।... এনিওয়ে, অফিসে ব্যাপারটা ডিসক্লোজ করার দরকার নেই। জাস্ট ভুলে যাও।

চিকুর ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারছিল না লোকটাকে। আশাহত হয়েছে কি? নাকি ক্ষিপ্ত? তীব্র চোখে সুজয়কে একটুক্ষণ দেখে নিয়ে বলল, আমি কি তা হলে রিজাইন করব?

কেন? এতক্ষণে যেন বিস্ময় জেগেছে সুজয়ের, তুমি যথেষ্ট এফিশিয়েন্ট। আমি তোমাকে একটা প্রোপোজাল দিয়েছিলাম, তোমার স্যুট করল না, ম্যাটার এন্ডস্ দেয়ার। বললাম তো, জাস্ট ফরগেট ইট।

বললেই কি মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যায়? একদিকে লোকটা চিকুরকে যোগ্য কর্মী হিসেবে মনে করে, আবার চিকুরের শরীরটাকে ব্যাবসার কাজে লাগাতে চায়... আশ্চর্য, এ কেমন দ্বিচারিতা? কাজের জগতে নারী-পুরুষ সমান বলে ঘোষণা করার ভণ্ডামিই বা কেন?

সুজয় আর কথা বলছে না। চিকুরও নিশ্চুপ। অফিসে এসে সুজয় ভাবলেশহীন মুখে দিব্যি কাজে বসে গেল। কী একটা লিস্ট মেলাচ্ছে যোগরাজকে ডেকে। চিকুরের মেজাজ আরও তিতকুটে হয়ে যাচ্ছিল। আর কি তার এক মুহূর্ত সুজয়ের অফিসে কাজ করা উচিত? আজই রেজিগনেশন দেবে? এক্ষুনি? তবে আর একটা চাকরি না-খুঁজে নিয়ে...। কুটুসের পিছনে

ভালই খরচা আছে, উপল মাস মাস টাকা দিতে চেয়েছিল, নিতে রাজি হয়নি চিকুর, এখন একেবারে বেরোজগেরে হয়ে গেলে বাবার ওপর বাড়তি চাপ পড়বে না কি? তা ছাড়া অন্য চাকরির পরিবেশ গ্লোব ট্র্যাভেলসের থেকে উন্নততর হবে, ভাবারও তো কোনও কারণ নেই। তা হলে?

যোগরাজ নিজের টেবিলে গেছে। সুজয় এবার সরিতাকে নিয়ে পড়েছে। কেজো স্বরে নির্দেশ ছুড়ল, তুমি তা হলে এখন মেলায় চলে যাও। ওখানে গ্লোব ট্র্যাভেলসের একজন প্রেজেন্ট থাকা দরকার।

সরিতা কাঁচুমাচু মুখে বলল, আমাকে কি এন্ড অবধি...?

থাকো না। রাত আটটা কী এমন গভীর নিশীথ? আজ তুমি যাচ্ছ, কাল সেকেন্ড হাফে রায়কে পাঠাব।

চিকুর আর সরিতাকেই কেন মেলায় ঠেলে সুজয়? কেন যোগরাজ, জয়ন্ত, দীপন নয়? ব্যাবসা...?

এভাবে ভাবতে মোটেই অভ্যস্ত নয় চিকুর। একটু আগেও কথাটা মনে হয়নি। কিন্তু এখন চিন্তাটা ঝাং-ঝাং ডাঙস মারছে মাথায়। চোয়াল শক্ত হচ্ছিল চিকুরের, ফুলছে নাকের পাটা।

কে যেন চিকুরকে দিয়ে খসখস পদত্যাগপত্রটা লিখিয়েই নিল। সটান পাঠাল সুজয়ের টেবিলে। গুমগুমে গলা বেজে উঠেছে, এটা রাখুন।

কী? কী এটা?

কাল থেকে আমি আর আসছি না।

চকিতে সুজয় চোখ চালিয়ে নিল অফিসে। কেউ সেভাবে খেয়াল করছে না দেখে বুঝি নিশ্চিন্ত হয়েছে। নিচু গলায় বলল, কুল, কুল। ঝোঁকের মাথায় ডিসিশন নিয়ো না। বাড়িতে গিয়ে ভাবো। তার পরেও যদি ইচ্ছেটা থাকে...

চিকুর সিদ্ধান্ত বদলায় না। আমার টাকাপয়সা কবে পাব?

তা হলে তুমি ছাড়বেই? সুজয়ের মুখেচোখে ফের নির্লিপ্তি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, নেক্সট উইকে এসে নিয়ে যেয়ো।

হোয়াই পরের সপ্তাহ? কাল কেন নয়? একটা লোকের মাইনে হিসেব করতে কতক্ষণ সময় লাগে?

এটা অফিস, রায়। এখানে কিছু নিয়ম ডেকোরাম আছে।

pathagar.net

আপনি ডেকোরাম মানেন? চিকুরের গলার পারদ চড়ে গেল, আমি কালই চাই। ঠিক বারোটায় আসব। যেন রেডি থাকে।

চিকুরের আকস্মিক রুদ্রমূর্তিতে বেজায় ঘাবড়েছে সুজয়। আমতা আমতা করে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কর্ণপাত না করে চিকুর দুপদাপিয়ে নিজের টেবিলে। হাঁ করে তাকে দেখছে যোগরাজ-জয়ন্তরা, তোয়াক্কাই করল না। ব্যাগ কাঁধে তুলে হনহন হাঁটা লাগিয়েছে।

লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড়ে এসে থামল চিকুর। জোরে জোরে দম নিচ্ছে। বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ির যান্ত্রিক ধ্বনি, নাগরিক কোলাহল, কিছুই যেন তার কানে যাচ্ছে না। রোদ ঝলসানো দুপুর সহসা পাঁশুটে। একটা গনগনে বাতাস যেন জ্বলিয়ে দিচ্ছে ভেতরটা। ফুসফুসে খানিকটা হাওয়া টেনে নিয়ে আবার চলেছে অশান্ত পায়ে। ভূগর্ভের স্টেশনে নেমে পায়চারি করছে এদিক ওদিক। ঘনঘন তাকাচ্ছে ঘড়ির দিকে। ওফ্, ট্রেন আসে না কেন?

এরকমই হয় চিকুরের। মাথায় রোখ চাপলে কেমন পাগল পাগল লাগে। ওই নিরাবেগ স্বার্থসর্বস্ব সুজয় কুণ্ডুকে ঠাসঠাস ক'টা চড় কষাতে পারলে কি শান্তি হত?

বাড়ি ঢুকে মেজাজ আরও খাট্টা হল চিকুরের। সোফায় কল্যাণ। বিশ্রী ছ্যাদাব্যাদা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে লাদাখ অভিযানের রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত শোনাচ্ছে শাশুড়িকে। টেবিলে শূন্য পেয়ালা-পিরিচ, খাবারের খালি প্লেট।

বসার কোনও প্রশ্নই নেই, চিকুর ঘরে ঢুকে গেল। সেখানে আর এক দৃশ্য। স্কুল ইউনিফর্ম পরা ফুল খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে। ফুলের মাথার পাশে কুটুস, হাতে একখানা খোলা চিপ্‌সের প্যাকেট। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে কুটুস নিরীক্ষণ করছে দিদিকে।

মাকে দেখামাত্র কুটুসের গম্ভীর ঘোষণা, দিদি কাঁদছে।

ভুরুতে মোটা ভাঁজ পড়ল চিকুরের। প্রশ্ন ঠিকরে এল, কেন?

দিম্মা দিদিকে ডাকছে। দিদি যাবে না। দিম্মা তাই দিদিকে বকল।

হঠাৎই তড়াক উঠে বসেছে ফুল। চেটোর উলটো পিঠে চোখ মুছে ফুঁপিয়ে উঠল, কেন আসে বাবা? কেন আসে?

pathagar.net

পথের সময়টুকু বুঝি সামান্য শিথিল করেছিল স্নায়ু, পলকে চিকুর ফের ছিলে-ছেঁড়া ধনুক। এক মুহূর্তও ভাবল না, ব্যাগ বিছানায় ছুড়ে বেরিয়ে এসেছে। কোমরে হাত রেখে খর গলায় বলল, কবে ফিরলে?

কল্যাণ কথা থামিয়ে ঘুরে তাকিয়েছে। হেসে বলল, এই তো, গত সপ্তাহে।

তারপর ক'টা দিন জিরিয়ে-টিরিয়ে মেয়েকে দেখতে আসার বাসনা জাগল। তাই তো?

যা বলেছ। চিকুরের ব্যঙ্গ বোঝেনি কল্যাণ। হাসিমুখেই বলল, এবার যা স্ট্রেন গেল! একটা ডেঞ্জারাস রুট নিয়েছিলাম তো! মিলিটারিদের ম্যাপ জোগাড় করে সেই ধরে ধরে এগোনো...। গত বছর যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, এবারও তো সেখানে তুষারঝড়। আমরা অবশ্য ঘাবড়াইনি। এক্সট্রা ঝুঁকি নিয়ে পয়েন্টটা ক্রস করে গেছি। তিন-চারটে স্পটে আইস লেয়ার খুব পাতলা ছিল, লোকাল গাইডও এগোতে ভরসা পাচ্ছিল না। কিন্তু ওপথে মরার ভয় করলে তো চলে না। আফটার অল, একটা চ্যালেঞ্জ... জীবনমৃত্যুর পরোয়া করলে...

শুনছে, আর তাতছে। শুনছে, আর ব্রহ্মতালুর তাপ চড়ছে ক্রমশ। চিকুর নিজেকে রুখে রাখতে পারল না, রূঢ় স্বরে বলল, নিজেকে তুমি কী প্রতিপন্ন করতে চাও কল্যাণদা? দুঃসাহসী?

কল্যাণ ঠোক্কর খেয়েছে। তবু যেন জোর করে হাসিটা বজায় রাখল, আমি কি তাই বলেছি? তবে হ্যাঁ, দুর্গম রাস্তা পাড়ি দিতে সাহস তো একটু লাগেই।

ছাড়ো তো, বুলি কপচিও না। আমার কাছে শুনে রাখো, তুমি একটা কাপুরুষ। আস্ত ভিতুর ডিম। চিকুর ফেটে পড়ল, বউ মরে গেলে যাকে সংসার থেকে পালাতে হয়, সে আবার দুর্গম রাস্তা দেখাচ্ছে! সাহসের বড়াই করতে তোমার লজ্জা করে না? মেয়ের দায়িত্ব নেওয়ার ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকো, কোন মুখে বড় বড় গপ্পো ঝাড়ো?

আহ্, চিকুর? হতভম্ব শুভা এতক্ষণে ধমকে উঠেছে, কী হচ্ছে কী?

না। বলতে দাও। অনেক বছর ধরে এই ঢঙ সহ্য করছি, আজ পষ্টাপষ্টি কথা হয়ে যাওয়াই ভাল। কেন ওকে এত তোল্লাই দাও, অ্যাঁ?

pathagar.net

মুখখানা চুপসে গেছে কল্যাণের। বসে আছে ঘাড় হেঁট করে। মিনিট খানেক পর উঠে পড়ল। বেরিয়ে যাচ্ছে পায়ে পায়ে।

কল্যাণ দৃষ্টির আড়াল হতেই শুভা ফের সরব, তুই কি সকলের সঙ্গে অসভ্যতা করবি চিকুর?

যা বলেছি, বেশ করেছি। চিকুর এতটুকু নেভেনি। সমান তেজে বলল, কেন মনকে চোখ ঠারো মা? তুমিও কি ভেতরে ভেতরে কথাগুলো বলতে চাও না?

কক্ষনও না। কক্ষনও না। শুভা বুঝি ধরা পড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে, লোককে কথা শোনানোরও তো একটা ছিরিছাঁদ আছে। ছেলেটা তাও তো মেয়ের টানে টানে আসে, এর পর আর কি এ-বাড়ির ছায়া মাড়াবে?

দরকার নেই। অমন বাবা থাকাও যা, না-থাকাও তাই।

সে তুই যতই চেঁচা, ফুল কল্যাণেরই মেয়ে থাকবে।

মানি না। ফুল দিদির মেয়ে। আমরা ফুলকে মানুষ করছি। ফুলের ওপর কল্যাণদার কোনও অধিকার নেই।

ঝটিতি কোনও জবাব খুঁজে পাচ্ছিল না শুভা। অসহায় ক্ষোভে হিসহিসিয়ে উঠল, সম্পর্কগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে তুই যে কী সুখ পাস!

জুতসই উত্তর দেওয়ার আগে চিকুরের নজর গেছে কুটুসে। ঘর থেকে বেরিয়ে মা-দিদিমার বচসা গিলছে ছেলে। ফুঁসতে ফুঁসতে বাথরুমে ঢুকে গেল চিকুর। ছটাস ছটাস জল ছেটাচ্ছে চোখেমুখে। তাপিত চিত্ত একটুও শীতল হল কি? ফিরে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

শুয়ে আছে তো শুয়েই আছে। বিকেল গড়াচ্ছে, আলো কমছে, চিকুরের বিক্ষোভ স্তিমিত হচ্ছিল ক্রমশ। একটা অবসন্নতা যেন ভর করছে শরীরে। হাত-পা নাড়ার স্পৃহা নেই, চোখটুকু খুলতেও অনীহা। কেউ তাকে বুঝবে না? যে তাকে পেটে ধরেছে, সেও না?

মনোকষ্ট কারওকে উজাড় করে দিতে পারলে মানসিক বিষাদের ভার লাঘব হয়। এই মুহূর্তে মল্লারকে তো চিকুর একটা ফোন করতেই পারে। এমনকী উপলকেও। কিন্তু চিকুরের যা ধাত, মাথাতেই এল না পন্থাটা। এক সময়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে হাত লাগাল ঘরোয়া কাজে। ফুল আজ আর বেরোয়নি, কুটুসের সাইকেলও নিথর, ভাই-বোন টিভি চালিয়েছে

pathagar.net

নিচুগ্রামে। নিজেই তাদের জলখাবার বানাল আজ। কাজল আটা মাখছিল, দু'-চারটে কথা বলল তার সঙ্গে। শুভা ব্যালকনিতে স্থির বসে, তাকে চা দিয়ে এসে চিকুর বাবা-মা'র ঘরের টিভিটা খুলেছে।

রঙিন পরদায় বেস্‌বল। চ্যানেলটা ঘোরাল না চিকুর। অলস চোখে তাকিয়ে আছে। মুগুরের মতো একটা ব্যাট দিয়ে বল মারল এক খেলোয়াড়, মেরেই সাঁই সাঁই ছুটছে, স্টেডিয়ামে প্রবল উল্লাস, বিপক্ষ দলের একজন বল ছুড়ে দিল সহ-খেলোয়াড়কে, সবাই মিলে তাকে জড়িয়ে ধরল...। কী যে ছাই ঘটছে বোঝা দায়, তবু চিকুর তাকিয়েই আছে।

তখনই কুটুসের আবির্ভাব। হাতে চিকুরের মোবাইল শিস বাজাচ্ছে। কার ফোন দেখলই না চিকুর, সরাসরি কানে চেপেছে, হ্যালো?

কী রে, বেজে যায় কেন? ওপারে মঞ্জরীর গলা, কোথায় ছিলি?

এই তো, বাড়িতেই।

জলদি জলদি ইন করেছিস তো?

হুম। চাকরিটা আজ ছেড়ে দিলাম।

সে কী রে?... কেনওও?

পোষাল না।

গন্ডগোল হয়েছে কিছু?

এই মুহূর্তে বিশদ বিবরণে যেতে আগ্রহ বোধ করছিল না চিকুর। শুকনো স্বরে বলল, পরে শুনিস।

হুঁ।... আচ্ছা শোন, একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে। এই সপ্তাহে নয়, নেক্সট শনি-রবি। আমরা যাচ্ছি, অন্বেষা-সুরজিৎ...

অন্বেষা যাবে বেড়াতে? এখন?

ধুৎ, সবে তো তিন-সাড়ে তিন মাস চলছে।... অন্বেষাই তো প্রোপোজালটা দিল। এর পর তো একদম আটকে যাবে...

কোথায় প্ল্যান?

কাছাকাছি। শঙ্করপুর। দু'দিনের জন্য সমুদ্র।

সমুদ্রের নাম শুনেই দুলে উঠেছে চিকুর। আঃ ঢেউ... ঢেউয়ের পরে ঢেউ... ঢেউয়ের পরে ঢেউ...! কত যুগ যে সে এই বদ্ধ শহরে আটকে আছে! সেই কবে শান্তিনিকেতন গিয়েছিল, সাত-আট মাস আগে...

pathagar.net

আপন মনে চিকুর বলে উঠল, গেলে হয়।

হয়-টয় নয়, চল। সেদিন পূর্ণিমা থাকছে, ক্যালেন্ডারে দেখে নিয়েছি। সবে বর্ষা গেল, দারুণ লাগবে। তোর ছানাটাকেও সঙ্গে নিতে পারিস।

কুটুসকে নয় নেওয়া গেল, কিন্তু ফুল...? তাকে ফেলে শুধু কুটুসকে নিয়ে যাবে চিকুর? ফুলের খারাপ লাগবে না? আবার ফুল গেলেও সমস্যা। নির্ঘাত মদ-টদ চলবে, উলটোপালটা রঙ্গরসিকতা হবে... উঁহু, ফুল না-যাওয়াই ভাল। কুটুসও থাকুক। দুটো রাত কি কুটুসকে আগলাতে পারবে না মা?

কী অত ভাবছিস রে? ফের মঞ্জরীর গলা, আমরা কিন্তু রুম বুক করে ফেলছি। লাস্ট মোমেন্টে ডিচ করিস না যেন। তুই যা খেপি...

ফোন রেখে চিকুর চোখ বুজল। এক লহমায় মন চনমনে হয়ে গেছে। অফিস, সুজয় কুণ্ডু, কল্যাণ, সব যেন কোন ম্যাজিকে ভ্যানিশ।

শুধু একটা সমুদ্র দেখতে পাচ্ছিল চিকুর। দামাল ঢেউ, হলুদ সৈকত, বাতাসের আদরে কেঁপে কেঁপে ওঠা ঝাউবন...

pathagar.net

নয়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন গেটে দাঁড়িয়ে উপল চিনেবাদাম চিবোচ্ছিল। মাসখানেক আগে একখানা বই তুলেছিল সেন্ট্রাল লাইব্রেরি থেকে। বীথির কার্ডে। ভিক্টোরিয়ান যুগের প্রধান কয়েকজন কবির ওপর প্রবন্ধ সংকলন। শেষবেলায় বইটা ফেরত দিতে এসে কী ঝকমারি! বীথি আটকে দিল, কী যেন জরুরি দরকার, একটু অপেক্ষা করতে বলল উপলকে। মেয়েদের একটু যে পঁয়তাল্লিশ মিনিটও হতে পারে, তা এখন হাড়ে হাড়ে মালুম দিচ্ছে। জাবর কাটতে কাটতে চোয়াল টনটন, এবার না একটা-দুটো দাঁত খসে যায়।

এই জায়গাটায় খাড়া থাকার বখেড়াও কি কম? অনবরত লোকজন ঢুকছে, বেরোচ্ছে। ছেলেমেয়েরা তো মুহুর্মুহু। অনেকেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। অন্তত সেরকমটা যেন মনে হয় উপলের। চেনা কারও দেখা মিললে তো আরও ঝামেলা। এরই মধ্যে তিন তিনজনকে কৈফিয়ত দাখিল করতে হয়েছে। মেয়েদের দঙ্গল পাশ দিয়ে গেলে বুকটা শিরশির করে ওঠে। উপলকেই দেখে যেন খিলখিল করে হাসে মেয়েগুলো! কী অস্বস্তি, কী অস্বস্তি! কেন যে রাখালদার ক্যান্টিনে গিয়ে বসল না? ওখান থেকেই নয় উপলকে ডেকে নিত বীথি।

সামনের রাস্তায় ট্রাম দাঁড়িয়ে। একের পর এক। ওভারহেডে কারেন্ট নেই? নাকি বউবাজার মোড়ে কিছু ঘটেছে? কয়েক পা এগিয়ে উপল ট্রামগুলো গুনে ফেলল। মোট ন'টা। একসঙ্গে এতগুলো ট্রাম উপল কি আগে দেখেছে কখনও? একবার নোনাপুকুরের ট্রামগুমটিতে পেচ্ছাপ করতে ঢুকেছিল, তখন বোধহয়...। যাহ্, এত বেভুল হচ্ছে কেন, এসপ্ল্যানেডে গেলেও তো দেখা যায়। বেশি অপেক্ষা করলে কি মগজ ভোঁতা হয়ে যায় মানুষের?

ভাবনার মাঝেই বীথির ডাক, কী রে, ওদিকে চলে গেছিস কেন?

pathagar.net

উপলের গলায় মৃদু বিরক্তি ফুটল, এতক্ষণে তোর সময় হল?

কী করব, হঠাৎ ভিসি এসে গেলেন যে। ঘুরে ঘুরে কী যেন দেখছিলেন। সামনে দিয়ে কাট মারা যায়?

না-পারার কী আছে? তুই ইউনিয়ন করিস না?

সে তো একটা করতেই হয়। তবু...। নাকে নেমে আসা ঢলঢলে চশমাটা ঠিক করল কৃশতনু বীথি। কাঁধের ওপর যেমন তেমন ফেলা শাড়ির আঁচল গুছোতে গুছোতে বলল, নে নে, চল। আগে একটু চা খাই।

কী আর্জেন্ট কথা আছে বলছিলি?

তোর কি তাড়া আছে?

আমার আর কীসের তাড়া! তোকেই তো ট্রেন ধরতে হয়। ছ'টা একুশ... ছ'টা সাঁইত্রিশের গ্যালপ...

তাতেই তো বাড়ি ঢুকতে প্রায় আটটা। বীথি হাসল, চল না, চা খেয়ে শেয়ালদা পর্যন্ত...। হাঁটতে হাঁটতে বলা যাবে।

উপল আর আপত্তি করল না। আগেও এক-দু'দিন বীথির সঙ্গী হয়েছে সে, বাস ধরে নিয়েছে শেয়ালদা থেকে। ওখানে তাও বাস একটু ফাঁকা মেলে, এই রাস্তাটায় যা ভিড়।

সার সার দাঁড়ানো ট্রামের ফাঁক গলে মির্জাপুর স্ট্রিটের মুখে এল উপল। সঙ্গে প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে বীথি। ফুটপাথের দোকানটায় দাঁড়িয়ে চা নিয়েছে ভাঁড়ে।

অবলীলায় ফুটন্ত চায়ে চুমুক মেরে বীথি বলল, ভাইটাকে নিয়ে মাইরি জ্বলে যাচ্ছি।

সে কী করল আবার?

কিছুই করেনি, কিন্তু...। বীথির চওড়া কপাল খানিক কুঁচকে গেল, মনে হচ্ছে এবার একটা কিছু ঘটবে।

কী ঘটবে?

মারাত্মক কিছু। তোকে তো বলেছিলাম, দিনরাত পার্টিবাজি করে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়। কত বকেছি, আগে মন দিয়ে পড়াশুনোটা কর... নিজের পায়ে না-দাঁড়ালে কোথাও কল্কে পাবি না... ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। বলতে বলতে বীথির চা শেষ। ড্রামে ভাঁড় ফেলে পেটমোটা ব্যাগ খুলে বটুয়া

pathagar.net

বার করল। দোকানদারকে গুনে গুনে তিনটে কয়েন দিয়ে ব্যাগের চেন আটকাচ্ছে। ফের বলে উঠল, গরিবের কথা বাসি হলে সত্যি হয়। এখন পড়েছে ফাঁদে।

কীরকম?

পার্টিতে তো এখন অনেক ফ্র্যাকশন। ভন্টু যে গ্রুপে আছে, অ্যাদ্দিন তাদেরই ছিল বোলবোলা। রিসেন্টলি ছবি গেছে বদলে। এখন অপোনেন্ট গ্রুপের কবজির জোর বেড়েছে। ব্যস, ভন্টুও সাইফার।

উপলেরও চা খতম। হাঁটা শুরু। চলতে চলতে উপল বলল, এতে অসুবিধের কী আছে? এবার আস্তে আস্তে পার্টি থেকে সরে আসুক।

চাইলেই বুঝি সরা যায়? ইয়ারদোস্তরা ধুনে দেবে না? একটা চলন্ত ঝাঁকামুটেকে পাশ কাটাল বীথি। ফের চশমা নাকে তুলে বলল, আসল প্রবলেমটা কী হয়েছে জানিস? অপোজিশন পার্টির ছেলেরা ওকে টার্গেট করে ফেলেছে। ভন্টু তো একটু জঙ্গি টাইপ ছিল, বেশ কিছু অ্যাকশন-ট্যাকশন করেছে... অতএব তাদের একটা আক্রোশ রয়েছেই ভন্টুর ওপর। শুনছি ওরা এখন ভন্টুকে অ্যাটাক করতে পারে। এদিকে পার্টির শেল্টারটাও আর নেই। বরং তাদেরই কেউ কেউ চাইছে, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খাক।

ও। উপল মাথা নাড়ল, এ তো সত্যিই ভারী বিপদের সংবাদ।

গভীর, গভীর বিপদ। ভন্টুও এখন খুব নার্ভাস, পারতপক্ষে বাড়ি ছেড়ে নড়ে না। পাশের রেস্তরাঁ থেকে মোগলাই খানার গন্ধ আসছে, একটু যেন শুঁকল বীথি। ঠোঁট উলটে বলল, কী যে এখন করি ভেবে পাচ্ছি না।

কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে শেয়ালদা অভিমুখে। ঘরমুখো জনস্রোত দেখতে দেখতে উপল বলল, এক কাজ কর না, ভাইকে বারাসত থেকে কোথাও সরিয়ে দে।

কোথায় পাঠাব? কে আমার আছে বল?

পথের হট্টগোলে অর্ধেক কথা শোনা যায় না, তবু বীথির স্বরের বেদনাটুকু উপলকে ছুঁয়ে গেল। নাম-কা-ওয়াস্তে আত্মীয় পরিজন আছে বটে বীথির, জামশেদপুরে এক কাকা নাকি রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত, তবে কেউই সেভাবে খোঁজখবর রাখে না বীথিদের। পেপার মিলে চাকরি করত বীথির বাবা, বছর দশেক আগে কারখানার গেটে তালা ঝুলেছে। ভদ্রলোক

তারপর থেকে কিছুই আর করে উঠতে পারেনি। আত্মীয়স্বজনরাও মানে মানে সরে গেছে। সংসারের জোয়াল প্রায় তখন থেকেই বীথির কাঁধে। বীথিরই কাঁধে।

বীথি ফের বলল, সেইজন্যই বলছিলাম, তুই যদি একটু মেসোমশাইকে... ওঁর তো অনেক বড় বড় ক্লায়েন্ট, যদি ওঁর সুপারিশে ভন্টুর একটা চাকরি-বাকরি হয়...। সে যেমনই হোক। বয়-বেয়ারা-পিয়ন-ক্লার্ক...। যাতে কলকাতার কোনও মেসে-টেসে থেকে নিজের সংস্থানটুকু ও করে নিতে পারে...

প্রশান্ত রায়কে এই অনুরোধটুকু বোধহয় করাই যায়। পেশাগত স্বার্থহানির ব্যাপার তো নেই। মা ভাল মতোই চেনে বীথিকে, বাবার সঙ্গেও বোধহয় একবার আলাপ হয়েছিল, সুতরাং খুব অসুবিধে হবে না হয়তো।

উপল মাথা দুলিয়ে বলল, ঠিক আছে, দেখছি।

তুই আমার হয়ে একটু গেয়ে দিস। অসহায়া... বিপন্না...। বীথি হাসছে অল্প অল্প। আচমকা হাঁটা থামিয়েছে। পাশের তেলেভাজার দোকানটায় বিস্তর ভিড়, সেদিকে তাকিয়ে বলল, এক মিনিট দাঁড়া।

তুই এখন এসব খাবি নাকি? উপল নাক সিঁটকোল, আমি কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে তেলেভাজায় নেই।

আরে, এখানকার চপ জিভে লেগে থাকে।

থাকুক। তুই খা।

জমিদারের ব্যাটা! হি হি হাসল বীথি, আমিও আজ খাব না। মা'র জন্য নিয়ে যাব। মোচার চপ আর আমের চপটা মা বড্ড ভালবাসে।

ও।

আবার ঢাউস ব্যাগ খুলেছে বীথি। ভেতরে হাত ঢুকিয়েই মিনি আর্তনাদ, এমা, অফিসে টিফিনবক্সটা ফেলে এলাম! বলতে বলতে ব্যাগটা বাইরে থেকে টিপে টিপে দেখছে। ফের হাসি ফুটল, নাহ্, ছাতাটা ঢুকিয়েছি। মা'র আজ কপালটা খারাপ। ঠোঙায় তো নেওয়া যাবে না, চিপে-মিশে ছ্যাতরা হয়ে যাবে।

আবার হনটন শুরু। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কোণে আঁস্তাকুড়টা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। রেলিং ধরে সার সার টাইপরাইটারের স্টল। কম্পিউটারের দৌলতে বেচারা

pathagar.net

টাইপিস্টদের এখন অন্ন যাওয়ার দশা, বেশির ভাগই টুলে-চেয়ারে ফাঁকা হাতে বসে। ঠুং ঠুং ঘণ্টি বাজিয়ে মাল আর মানুষ বইছে টানারিকশা। ঠেলা, রিকশা, গাড়ি, ট্যাক্সি, বাসের, গুঁতোগুঁতিতে তেমাথার মোড় জ্যামজমাট।

পূরবীতে বাংলা ছবি চলছে। মান অভিমান। ঘাড় বেঁকিয়ে একবার বাইরের পোস্টারটা দেখল বীথি। হঠাৎ প্রশ্ন জুড়েছে, তোর বউয়ের কী খবর? সলিউশন কিছু হল?

অতর্কিত জিজ্ঞাসায় উপল ক্ষণিক নীরব। চিকুরকে নিয়ে বীথির সঙ্গে খুব একটা আলোচনা হয় না বটে, তবে ব্যাপারটা বীথি জানে মোটামুটি। অবশ্য কুটুসের জন্মদিনের ঘটনাটা সম্পর্কে আদৌ অবহিত নয়। বীথি তো কোন ছার, উপল একটা বন্ধুকেও নেমন্তন্ন করেনি সেদিন। এবং তার পর থেকে পরিস্থিতি যে আরও ঘোরালো হয়েছে, এটা বীথিকে বলা কি উচিত হবে?

দায়সারা গোছের জবাব দিন উপল, একই অবস্থা। যে যেখানে দাঁড়িয়ে।

এবার একটা ব্যবস্থা নে। অনেক দিন তো হয়ে গেল। দু'জনেই জেদ ধরে বসে থাকলে চলে? একজনকে একটু কম্প্রোমাইজ করতে হয়। তা ছাড়া তোর বউ যা চাইছে, সেটা তো এমন কিছু হাতিঘোড়া নয়। আলাদা সংসার করতে চাওয়ার হক তার আছে বইকী। বিশেষ করে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে যখন মিলমিশ হচ্ছে না...

তা হয় না রে। বাড়ি আমি ছাড়তে পারব না।

না-পারার কী আছে? বাবা-মা দুঃখ পাবে? রেগে থাকবে? কদ্দিন? দু'মাস, চার মাস, ছ'মাস, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। বরং দেখবি, যে বউয়ের সঙ্গে তোর বাবা-মা'র পটছে না, তাদের মধ্যেই রিলেশনটা অনেক নর্মাল হয়ে গেছে। তুই আছিস, ফুটফুটে একটা নাতি রয়েছে... চাইলেই কি মাসিমা মেসোমশাই দূরে সরে থাকতে পারেন?

দু'পক্ষের জেদকে তো চেনে না বীথি! না এ এক পা নড়বে, না ও এক পা পিছোবে। উপল কি চেষ্টা কম করল? লাভ হল কিছু?

মলিন হেসে উপল বলল, তুই সবকিছু বড় সরল করে ভাবিস।

জীবনটা তো সরলই রে। আমরাই পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জটিল করে তুলি।

pathagar.net

বলেই বীথি হঠাৎ এক আজব প্রশ্ন হেনেছে, আচ্ছা, এমন নয় তো, তুই নিজেই আর বউকে নিয়ে ঘর করতে চাস না?

উপল পলকের জন্য বিমূঢ়। পর মুহূর্তে হেসে উঠছে, যাহ্, কী যা তা বলছিস! আমি তো... চিকুরের সঙ্গে...

মনকে ভাল করে প্রশ্ন করে দ্যাখ। অনেক সময়ে তো আমরা নিজেরাই নিজেদের চিনতে পারি না। ঠিক কি না?

উপল কাঁধ ঝাঁকাল, কী জানি। হবেও বা।

হবেও বা নয়, হয়। জোরে জোরে মাথা নাড়িয়ে নিজেকে সমর্থন জানাল বীথি। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সামনে ছাত্রদের জমাট জটলা, ঠেলেঠুলে তাদের গলে এল। ফুটপাথে উঠে বলল, এই আমাকেই ধর না। সংসারটা যে টানছি... টেনেই চলেছি... বোনটার বিয়ে দিলাম, ভাইকে নিয়ে চুল ছিঁড়ছি... বাবা-মা তো আছেই... একে ডাক্তার দেখানো, ওকে চপ খাওয়ানো... এর সবটাই কি প্রাণের টান? নিজেকে মহৎ দেখানোর লোভ নেই? যতই ভাবি এটা কর্তব্য, লোকে ধন্য-ধন্য করলে গর্ব হয় না? কেন হয় বল?

উপল হাসতে হাসতে বলল, তুই তো আজ হেভি হেভি ডায়ালগ ঝাড়ছিস রে!

না রে, এক-এক সময়ে এরকম মনে হয়। সত্যি।

হুম।... এবার আমি একটা অ্যাডভাইস দেব? শুনবি?

কী?

তুই একটা বিয়ে করে ফেল। যা জ্ঞান আহরণ করেছিস... তোর সংসারতরণী তরতরিয়ে ছুটবে।

এই শুঁটকি বুড়ির দিকে কে তাকাবে রে ভাই?

এত আত্মনিন্দার বোধহয় প্রয়োজন নেই। বীথি খুবই রোগা বটে, বেমক্কা রকমের রোগা। গায়ের রংও বেশ খসখসে। তা বলে বীথিকে কি কুরূপা বলা যায়? মুখে একটা আলগা শ্রী আছে, গায়ে গত্তি লাগলে মোটেও মন্দ দেখাবে না।

একখানা গাম্ভীর্যের মুখোশ চাপিয়ে উপল বলল, বুড়ি-বুড়ি করছিস কেন? আমার যদি একত্রিশ চলে, রাফলি তোরও তো তাই।

pathagar.net

সেটা কম হল নাকি?

ধুৎ, আজকাল কত মেয়ে এই বয়সে পিঁড়িতে বসছে। গ্রিন সিগন্যাল দে, এক্ষুনি পাত্র খোঁজা স্টার্ট করব।

রক্ষে কর। বীথির চোখে কপট আতঙ্ক। উড়ালপুলের লাগোয়া জামাকাপড়ের দোকানগুলোয় হালকা ভিড়। পুজোর আর এক মাস মতো বাকি, কেনাকাটা চালু হয়ে গেছে। সেদিকে এগোতে গিয়েও বুঝি মত বদলাল বীথি। গতি সামান্য কমিয়ে ফুটপাথই ধরেছে আবার। চলতি কথার জের টেনে উপলকে লঘু ধমক দিয়ে বলল, ওই সব হাবিজাবি চিন্তা আমার মাথায় ঢোকাস না তো। বাপ-মা পুরো অনাথ হয়ে যাবে।

কেন রে? বিয়ে করলে কি বাপ-মা'র দায়িত্ব বওয়া যায় না?

ছাড় তো। সুখে না-হোক, স্বস্তিতে আছি। সেধে ভূতের কিল খাব কেন? উড়ালপুলের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে বীথি। চশমা চেপে বলল, যাক, কথায় কথায় এসে গেলাম।... তুই কিন্তু সিরিয়াসলি ভন্টুর কেসটা দ্যাখ।

টেনশন করিস না। উপল হাত তুলে আশ্বস্ত করল, কিছু একটা করা যাবে।

বুঝতে পারছি, তোকে আর একটা চাপে ফেললাম।... কী করব বল? দেখেছিস তো, সমস্যায় পড়লেই তোর কাছে যাই।

হয়েছে, হয়েছে। বেশি সেন্টু মারতে গেলে ওদিকে তোর ট্রেন ছেড়ে যাবে।

চিলতে হেসে জনারণ্যে মিশে গেল বীথি। বাঁয়ে ঘুরল উপল। রোল-ফ্রাই-চাউ-রুটি-পরোটা-কাবাবের ঘ্রাণ এড়িয়ে মির্জাপুরের বাস স্টপে এসেছে। পলকের জন্য মনে হল, বীথির বিয়ের ইচ্ছেটা বোধহয় এখনও মরেনি। পরক্ষণে মনে হল, বেশ আছে মেয়েটা। সারাদিন উদ্‌ব্যস্ত হয়ে ছুটছে, ট্রেন ধরে অফিস, ফের বাড়ি, তার মধ্যেই সতেরো রকম কাজের চিন্তা, একাই অষ্টভূজা হয়ে সামলাচ্ছে সবকিছু... উপলের মতো গালে হাত দিয়ে ভাবনাবিলাসের অবকাশই নেই। মুখটা অবশ্য একটু বেশিই চলে। তবে আজকাল আর যেন তত অসহ্য ঠেকে না উপলের। আবদ্ধ জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণীতেও এক মুঠো টাটকা বাতাসের স্বাদ পায় যেন। রণজয়ের মতো চালবাজি নেই, অন্য বন্ধুদের মতো উপলের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে

BanglaBook.org

বাঁকা বাঁকা কৌতূহল দেখায় না...। একা হয়ে যাওয়া উপলের মানসিক নির্জনতাও যেন ঘোচে খানিকটা। এটুকু প্রাপ্তিই বা মন্দ কী!

বাড়ি ফিরে, জলখাবার খেয়ে, উপল কাজে বসল। ক্লাস টেস্টের একগাদা খাতা, আজই না-হাত দিলে সোমবারের মধ্যে শেষ হবে না। পাঁচ-সাতটা খাতা দেখেই ধৈর্যে চিড়। কী যে সব লিখেছে, মাথামুন্ডু নেই! নোট পড়ে আন্দাজে আন্দাজে উগরে দেওয়ার পরিণাম। বানানেরও কী ছিরি। চসার লিখতে পারে না, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে 'ও'-এর জায়গায় 'এ'...! ছেলেমেয়েগুলো নাকি ইংলিশ অনার্স পড়ছে! এদের কেউ কেউ ভবিষ্যতে মাস্টার হবে! কী যে দিন আসছে!

গয়না বাজিয়ে ঘরে ঢুকেছে নন্দিতা। বোধহয় কোথাও গিয়েছিল, পরনে দামি তাঁতের শাড়ি। চোখেমুখে ধ্রুপদী বিরক্তি। ভাববাচ্যে জিজ্ঞেস করল, একটু কথা বলার সময় হবে?

কী কথা?

কলমটা আগে বন্ধ হোক।

অগত্যা খাতা দেখা শিকেয়। রোজই তো সকাল বিকেল ঠুসছে মা, এখন আক্রমণটা কোন রন্ধ্রপথে আসবে অনুমান করার চেষ্টা করল উপল। নতুন কোনও দোষ খুঁজে পেল কি চিকুরের? কিংবা চিকুরকে নিয়ে উপলের আহ্লাদিপনার কোনও নয়া নজির? নাহ্, ধরা মুশকিল। চিকুরের মতোই বুঝি দিনকে দিন আনপ্রেডিক্টেবল হয়ে উঠছে মা। দুর্বোধ্য এবং অনিশ্চিত।

উপল ঘুরে বসল, বলো?

আজ দুপুরে সুবল এসেছিল। সামনের সপ্তাহে ওকে আবার আসতে বলেছি।

কে সুবল?

আমাদের তাঁতি। পুজোয় নিয়মরক্ষের শাড়িগুলো যে দিয়ে যায়।

অ। ফুলিয়ার সেই চিজ? উপল সামান্য মজা করতে চাইল, যে তোমায় সারা বছর ধরে মুরগি করে?

আমার তো মুরগি হওয়ারই কপাল। নিজের ছেলে যার আপন হল না, বাইরের লোক তো তাকে পিষবেই।

উপল প্রমাদ গুনল। এবার মা ধাপে ধাপে চড়বে। প্রথমে হাহুতাশ,

pathagar.net

তারপর বক্রোক্তি, অবশেষে আক্রমণ। তাড়াতাড়ি উপল বলল, পয়েন্টে এসো।

হ্যাঁ, সোজাসুজি বলছি। নন্দিতা কর্মবাচ্যে নামল, গত বছর পুজোয় তোমার শাশুড়ির জন্য সুবলের কাছ থেকে একটা দামি ঢাকাই নেওয়া হয়েছিল। নিশ্চয়ই স্মরণে আছে?

মা কোত্থেকে কী কেনে, উপল থোড়াই জানে। তবে হ্যাঁ, অষ্টমীর দিন কুটুসকে আনতে গিয়ে ও-বাড়িতে শাড়ি-ধুতি-জামা দিয়ে এসেছিল বটে। মাথা চুলকে উপল বলল, হুঁ।

শুনে নাও, এ-বছর আমি আর কোনও দেওয়াথোয়ায় যাচ্ছি না। তোমার শ্বশুর, শাশুড়ি, কাউকে না। নন্দিতা কর্তৃবাচ্যে ঢুকেছে। খরখরে গলায় বলল, নেমন্তন্ন করা সত্ত্বেও যারা আমার নাতির জন্মদিনে আসেনি, তাদের সঙ্গে আমার কীসের সামাজিকতা!

আহ্, মেয়ে এল না বলেই ওঁরা...

সাওখুড়ি গেয়ো না। তাদের যদি মনে হত মেয়ে অন্যায় করছে, তা হলে অন্তত সেদিন আসত। নাতিটা তো তাদেরও, নয় কি? আসলে তারাই লাই দিয়ে দিয়ে মেয়েকে অতটা বাড়িয়েছে। বাপ-মা'র প্রত্যক্ষ প্রশ্রয় না-থাকলে কোনও মেয়ে অত ট্যাঁটা হয়? সৎ শিক্ষা দিতে পারেনি বলেই...

উপল বুঝে গেল, আজকের নিশানা চিকুরের বাবা-মা। এখন টুঁ শব্দ করা মানেই বিপদ ডেকে আনা।

যুক্তির দিক দিয়ে মা'র শাড়ি-টাড়ি না-পাঠানোর সিদ্ধান্ত একেবারেই বেঠিক নয়। কিন্তু মা তো যুক্তি মেনে করছে না, প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত হয়ে আছে। চিকুরকে না ধরতে পারি, তো চিকুরের বাবা-মাকেই সই। শাড়ি আর এক সেট ধুতি-পাঞ্জাবি না-দিলে তাদের যে কিস্যুটি যাবে আসবে না, এ এখন মাকে বোঝাবে কে! এ যেন দরজা ভাঙতে না-পেরে দেওয়ালে ঘুসি মেরেই সুখ!

উপল নিরীহ মুখে বলল, দ্যাখো, তুমি যা ভাল বোঝো।

তোমার সায় আছে, কি নেই?

উপল কৌশলে উত্তর দিল, আমি কেন আপত্তি করব?

তোমার ত্যাঁদোড় বউকে বলে দিয়ো, তার বাবা-মাও যেন চঙ করে কিছু না পাঠায়। দিলে টান মেরে রাস্তায় ফেলে দেব।

pathagar.net

উপল মনে মনে বলল, তাদের বয়ে গেছে পাঠাতে। মুখে বলল, হ্যাঁ, জানিয়ে দেব।

আমার নাতির জন্য তো আমি যা কেনার কিনব। তোমার শালির মেয়েকে কিছু দেওয়া উচিত বলে তোমার মনে হয়?

এতক্ষণে মা'র জন্য ভারী মায়া হল উপলের। পুজোয় সকলকে কিছু না-কিছু দেওয়া মা'র প্রিয় ব্যসন। বিশ বছর আগে কাজ ছেড়ে দেওয়া ড্রাইভারেরও মা'র কাছে যেন কিছু প্রাপ্য থাকে, এসে নিয়ে যায় এ সময়ে। হাতে করে না-দিতে পারাটাও যে মাকে কী পরিমাণ দগ্ধাচ্ছে, উপল যেন টের পাচ্ছিল। কিন্তু মা'র প্রশ্নে হ্যাঁ কিংবা না বলা এখন শক্ত কাজ। কোন উত্তরে কী প্রতিক্রিয়া হবে, তা নিরুপণ করা শেক্সপিয়ারেরও অসাধ্য।

সতর্কভাবে উপল বলল, সে তোমার ইচ্ছে মা।

হুম।

নন্দিতা গুম হয়ে রইল একটুক্ষণ। ছেলেকে জমিয়ে ধ্যাতানো গেল না বলে একটু যেন উসখুস করছে। গোমড়া মুখে বেরিয়েও গেল। সম্ভবত পরে আবার পাকড়াও করবে।

মা নয়, ধরল বাবা। রাতে খেয়ে এসে একখানা বই নিয়ে সবে তখন আধশোওয়া হয়েছে উপল। চেম্বার সেরে ওপরে আসার পর সিনেমার কমল মিত্রর পোশাকে নিজেকে মুড়ে ফেলে প্রশান্ত রায়। আজও পরনে ড্রেসিং গাউন, হাতে পাইপ। জলদগম্ভীর স্বরে বলল, তোমাকে একটা খবর দেওয়ার ছিল।

উপল ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছিল। বলল, কী?

গৌতম তোমার কলেজের সেই ভদ্রলোকের জামাইয়ের হয়ে প্রোমোটারকে নোটিস পাঠিয়ে দিয়েছে। যদি কাজ না-হয়, তা হলে কিন্তু মামলায় যেতে হবে। তুমি ওদের তৈরি থাকতে বোলো।

বাবা যেন আজকাল কমল মিত্রর সংলাপ প্রক্ষেপণও নকল করছে! উপল সুবোধ বালকের মতো ঘাড় নাড়ল, কালই বলে দেব।

আমি কিন্তু ওদের কাছ থেকে কোনও ফি নিইনি। তবে গৌতম বোধহয় কিছু পাবে।

বাবাকে কি ধন্যবাদ দেওয়া উচিত? বেশি কেতাবি হয়ে যাবে না? উপল মৃদু গলায় বলল, নো প্রবলেম। ওরা মিটিয়ে দেবে।

pathagar.net

হুম। বাঁ হাতে পাইপ ধরে অল্প টান দিল প্রশান্ত, যাক গে, যে কারণে তোমাকে ডিস্টার্ব করতে আসা।... তুমি কী ডিসাইড করলে?

বীথির প্রসঙ্গটা পাড়বে ভাবছিল উপল, ভরসা পেল না। বাবার স্বরে একটা বিপদের গন্ধ। অস্ফুটে বলল, কী ব্যাপারে?

রিগার্ডিং ইয়োর বেয়াড়া বউ। তোমার কি মনে হয় না, তার সঙ্গে এখনও রিলেশন রাখা এ-বাড়ির মানসম্ভ্রমের পক্ষে যথেষ্ট হানিকর? এবং তোমার মর্যাদাও তাতে বাড়ছে না?

উপল নিশ্চুপ।

কীভাবে ব্যাপারটা ওয়ার্ক আউট করা হবে, সেটা তোমরা দু'জনে বসে ঠিক করে নিতে পারো। মিউচুয়াল হলেই তার পক্ষে মঙ্গল। নইলে তার এগেনস্টে কিন্তু অনেক চার্জ আসবে। মানসিক নির্যাতন, ইনসোলেন্ট বিহেভিয়ার...। অ্যাডাল্টারি প্রমাণ করাও আমার পক্ষে কঠিন নয়। অ্যাটলিস্ট, তার নৈতিক চরিত্র যে ডাউটফুল, এটা তো এস্টাব্লিশ করাই যায়। কোর্টে গাদা গাদা বয়ফ্রেন্ডদের যখন একের পর এক ডাকা হবে... বুঝতে পারছ তো, শি উইল হ্যাভ এ ভেরি টাফ টাইম। ফাইনালি... ওর চরম অভব্যতার জন্য ওকে একটা লেসনও তো দেওয়া উচিত। স্বেচ্ছাচারিতা করে পার পেয়ে যাবে সে?

উপলের গলা শুকিয়ে এল, কী করবে, বাবা?

কুটুস উইল বি ইন ইয়োর কাস্টডি। আমাদের বাড়িতে থাকবে। ফিনানশিয়াল অ্যান্ড মরাল, দুটো গ্রাউন্ডই মাদারের এগেনস্টে যায়।

উপল কোনওমতে বলল, এসব কি খুব জরুরি, বাবা?

হয়তো জরুরি হত না, কিন্তু সে যে অপমানটা আমাদের করল...। দপ করে জ্বলে উঠতে গিয়েও প্রশান্ত রায় সংযত হয়েছে। এক পা, এক পা করে এগিয়ে এল ছেলের কাছে। পাশে বসেছে। হঠাৎই উপলের কাঁধে হাত রেখে বলল, বাবুন, আমারও খুব খারাপ লাগছে রে। তবে যা যা বললাম, কিছুই তোর ইচ্ছের বিরুদ্ধে হবে না। নাউ ইটস ইয়োর টার্ন। মনকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ তোর মন কী চায়।

বীথিও অবিকল এই কথাই বলছিল না আজ? কী চায় উপলের হৃদয়? চিকুরের সঙ্গে থাকতে? ডিভোর্স যদি সত্যিই ঘটে, চিকুরের জেদই কি শুধু দায়ী হবে? প্রশান্ত-নন্দিতার চাপটাকেও অবশ্য তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়।

pathagar.net

কিন্তু উপল যে রায়বাড়ি ছাড়তে পারল না, সেটাও কি একটা বড় কারণ নয়?

কেন পারল না সে? নিজেকে খুঁড়ছিল উপল। না, নিজেকে এতদিন সে মিথ্যে বলে এসেছে। চিকুরকে নিয়ে আলাদা করে সংসার গড়তে সে ভয় পায়। আর্থিক কারণে নয়। বাবা-মা'র ওপর পিছুটানেও নয়। তাদের ক্রোধের সম্মুখীন হবে বলেও নয়। এ এক অন্য ভয়। আলাদা আতঙ্ক। দলমার জঙ্গলে দেখা সেই চিকুরই যেন গেঁথে দিয়েছে ভয়টাকে। যেন মনে হয়, চিকুর একদম গ্রাস করে নেবে তাকে। পুরোপুরি অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে সে। অথচ চিকুর থাকবে উচ্ছল, যার সঙ্গে যেমন খুশি মিশবে, আর ঈর্ষায় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েও টুঁ শব্দটি করার ক্ষমতা থাকবে না উপলের। রায়বাড়ির পাঁচজনের মাঝে ওই মায়াবিনী তাও খানিকটা বশে থাকে, কিন্তু প্রতিনিয়ত সে আর চিকুর, চিকুর আর সে, কুটুস তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়...!

নিজেকে দেখে উপল শিউরে উঠছিল। কান্না পাচ্ছিল উপলের। কেন সে চিকুরকেই ভালবাসল? কেন একটা বীথি-টিথি গোছের কাউকে নয়?

রাত্তিরে উদ্ভট এক স্বপ্ন দেখল উপল। ছায়া ছায়া জঙ্গলে চিকুর দাঁড়িয়ে আছে। উদোম। টোপর পরা বর-বেশী উপল পায়ে পায়ে তার দিকে এগোচ্ছে। কাছে যেতেই হি হি হেসে চিকুর তাকে জড়িয়ে ধরল। আস্তে আস্তে প্রকাণ্ড হয়ে যাচ্ছে চিকুরের দেহ, শাল মহুয়ার জঙ্গল ছাপিয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেল। চিকুরের শরীরের চাপে উপল ক্রমশ ছোট হচ্ছে, আরও ছোট... আরও...

উপলের ঘুম ভেঙে গেল। ঢকঢক জল খেল অনেকটা। বাকি রাতটা আর চোখ বুজতে পারল না।

pathagar.net

দশ

মোবাইলে সংকেত পেয়ে আবাসনের গেটে নেমে এল চিকুর। অন্বেষাদের গাড়ি ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। স্টিয়ারিং-এ সুরজিৎ, পাশে মল্লার। কী আশ্চর্য, সেও যাচ্ছে নাকি?

প্রশ্নের আগেই মল্লারের তুরন্ত জবাব, ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নিলাম। শৈবাল বলল স্পটটা নাকি দুর্দান্ত...

কাল রাত্তিরেও মঞ্জরীর সঙ্গে কথা হল, তখন তো কিছু বলল না?

তুই কি একাই আমাদের সারপ্রাইজ দিতে পারিস? মঞ্জরী কলকল করে উঠল, কেমন চমকেছিস বল?

এইট সিটার গাড়ির মাঝের একাংশ ভাঁজ করে বসেছে অন্বেষা, মঞ্জরী, পিছনে শৈবাল। কিটব্যাগ নিয়ে চিকুর তৃতীয় সারিতে উঠল। গেট টেনে দিয়ে মল্লারকে জিজ্ঞেস করল, তুমি বুঝি আগে যাওনি শঙ্করপুর?

উঁহু, দিঘা গেছি বার তিনেক। ওদিকটায় ঢুঁ মারা হয়নি।

তা হলে ভালই লাগবে। শান্ত, সুন্দর, ভিড়ভাট্টা নেই...

ফাঁকা রাস্তা পেয়ে সুরজিৎ স্পিড তুলেছে গাড়ির। পলকা মন্তব্য পাঠাল, বেচারার পুরো এনজয়মেন্ট হবে না। কাল সকালেই তো ব্যাক করছে।

কেন? কেন?

মল্লার বলল, আজ অফ-ডে'টা ইউটিলাইজ করে নিচ্ছি। কাল ডুব দিলে বস গলা কেটে নেবে।

এক দিনটা বড্ড কম।... তবু সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং। তাই না শৈবাল?

এখনও চোখের পাতা ভারী হয়ে আছে শৈবালের। যেন তাকে জোর করে তুলে আনা হয়েছে। হাই তুলতে তুলতে বলল, অফ কোর্স।... কিন্তু

pathagar.net

তুমি এখানে এন্ট্রি নিলে কেন ভাই? তোমার সখীদের সঙ্গে গাদাগাদি করো না। প্ল্যান করছিলাম, এখানে একটু লম্বা হব...

অ্যাই নো ঘুম, নো ঘুম। অন্বেষা হল্লা জুড়ল, আমরা এখন সবাই মিলে গান গাইব।

এই ভোরে? কিন্তু আমার তো ভৈরবীটা আসে না!

রাসভ রাগিণী ছাড়া কোনটা আসে তোমার? মঞ্জরীর ফোড়ন, চিকুর গাইবে, আমি গাইব...

চিকুর বলল, এখন থাক না। সকালটাকে একটু দেখি।

তা দেখার মতোই সকাল বটে। শরতের আকাশ ঝকঝক করছে। যেন নীল পালিশ বুলিয়ে দিয়েছে কোনও অদৃশ্য জাদুকর। একটা-দুটো কচি মেঘ ছুটছে আপন খেয়ালে। এইমাত্র বুঝি কোনও জেট প্লেন গিয়েছিল, নীলিমায় লম্বা সাদা রেখা। আস্তে আস্তে চওড়া হচ্ছে রেখাটা, মিলিয়ে যাচ্ছে। পুব দিগন্তে রক্তিম আভা। সূর্য উঠছে।

অন্বেষা ফ্লাস্ক বার করে ফেলেছে। চিকুরকে বলল, চা খাবি তো?

চিকুরের ইচ্ছে করছিল না। বলল, পরে।

শৈবাল মুখিয়ে ছিল। বলল, আমায় দাও, আমায় দাও। ঘুমটা যখন হলই না...

দলের মধ্যে অন্বেষা সবচেয়ে গুছোনো ধরনের। শুধু চা নয়, সঙ্গে আরও অনেক কিছু এনেছে সে। তার বিগশপারে পাউরুটি মাখন ডিমসেদ্ধ কলা চানাচুর বিস্কুট বাদাম, কী আছে আর কী নেই। কাগজের কাপ প্লেট গ্লাসও মজুত। পথে পাড়ি দেওয়ার ত্রুটিহীন বন্দোবস্ত। পাকা গিন্নির মতো বিলিও শুরু করল সামনে পিছনে। বাচ্চার মা হবে বলেই যেন গৃহিণীপনা বেড়েছে অন্বেষার। তার বরের ঠোঁটের ডগায় কাপ ধরল মল্লার, সুড়ুৎ সুড়ুৎ চুমুক দিচ্ছে সুরজিৎ। এখন চায়ের সঙ্গে ভারী কিছু খাওয়াতে কারওরই অভিরুচি নেই, বিস্কুট-চানাচুরই ঘুরল হাতে হাতে। স্রেফ মুখ চালানো আর কী।

মহানগরের সীমানা ছাড়িয়ে সুরজিৎ বম্বে রোড ধরেছে। কাচ তোলা গাড়িতে টেপ চালিয়ে দিল নিচুগ্রামে। অন্বেষা আর মল্লার গল্প জুড়ল। সাংবাদিকদের সম্পর্কে অন্বেষার কৌতূহলের শেষ নেই, প্রশ্ন করছে পরের পর। কীভাবে সাংবাদিকরা খবর সংগ্রহ করে, কীরকম পাবলিক ফেস করতে

pathagar.net

হয়...। মল্লারও শোনাচ্ছে নানান কাহিনি। দিল্লিতে মল্লার নাকি চম্বলের ডাকাতদের নিয়ে বড় স্টোরি করেছিল একবার। ঠিক ডাকাত নিয়ে নয়, বিষয় ছিল তাদের পরিবারবর্গ। দিনের পর দিন তখন নাকি বেহড়ে বেহড়ে ঘুরেছে মল্লার। সেই সব অভিজ্ঞতার কথা, ভয়ংকর ভয়ংকর দস্যুদের বউ-বাচ্চার সাক্ষাৎকার নেওয়ার রোমহর্ষক বৃত্তান্ত বলছে রসিয়ে রসিয়ে। শুনতে শুনতে মঞ্জরীরও চোখ বড় বড়। ফাঁক বুঝে শৈবালও ওমনি ঘুমের দেশে। গাড়ির মসৃণ চলনে তার নিদ্রায় তেমন ব্যাঘাত ঘটছে না। নাকও ডেকে উঠল। শব্দ করে।

ঘুরে বরকে ঠেলা মেরে জাগাল মঞ্জরী, উফ্, পারোও বটে। কুম্ভকর্ণের পিসেমশাই।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে সিধে হয়েছে শৈবাল। ফের মস্ত হাই তুলে বলল, বিশ্বঃশ্রবা মুনির ভগ্নিপতি বুঝি খুব ঘুমকাতুরে ছিল? নাকি তুমিই কুম্ভকর্ণের পিসি?

ফাজলামি মেরো না। হাইয়ের কী সাইজ, যেন জৃম্ভন! হি হি হাসছে মঞ্জরী। হাসতে হাসতে চিকুরকে বলল, তুই কী রে? শেষ পর্যন্ত কুটুসকে আনলি না?

নবীন ধানখেতে চোখ রেখেছিল চিকুর। গাঢ় সবুজ নয়, একেবারে ফিকেও নয়, ভারী নরম চোখ জুড়োনো হরিৎক্ষেত্র। মাঝে মাঝে শরতের ফ্ল্যাগ ওড়াচ্ছে কাশবন। পালক পালক সাদাটে ফুল দুলছে বাতাসে।

দৃষ্টি না-ফিরিয়ে চিকুর বলল, ওর ভাল লাগত না। সঙ্গীসাথী নেই...

আমরা তো ছিলাম। ওর পাকা পাকা কথা শুনতাম।

সে আর কতক্ষণ? তার পর?

একাই ছুটোছুটি করত। জলে নেমে মজা পেত।

মজা তো পালাচ্ছে না। সমুদ্রও থাকছে। বলেও চিকুর পলক বিমনা। কুটুসটা এবার আসার জন্য আবদার জুড়েছিল খুব। মা-ও চাইছিল না, ছেলে ফেলে রেখে চিকুর বেড়াতে যাক এখন। স্বামীপরিত্যক্তা, চাকরি থেকে বিতাড়িতা, এক দুখিনী মেয়ে সেজে সারাদিন ঘরে বসে থাকলে কি বেশি খুশি হয় মা? নাকি নাতির ঝক্কি মা'র কাছে ক্রমশ বোঝা হয়ে উঠছে? কে জানে! সোজা সমাধান অবশ্য ছিল একটা। উপলের ফোন। শনি-রবি

pathagar.net

তা হলে ছেলেকে ও বাড়ি পাঠিয়ে দিত চিকুর। তা সে মক্কেলের তো সাড়াশব্দ নেই। এখনও গুসসা? ফুলুক, ফুলুক, যত পারে ফুলুক।

অন্বেষা-মল্লারের বকবকানি থেমেছে। এবার চিকুরকে নিয়ে পড়েছে মল্লার, কাল তোমার একটা ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ ছিল না?

ডাহা ফেল মেরেছি। চিকুর জবাব পাঠাল, মাত্র পাঁচ-ছ'জন নেবে। ক্যান্ডিডেট ছিল কম করে চল্লিশ।

কীসের কোম্পানি?

ঠিক বুঝলাম না। ধোঁয়া-ধোঁয়া লাগল। মনে হয় কোনও ফিনানশিয়াল সার্ভিস। লোনটোন দেয়। আমার তো ওই লাইনে এক্সপিরিয়েন্স জিরো।

ছুটকো-ছাটকা কাজ করবে?

যেমন?

সেরা পুজো নির্বাচনের জন্য কলকাতায় তো এখন গুচ্ছ গুচ্ছ কম্পিটিশন। ওরই এক ইভেন্ট ম্যানেজারের সঙ্গে পরশু আলাপ হল। ওরা কিছু ছেলেমেয়ে নেবে। পিয়োরলি টেম্পোরারি। ইন্টারেস্টেড? কিছু কামিয়ে নিতে পারো।

চিকুর বিশেষ গরজ দেখাল না, আবার বাতিলও করল না সরাসরি। শুধু বলল, ভাবি একটু।

শৈবাল বলল, সে কী চিকুর, তুমি ভাবাভাবির তোয়াক্কা কবে থেকে করছ? এ রোগ তো তোমার ছিল না ভাই! সুজয় কুণ্ডু অসুখটা ধরিয়ে দিল নাকি?

শৈবালের রসিকতার মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধে হল না চিকুরের। আচমকা চাকরি ছাড়ার একটু কুফল সে তো টের পাচ্ছেই। এখনও তার পুরো প্রাপ্য মেটায়নি সুজয়। মাইনেটা পরের দিন চুকোল বটে, কিন্তু বোনাস ইনসেনটিভ ঝুলিয়ে রাখল। কাঁহাতক লোকটার সঙ্গে ঝগড়া করে চিকুর? তবে চিকুর সবচেয়ে অবাক হয়েছে সহকর্মীদের ব্যবহারে। চিকুরের হয়ে মুখ তো খুললই না, একবার জিজ্ঞাসাও করল না কেন সে কাজটা ছাড়ল! সুজয় নিশ্চয়ই তার মতো করে কিছু বুঝিয়েছে জয়ন্ত-যোগরাজ-সরিতাদের। হয়তো বন্দুকের নল পুরোপুরি চিকুরের দিকেই ঘুরিয়ে দিয়েছে লোকটা। এবং সেই লোকটাকেই তারা বিশ্বাস করল, চিকুরের পাশে বসে প্রায় দু'বছর চাকরি করার পরও! নইলে একটা টেলিফোন পর্যন্ত কেউ করল না! হয়তো চিকুর আমল দেয় না, কিন্তু ভাবতে তো তার খারাপ লাগে।

সুজয় কুণ্ডুর নাম উঠতেই গাড়িতে গুলতানি স্টার্ট। অন্বেষা বলল, চিকুর সেদিনই দুম করে চাকরিটা না-ছাড়লে পারত। লোকটাকে একটা উচিত শিক্ষা দিয়ে তবে...

শৈবাল বলল, আহা, কুণ্ডুর কী দোষ! যে সময়ের যা রেওয়াজ...

বাজে বোকো না। চাকরি করতে গেলেই বুঝি মেয়েদের ইয়ে করতে হবে?

তা হয়তো নয়। তবে আজকাল বহু মেয়েই তো...। নইলে সুজয় কুণ্ডুরা সাহস পায় কোত্থেকে? আফটার অল, সে তো পারসোনাল অ্যাপ্রোচ করেনি।

অ্যাই মঞ্জরী, তোর বরটা তো দেখছি সুজয়ের দালাল রে! কড়া নজর রাখ, শৈবাল নির্ঘাত অফিসে ফাস-টাস চালাচ্ছে।

বলছিস?

আমি কিন্তু অন্য কথা বলতে চাই। সুরজিৎ হঠাৎ একটা হাত তুলেছে, অকাজের নয়, কাজের কথা।

একসঙ্গে সব ক'টা মুন্ডু ঘুরল স্টিয়ারিং-এ, কী? কী?

বিয়ার নেওয়া হয়েছে?

শৈবাল চোখ পিটপিট করল, কেন, তুমি আনোনি?

আমার তো শুধু হুইস্কি নেওয়ার কথা।

ও নো!... সমুদ্রে বিয়ার ছাড়া...

ঘবড়াও মৎ ইয়ার। মল্লার অভয় দিল, কোলাঘাট তো আসছে...

ব্যস, প্রসঙ্গ ঘুরে গেছে। চিকুর হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন। শৈবালের সঙ্গে তর্ক জোড়াই যেত, কিন্তু কুণ্ডু-ফুণ্ডু নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার একটুও স্পৃহা নেই আজ। কতকাল পর সে সাগরে চলেছে...। শেষ আসা সেই বছর চারেক আগে, কুটুস তখন কোলে...

চিকুর প্রথম সমুদ্র ছুঁয়েছিল ষোলো বছর বয়সে। দিঘা, শঙ্করপুর নয়, দেবেশ, শুভা, কাঁকন, কল্যাণের সঙ্গে পুরী গিয়ে। ট্রেন থেকে নেমেই চিকুরের পেট গুড়গুড়। ইস্, ছবিতে তো অনেক দেখেছে, আসল সমুদ্র না-জানি কেমন হয়! রিকশায় যেতে যেতে শোনা গেল তার গর্জন। গুমগুম ডাকে বুক থরথর। আচম্বিতে এক প্রবল নীল উদ্ভাস। অন্তহীন। অপার। প্রথম

BanglaBook.org

দর্শনেই প্রেম। উত্তাল ঢেউয়ের প্রথম অভিঘাতেই এক বিচিত্র সুখস্পর্শ। যেন জল নয়, এক বুনো পুরুষ আছড়ে পড়ল শরীরে। নাকি চিকুরই সেই পুরুষে...!

কোলাঘাটে বিয়ার তোলা হল। কাঁথিতে চা-পানের টুকরো বিরতি। এবার শেষ দফার হু-হু দৌড়। গল্পে-গানে-রঙ্গে-রসিকতায় কেটে গেল সময়।

কাঁথি পেরোতেই নোনা হাওয়ার ঝাপটা। চেনা পুরুষালি ঘ্রাণ। চিকুর উন্মুখ হয়ে পড়ছিল ক্রমশ। হোটেল পৌঁছে থামল গাড়ি, নেমেই চিকুর সোজা সামনের বালিয়াড়িতে।

অন্বেষা চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাই মেয়ে, এখনই কোথায় চললি? আগে রুমে আয়।

চিকুর সাড়া দিল না।

মঞ্জরী-শৈবাল কোরাসে ডাকল, দাঁড়া, আগে একটু ফ্রেশ হয়ে নিই। তারপর তো একসঙ্গে নামা যাবে।

কান বুজে গেছে। শুনতেই পেল না চিকুর।

হোটেলের নাম বালুকাবেলা। তার রেস্তোরাঁটি নীল তিমি। নামের বাহার আছে। খাবারের মানও মন্দ নয়। দুপুরে সর্ষে-ইলিশ বানিয়েছিল, রাতে চিংড়ির মালাইকারি। সঙ্গে তিন প্লেট মাংসও নেওয়া হয়েছে। মেয়েদের তেমন একটা ইচ্ছে নেই, কিন্তু শৈবালের মাংস চাইই চাই। হুইস্কির পর পাঁঠা খাসি ছাড়া নাকি মোটেই জমে না।

মল্লার মাথা ঝুঁকিয়ে খাচ্ছিল। আজ পানের মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেছে, স্নায়ু যেন সামান্য নড়বড়ে। ঝাল-ঝাল মাংসের স্বাদ জিভে বেশ লাগছে এখন।

চেটেপুটে ভাত শেষ করে মল্লার এদিক-ওদিক তাকাল। সরকারি হোটেল নয় বলে রেস্তোরাঁর বেয়ারা হামেহাল হাজির, কিছু লাগবে স্যার?

আর এক প্লেট মাংস হবে?

হ্যাঁ স্যার।

দিয়ে যাও। সঙ্গে নো মোর রাইস। রুটি। উইথ পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা। মিলবে?

pathagar.net

হ্যাঁ স্যার।... চাটনি দেব?

সব দেবে। ডবল ডবল।

মল্লারের পাশে সুরজিৎ, মুখোমুখি শৈবাল-মঞ্জরী। হালকা জড়ানো গলায় শৈবাল ফুট কাটল, তোর পেটে রাক্ষস ঢুকেছে নাকি?

মালের সঙ্গে ক'টা তো মাত্র পকোড়া খেয়েছিলাম। তাও সেই সন্ধেবেলায়। স্টমাক এখন চনচনিয়ে ডাকছে। বলতে বলতে মল্লারের ঈষৎ ঘোর লাগা চোখ সহসা পাশের টেবিলে, আরে, অন্বেষা চিকুর গেল কোথায়?

তুই কি তিন পেগেই আউট? অন্বেষা উঠে হাতমুখ ধুল, বাই করে গেল... অন্বেষা বলল শরীর খারাপ লাগছে, রুমে যাচ্ছি...

চিকুরটাও আর টানতে পারছিল না। মঞ্জরী বলে উঠল, দেখলে না, কত প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে ফুটফুটে চাঁদের আলোয় অত সুন্দর একটা গানের আসর বসালাম, সেখানে চিকুরটা সারাক্ষণ কেমন ঝিমিয়ে রইল! ঠেলা মারলে একটা করে লাইন গায়, আবার ঝাউয়ের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে ঢোলে!

সুরজিৎ বলল, তাও ওর ক্যালি আছে। সমুদ্রে ওরকম দাপাদাপি করলে আমি কখন ফ্ল্যাট হয়ে যেতাম! দুপুরেও তো বোধহয় শোয়নি, তাসের আড্ডা ছেড়ে রোদ্দুরে রোদ্দুরে ঘুরছিল!

চিকুরের কাণ্ডকারখানা দেখে মল্লারও কম তাজ্জব নয়। এসে পোশাক বদলানোর বালাই নেই, ভাল সালোয়ার-কামিজটা পরেই নেমে গেল জলে। তারপর সে কী প্রমত্ত সমুদ্রস্নান। একা একাই ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে, বকাবকি করলে হি হি হেসে ফেরে কয়েক পা, আবার যে কে সেই। পূর্ণিমার টানে যথেষ্ট বড় বড় ঢেউ আসছিল আজ। ঢেউয়ে ঢেউয়ে পাক খেয়ে কত বার যে আছাড়িপিছাড়ি খেল চিকুর। মঞ্জরী গিয়ে টানাটানি না-করলে সমুদ্র থেকে বোধহয় তোলাই যেত না।

আশ্চর্য, মল্লারকেও যেন একদম পাত্তা দিচ্ছে না চিকুর। গাড়িতে যেচে ক'টা বাক্য বলেছে? কোলাঘাটে মল্লার তাও গিয়ে গল্প জমাল, কথাও বলছিল চিকুর, তবু কেমন অন্যমনস্ক যেন। এখানে এসে মল্লারকে তো চিনছেই না। সমুদ্রে বার কয়েক কাছে গেল মল্লার, ছিটকে সরে গেল

চিকুর। তবে কি মল্লারের এই হঠাৎ যোগদান চিকুর পছন্দ করেনি? ভাবছে তার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে এসেছে মল্লার?

কী রে, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? খা, মাংস তো দিয়ে গেছে!

একটু বুঝি ঝুলে গিয়েছিল ঘাড়টা, মল্লার তাড়াতাড়ি মাথা ঝাড়া দিয়েছে। বিড়বিড় করে বলে উঠল, মেয়েটা কিন্তু আনইউজুয়াল!

ঘোরতর। এত ঘনঘন মুড বদলায়! শৈবাল রগুড়ে গলায় বলল, কিন্তু তোমাকে আর চিকুররানিকে নিয়ে ভাবতি হবেনি বাবু। খেয়াল রেখো, পুজোর পরেই ছাদনাতলায় বসছ। এখন কোনও কেস-ফেস বাধিওনি।

শৈবালের ঠাট্টা পুরোপুরি মিথ্যে নয় বলেই বুঝি মল্লার সংকুচিত সামান্য। সত্বর রুটিতে মনোযোগী হয়ে বলল, যাহ্, কী যে বলিস!

ভুল কী বলছি স্যার? আমাদের অ্যানিভারসারির দিন তোমরা দুটিতে যেভাবে ভেগে পড়েছিলে!

দ্যাট ইজ নাথিং স্পেশ্যাল, শৈবাল। মঞ্জরী বরকে উড়িয়ে দিল, চিকুরের এরকম একশো একটা কেস আমি এক্ষুনি বলতে পারি। বাজি রাখো, মল্লার না-হয়ে তপোব্রত, কণাদ, রাহুল, এমনকী এই সুরজিৎ বললেও চিকুর সেদিন অবলীলায় গঙ্গার ধারে চলে যেত।

মঞ্জরীর প্রতিবাদে মল্লারের স্বস্তি পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কথাগুলো যেন জ্বালাই ধরাচ্ছে। সে যে চিকুরের চোখে বিশেষ কেউ নয়, এই ভাবনায় মোটেই সুখ নেই যে। যদি মঞ্জরীর বক্তব্য সঠিক হয়, তা হলে মল্লারের এই এক রাতের জন্য শঙ্করপুর ছুটে আসা সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে যায় না কি?

বাকি তিনজনের আহার শেষ, মল্লার একাই খাচ্ছে। উঠে হাতমুখ ধুল শৈবালরা। অন্বেষার জন্য সামান্য উদ্‌বিগ্ন হয়েছে সুরজিৎ, চলে গেল ঘরে। শৈবাল-মঞ্জরী আবার এসে বসেছে টেবিলে, মল্লারকে সঙ্গ দিতে।

ন্যাপকিনে হাত মুছতে মুছতে মঞ্জরী বলল, ও যে কত পিকিউলিয়ার, ওর আর উপলের কেসটা দেখলেই বোঝা যায়। চিকুরের সঙ্গে উপলের কোনও মিল আছে? তবু ফস করে উপলকে বিয়ে করে বসল। প্রেমে রীতিমতো হাবুডুবু খেতে খেতে। আমরা বন্ধুরা তো কল্পনাও করতে পারিনি...

এখন ওদের স্টেজটা কী? শৈবালের হঠাৎই যেন নতুন করে কৌতূহল

pathagar.net

জেগেছে, আর কি ওদের মিটমাট হবে? স্পেশ্যালি কুটুসের জন্মদিন নিয়ে ক্যাচালটার পরে...

কিছুই অসম্ভব নয়। হয়তো দেখবে পুজোর সময়েই উপলের হাত ধরে ড্যাং-ড্যাং ঘুরে বেড়াচ্ছে! কিংবা হুট করে একদিন শ্যামপুকুর চলে গেল! আমি তো কোনওটাতেই অবাক হব না।

খাওয়ার বাসনা উবে গেছে, মাংসে আর স্বাদ নেই। চিবোতে হয় বলে চিবোচ্ছে মল্লার, চুষতে হয় বলে চুষছে, গিলতে হয় তাই গেলা। আধখানা রুটি ফেলে রেখে ঢকঢক জল খেল। উঠে পড়েছে।

ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে শৈবাল জিজ্ঞেস করল, এখন কি স্ট্রেট বিছানা?

বাজে কটা?

এই ধর... দশটা পঞ্চাশ।

শুতেই যাই? আর কী করব?

আমাদের রুমে আসতে পারিস। মালের ঝটকা কেটে গেছে বস, মাথা এখন বিলকুল সাফ। শৈবাল সিঁড়িতে পা রেখেছে। চোখ নাচিয়ে বলল, একটু তিন পাত্তি হয়ে যাক।

অনিশ্চয়ের খেলা মল্লারকে তেমন টানে না। এড়ানোর ভঙ্গিতে বলল, কিন্তু সুরজিৎ কি আর আসবে?

আমরা তিনজন তো আছি। শৈবাল মুচকি মুচকি হাসছে, মঞ্জরী বহুৎ ওস্তাদ। হেব্‌বি নার্ভ, অনেক দূর অব্দি ব্লাইন্ড মেরে যায়।

মল্লার ঈষৎ দোলাচলে। কস্মিনকালে জুয়ার বোর্ডে বসেনি এমন তো নয়, একদিন ফ্ল্যাশ খেলাই যায়। তাসের দুর্ভাগাদের নাকি প্রেমে কপাল খোলে। পরখ করতে দোষ কী তার ভাগ্যটা কেমন!

পরক্ষণে মন অবশ্য বিপরীত মেরুতে। ধুৎ, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যে তার কী যায় আসে? বিয়েটা থেকে পিছোনো যাবে না। পিছোতে সে চায়ও না। নয় কি?

হেসে মল্লার বলল, না রে ভাই। তোরা কর্তাগিন্নিতে আমায় কোপাবি, আমি ওতে নেই।

অলরাইট বস্। হ্যাভ আ সুইট ড্রিম।

হাত নেড়ে নিজেদের রুমে ঢুকল শৈবাল-মঞ্জরী। মল্লার তবু একটুক্ষণ

pathagar.net

দাঁড়িয়ে রইল দোতলার প্যাসেজে। চিকুরের ঘর শৈবালদের বিপরীতে, দু'-চার সেকেন্ড দেখল বন্ধ দরজাটাকে। ছোট্ট শ্বাস ফেলে ফের সিঁড়ি। তিনতলার রুমে এসে আলো জ্বেলেছে।

ঘরটা একেবারেই নতুন। হোটেলটা এতদিন দোতলাই ছিল, তিনতলা তৈরি হচ্ছে সবে। এ ঘরখানা সচরাচর ভাড়া দেয় না মালিক, রং প্লাস্টারের কাজ এখনও বাকি। আগে থেকে বুকিং ছিল না বলে শৈবালদের ফ্লোরে স্থান হল না, এই অর্ধসমাপ্ত কামরাই মল্লারের এক রাতের আস্তানা। এতে অবশ্য মল্লারের অসুবিধে নেই, কর্মসূত্রে এর চেয়ে অনেক খারাপ জায়গায় তাকে থাকতে হয়েছে।

বাথরুম ঘুরে জিনস, অন্তর্বাস ছেড়ে ফেলল মল্লার। ঢিলেঢালা শর্টসেই সে স্বচ্ছন্দ বোধ করে রাতে। ব্যাগ থেকে একটা বই নিয়ে আধশোওয়া হল। দু'-চার পাতা উলটোতে না পারলে মল্লারের ঘুম আসে না।

বেশ জমটাই থ্রিলার। ঝরঝর কয়েকটা পাতা পড়ে ফেলেছে মল্লার। থামতে হল মশার কামড়ে। কী ঝামেলা, মশারি দেয়নি, ট্যাবলেটও নেই। ডাকবে কাউকে? রাত অনেক হয়েছে, এত রাতে কেউ আসবে কি?

একটু বিরক্ত হয়েই বিছানা ছাড়ল মল্লার। ছোট্ট ব্যালকনিটায় এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই মনটা ভরে গেল। দুধসাদা জ্যোৎস্নায় ছেয়ে আছে চরাচর। আলোছায়া মাখা ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে সমুদ্রও দৃশ্যমান। চাঁদের কিরণ সোনালি মায়া বিছিয়েছে যেন, চিকচিক করছে জল। চতুর্দিক শুনশান। নিঝুম। সমুদ্র বেশ খানিকটা সরে গেছে, তার দূরাগত ধ্বনি এই নিশীথে যেন অলৌকিক শোনায়।

হঠাৎ মল্লারের বুক ধড়াস। ঝাউবনের প্রান্তে এক ছায়ামূর্তি। পলকের জন্য দেখা গেল, পলকে মিলিয়ে গেছে, আবার দেখা যায়। হাওয়ায় উড়ছে তার চুল। কোনও মেয়ে? কে ও?

চিকুর নয় তো?

যদি চিকুরই হয়, এত রাতে কী করছে ওখানে?

টিশার্ট চটি গলিয়ে ঝটিতি বেরিয়ে পড়ল মল্লার। তরতরিয়ে নামল একতলায়। কাউন্টারে কেউ নেই, গেট হাট করে খোলা, দারোয়ান বেঞ্চিতে ঘুমোচ্ছে। কী নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা! পা টিপে টিপে মল্লার পেরোল লোকটাকে,

pathagar.net

কম্পাউন্ডের বাইরে এসে চলার গতি বাড়াল। ঢাল বেয়ে ওঠার আগে থামল ক্ষণকাল। পূর্ণ চাঁদের মায়া বড় বিভ্রম জাগায়। সে ভুল দেখেনি তো?

না, ভ্রম নয়। ওই তো সেই নারী। চাঁদ এত প্রকট, চিনতে কোনও অসুবিধে হয় না। চিকুর। চিকুরই। হাওয়া এসে সাপটে ধরেছে রাতপোশাক, নোনা বাতাসে চিকুরও যেন দুলছে মৃদু মৃদু।

মল্লার প্রায় দৌড়ে গেছে। কাছে গিয়ে চাপা স্বরে বলল, তোমার ব্যাপারটা কী? এভাবে বেরিয়ে পড়েছ কেন?

চিকুর সমুদ্র থেকে চোখ ফেরাল। তার দৃষ্টিতে কোনও চমক নেই। অদ্ভুত এক আবেশমাখা স্বরে বলল, দেখেছ, কেমন দূরে চলে গেছে?

কে?

উত্তর না-দিয়ে এক ফালি হাসি বিছোল চিকুর।

মল্লার ধমকে উঠল, রাতদুপুরে সমুদ্র দেখার শখ জেগেছে... আমাদের কাউকে ডাকলেই পারতে।

কেন? একা এলে কী হয়?

এনিথিং মে হ্যাপেন। তোমার বিপদ ঘটতে পারে।

দু'পা এগিয়ে মল্লারের কাঁধে হাত রাখল চিকুর, কী বিপদ?

মল্লারের শরীরে বিদ্যুতের ঝলক। কাঁধ যেন বিবশ সহসা। একটা বিশ্রী ফ্যাসফেসে স্বর বেরোল গলা থেকে, জানো না কী ঘটতে পারে? এই অজানা নির্জন জায়গা... কেউ কোথাও বাঁচাবার নেই...

আর একটা হাত পড়ল মল্লারের কাঁধে, তো?

মল্লার নির্বাক। মল্লার নিস্পন্দ। মল্লারের তালু শুকিয়ে কাঠ। কুহকিনীর স্পর্শেই কী যে জাদু, মল্লারের দেহ তপ্ত হচ্ছে ক্রমশ।

চিকুর ফিসফিস করে বলল, তুমি সমুদ্র হতে পারো না মল্লার?

প্রাণপণ চেষ্টাতেও স্বর ফুটল না মল্লারের। সমুদ্রের আওয়াজ থেমে গেছে আচমকা। কয়েক সেকেন্ড পর বীরবিক্রমে কোথাও যেন আছড়ে পড়ল ঢেউ। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় মল্লারকে কাছে টেনেছে চিকুর। ঠোঁট মিশে গেল মল্লারের ঠোঁটে। যেন চুম্বন নয়, ওষ্ঠ থেকে শুষে নিচ্ছে প্রাণরস। নারীর পিপাসা এত উদগ্র হয়?

চিকুরের শ্বাস পড়ছে ঘনঘন। শ্বাস নয়, যেন হল্কা। টান মেরে খুলে

pathagar.net

ফেলেছে রাতপোশাক। আবরণহীন করল মল্লারকেও। শরীরে আর কোনও প্রতিরোধ নেই, অসহায়ভাবে মল্লার আঁকড়ে ধরল চিকুরকে। তীব্র আশ্লেষে মুখ ঘষছে চিকুরের উন্মুক্ত বুকে, পেটে, কোমরে, যোনিদেশে...।

মল্লারের মাথা চেপে ধরল চিকুর। আবার ফিসফিস করে বলল, এবার সমুদ্র হও মল্লার।

মল্লারের শরীর জুড়ে মাতনের দ্রিমিদ্রিমি। বালিমাখা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মায়াবিনীকে নিয়ে। চিকুরের আঁচড়ে মল্লার ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, মল্লারের দেহ আছড়ে আছড়ে পড়ছে চিকুরে। তীক্ষ্ণ এক কামধ্বনি বাজছিল চিকুরের কণ্ঠে। আদিম সৌরভে ভরে যাচ্ছিল ঝাউবন।

রমণ শেষে শুয়ে আছে শ্রান্ত মল্লার। পাশে চিকুর। জ্যোৎস্না মেখে। জ্যোৎস্না হয়ে। উরু, নাভি, স্তন, ছড়ানো দু'হাত, মুখে লেপে আছে বালুকণা। জ্বলছে চিকচিক। অভ্রের কুচির মতো।

বেলা করে ঘুম ভাঙল মল্লারের। সময় দেখেই চক্ষু চড়কগাছ। নটা দশ। এহ্, কেউ তাকে ডাকেনি কেন?

ভেবেও মল্লার শুয়ে রইল খানিকক্ষণ। উঠতে ইচ্ছে করছে না। অনেক রাত অবধি জোলো বাতাস মাখাটা জানান দিচ্ছে, গা-হাত-পায়ে ঝিমঝিম ব্যথা। জোর করে আড়ষ্টতা কাটিয়ে বাথরুমে গেল। বেরিয়ে ব্যাগ গোছাচ্ছে। নেশা নেশা রাতটাকে ভাবতে ভাবতে শুকোতে দেওয়া তোয়ালে প্যান্ট-শার্ট পুরল চেপে চেপে। জিনস-টিশার্ট, স্নিকার গলিয়ে নামছে।

দোতলায় পা রেখেই চিত্রার্পিত। সামনে চিকুর। কাঁধে তোয়ালে, সম্ভবত সমুদ্রস্নানে চলেছে। মল্লারকে দেখে চিকুর একগাল হাসল, বাহ্, ড্রেস-ফেস মেরে রেডি?

চিকুরের স্বরে এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। মল্লার কিন্তু সহজ হতে পারল না। অস্বস্তি মাখা মুখে বলল, হ্যাঁ... মানে... ওরা সব কোথায়?

ডাইনিং হলে। চলো, ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোবে।

মল্লার কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, থ্যাঙ্কস ফর দ্য নাইট চিকুর। কালকের রাতটাকে আমি জীবনে ভুলব না।

চিকুর শুনল, কিন্তু মুখে ভাবান্তর দেখা গেল না। সামান্য হেসে লঘু ছন্দে নামছে সিঁড়ি বেয়ে। পিছনে মল্লার।

pathagar.net

একতলায় এসে চিকুর বলল, ফিরছ তো বাসে, তাই না? তার মানে অফিস পৌঁছোতে পৌঁছোতে তিনটে চারটে?

চিকুরের স্বরে কোনও ওঠাপড়া নেই। আবেগ নেই। মায়া নেই। যেন কোনও স্মৃতিও নেই। কালকের রাতটা কি তবে অলীক ছিল?

মল্লারের ধন্দ জাগছিল। এ কী প্রহেলিকা!

pathagar.net

এগারো

সংসারে অঘটন যে কোন পথে হানা দেয় কেউ জানে না। বড় নিঃসাড় তার পদধ্বনি। দমকা হাওয়ার মতো এসে জীবনের ছন্দটাকে হঠাৎই সে কেমন উলটেপালটে দেয়।

মহালয়ার আগের দিন ফুল আর কুটুসকে নিয়ে বেরিয়েছিল চিকুর। পুজোর বাজার করতে। ট্যাক্সি ধরার আগে প্রথমেই এ টি এম থেকে টাকা তুলল হাজার দশেক। তিল তিল করে জমিয়েছিল কিছু, এক ধাক্কায় নেমে গেল অনেকটা। তা যাক, মিছিমিছি ব্যাঙ্কে পুষে রেখেই বা কী হবে! ট্রাভেল এজেন্সি খোলার পরিকল্পনা তো এখন সুদূরপরাহত, আদৌ এ জন্মে হবে কিনা সন্দেহ! অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চেয়ে আজকের দিনটাই কি বেশি মূল্যবান নয়? তা ছাড়া চাকরি না-থাকার সময়ে দু'হাতে খরচ করার মজাই আলাদা। নিজেকে বেশ একদিনকা সুলতানা মনে হয়।

শ্যামবাজারে আজ কী ভিড়, কী ভিড়! গত দু'দিন বিকেল সন্ধেয় ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছিল, বিকিকিনি মোটেই জমেনি। আজ আকাশ সকাল থেকে হাসছে, লোকজনও তাই উপচে পড়ছে রাস্তায়। ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি, ধাক্কাধাক্কিতে এক পা চলা দায়। কুটুস যে কতবার হাত ছিটকে বেরিয়ে গেল!

তবু তার মধ্যেই ঘুরে ঘুরে চলছে চিকুরের কেনাকাটা। কুটুসের দু'সেট জামাপ্যান্ট, ফুলের স্কার্ট-টপ, ফুল কুটুস দু'জনেরই জিনস, জুতো...। ফুলের খুব সালোয়ার-কামিজের শখ, পেয়েও গেল মাপসই। বড় জুতোর দোকানটায় ঢুকে বাবার জন্য ট্র্যাকস্যুট কেনার বাসনা জেগেছিল, তিন-চারখানা নাড়াচাড়া করেও রেখে দিল। থাক, ক্লাব থেকে তো পায়ই বাবা। ভেবে-টেবে অগত্যা প্যান্ট-শার্টের পিস। এই ভাল। রেডিমেড জামাকাপড়

pathagar.net

দেখলে বাবা যা নাক সিঁটকোয়। এসপ্ল্যানেডে কোন এক দর্জি আছে, চল্লিশ বছর ধরে বাবা তার বাঁধা খদ্দের, সে ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নাকি কাটিংই জানে না। বাতিক!

মা'র জন্য শাড়ি বাছতে সময় লাগল খানিক। শুভাদেবীর অজস্র ফ্যাচাং। রং একদম হালকা চাই, গায়ে কোনও বুটি চলবে না, চওড়া পাড় তো নয়ই...। কত বুঝিয়েছে চিকুর, এমন কিছু তুমি বুড়ি হওনি, সাতান্ন-আটান্নর মহিলারা আজকাল পার্লারে গিয়ে চুলে লাল সোনালি রং করায়, তা কথা শুনলে তো! তিনি যা বুঝবেন, তার থেকে একচুল নড়বেন কি? বেছেবুছে শেষ পর্যন্ত ঘিয়ে রঙের নরম খোল টাঙাইল নিল চিকুর। ক্ষণিক ভেবে একখানা ঢাকাই। ও-বাড়ি নিশ্চয়ই এ বছর পাঠাবে না কিছু, নয় চিকুরই সেটা পুষিয়ে দিল। বাইরে-টাইরে মা খুব একটা বেরোয় না... বছরে একবার হয়তো দত্তবাগানে বড়মামার বাড়ি, কিংবা বরানগরের মাসি। ওইটুকুর জন্যে দামি শাড়ি না-নিলেও চলে। তবু কিনল চিকুর। ইচ্ছে। অষ্টমীর দিন ঢাকাইটা পরে মা নীচে অঞ্জলি দেবে।

ঘণ্টা দুয়েক হটর-হটর করে ফুল-কুটুস বেজায় কাহিল। কুটুস তো রীতিমতো ঘ্যানঘ্যান করছে। তাকে কোল্ড ড্রিঙ্কস দেওয়া হয়েছিল, হাতে এখনও চিপ্‌সের প্যাকেট, তবুও। শাড়ির দোকান থেকে বেরিয়েই বলল, আর কত কিনবে? বাড়ি চলো।

নিজের জন্যে পছন্দসই কিছু দেখতে আর একটু চষার ইচ্ছে ছিল চিকুরের। থাক, পরে হবে। আজ সকলেরটা হয়ে গেল, এই যথেষ্ট। ছেলের মাথায় হাত রেখে চিকুর বলল, বায়না কোরো না। চলো, কিছু খেয়ে নিই।

না। আমি বাড়ি যাব।

কিচ্ছু খাবি না?

না।

কুটুসের জেদ উঠে গেছে, আর তিষ্ঠোতে দেবে না। তা ছাড়া এত লোক বেরিয়েছে রাস্তায়, হোটেল, রেস্তরাঁয় ঠাঁই পাওয়াও মুশকিল। কিনে নেবে কিছু? ফিশফ্রাই? বাবা কবিরাজি কাটলেট খুব ভালবাসে, নিয়ে গেলে ভীষণ খুশি হবে। ভিড়ে গাদাগাদি না করে বাড়িতে আরামসে খাওয়া যায়।

চৌধুরী কাফেতে বুভুক্ষু মানুষের লম্বা লাইন। কাউন্টারে অর্ডার দিয়ে

ছানাপোনা সমেত ফুটপাথে দাঁড়াল চিকুর। ধোঁয়ায় ধুলোয় ভরপুর চারদিক, সন্ধের আকাশটাকে প্রায় দেখাই যায় না। মিশ্র কলরবে কান-মাথা বোঁ বোঁ করে। ঘুরে ঘুরে গলাটাও যেন শুকিয়ে গেছে। পাশের পানদোকান থেকে দু'খানা ঠান্ডা পানীয় কিনল চিকুর। একটা ফুলকে দিল, অন্যটায় টান মারছে মা-ছেলে। ফুলের সঙ্গে কথা বলছে টুকটাক। আসন্ন পুজোর দিনগুলো নিয়ে নানান পরিকল্পনা।

ফুল বলল, একদিন সারারাত ঠাকুর দেখবে মাসিমণি?

চিকুর বলল, যাবি? তা হলে একটা গাড়ি নিতে হবে।

নাও না। তুমি আমি দিম্মা কুটুস... দাদু যদি যায় দাদু...

দাদু পুজোয় বাড়ি ছেড়ে বেরোবে না। তোর দিম্মাকেও কত সাধ্যসাধনা করতে হবে তার ঠিক আছে!

কোন দিন বেরোবে? অষ্টমী?

তখনও কি চিকুররা জানে, ভবিষ্যৎ তার আস্তিনের নীচে কী লুকিয়ে রেখেছে! চিকুর হালকাভাবেই বলল, দেখা যাক, কুটুসটা কবে থাকে! ওকে তো শ্যামপুকুরেও...

মেসো জানায়নি কবে নিয়ে যাবে?

নাহ্। আজকালের মধ্যে ফোন করবে মনে হয়।

বলেই চিকুরের নজর ফুটপাথের স্রোতে। লম্বা লম্বা পায়ে কে যায় ও? সফিকুল না? সঙ্গে সঙ্গে চিকুর চেঁচিয়ে উঠেছে, সফি...? অ্যাই সফি?

রোগা লম্বা সফিকুলের গতি রুদ্ধ হল। ঘুরে একবার খুঁজল শব্দের উৎসটাকে। চিকুরকে দেখেই মুখ হাসিতে ভরে গেছে। এগিয়ে এসে বলল, তুই? এখানে কী করছিস?

ডিউটি। চিকুর হেসে ব্যাগ-ঝোলার পাহাড় দেখাল। পুরনো বন্ধুকে দেখে উচ্ছ্বাসে ফুটছে সে। বলল, ব্যাপার কী তোর? একদম বেপাত্তা হয়ে গেছিস? ফোন করিস না, কারও সঙ্গে যোগাযোগ নেই...

কাজেকর্মে ফেঁসে থাকি রে। বেলাইনে চলে গেছি।

করছিসটা কী?

তেমন কিছু তো জুটছিল না... মাস কমিউনিকেশনের ডিপ্লোমাটা হঠাৎ কাজে লেগে গেল। এখন একটা প্রোডাকশন হাউসে আছি। টিভি চ্যানেলের জন্য প্রোগ্রাম-টোগ্রাম বানাই।

pathagar.net

শাবাশ! সেই লাজুক-লাজুক সফিকুল মিডিয়াম্যান?

নট এগ্‌জ্যাক্টলি। আমাদের হাউস চ্যানেলে স্লট কেনে। ওই টাইমটার জন্য আমরা নিউজ বেস্‌ড অনুষ্ঠান তৈরি করি। যেমন ধর, এখন চলছে সাম্প্রতিক ক্রাইমের ওপর। মেয়েদের জন্যও হাফ অ্যান্ড আওয়ার প্রোগ্রাম থাকে। আমার কাজ খুন রাহাজানির স্টোরি বানানো। এক্স টিভিতে আসে। রাত দশটায়। দেখেছিস?

না রে। ওই সময়টায় সব রিয়েলিটি শো চলে তো।

অনেকের কিন্তু ভাল লাগছে। সফিকুল পলকে ম্রিয়মাণ হয়েও ফের হাসছে মিটিমিটি। ফুলকে দেখতে দেখতে বলল, এটা সেই তোর দিদির মেয়ে না? অনেক বড় হয়ে গেছে তো!

লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। মাত্র এগারো, এখনই আমার কাঁধ ছুঁইছুঁই। ছানাকেও দ্যাখ না, সেই পুচকেটি আছে আর? তুই তো বোধহয় লাস্ট দেখেছিলি অন্নপ্রাশনে।

হুউম, এ যে পুরো জেন্টলম্যান। ঝুঁকে কুটুসের গাল টিপল সফিকুল, এঁর পিতৃদেবের কী সমাচার? আমাদের উপলকুমার?

বলতে পারব না রে। আমরা এখন একসঙ্গে থাকি না।

এত নির্দ্বিধায় বলল চিকুর, সফিকুল হকচকিয়ে গেছে। বুদ্ধি করে উপলে আর গেল না। আন্দাজ চালানোর ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, তুই তা হলে নিশ্চয়ই চাকরি-বাকরি করছিস?

করতাম তো। মাসখানেক হল ছেড়ে দিয়েছি। এখন কাঠবেকার।

জবাবটা যেন সফিকুলকে অবাক করেছে। তবু কৌতুকের সুরে বলল, তাই বোধহয় জেল্লাটা আরও বেড়েছে! কী করিস এখন সারাদিন?

ভ্যারেন্ডা ভাজি। ছানাটার খিদমতগারি করি, মেয়েটাকে ঘেঁটি ধরে পড়তে বসাই... প্লাস, রান্নাবান্না নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট, ইচ্ছে হলে টিভি, নয়তো বিছানায় গড়াগড়ি...। আর হ্যাঁ, প্রাণভরে গান শুনছি।

তোর সেই ফোক সং? এমন মানবজনম আর কী হবে...?

চিকুর হিহি হেসে উঠল। সফিকুল মার্গসংগীতের পোকা। চিকুরকেও সেতার সরোদ খেয়ালের সমঝদার বানানোর বিস্তর চেষ্টা করেছে একসময়ে। সারারাতব্যাপী জলসায় ঢুলত চিকুর, তাকে ঠেলা মেরে মেরে জাগ্যত

pathagar.net

সফিকুল। বোঝাত মিড়ের কাজ, আলাপের মাধুর্য। কিন্তু চিকুরের তো শুধু হুজুগে যাওয়া, দ্রিম তানা দেরে না, কিংবা পিড়িংপিড়িংঙে সে তেমন রস পায়নি কখনও। সরল মেঠো সুর, যা সরাসরি হৃদয়ে সেঁধিয়ে যায়, চিকুরকে যে সেটাই টানে বেশি।

চিকুর জিজ্ঞেস করল, তুই এখনও হোল নাইট ফাংশানে যাস?

ভাল অনুষ্ঠান আজকাল আর তেমন হয় কোথায়! এখন তো শুধু বিট, ব্যান্ড...। গানের আর জাত নেই।

ওভাবে বলছিস কেন? আমার তো বেশ লাগে। সব শুনি। ফোক, ব্যান্ড, জীবনমুখী, মরণমুখী...

খাসা আছিস! বিন্দাস লাইফ!

দেখে চিকুরকে সেরকমই লাগছে বটে। কিন্তু সত্যি কি মহানন্দে আছে সে? খুটুর-খাটুর যাই করুক বাড়িতে, সময় যে কাটতেই চায় না। অফিস এক বিচিত্র অভ্যেস, একবার ধরে ফেললে গৃহবন্দি থাকা যে কী দুঃসহ। কাঁহাতক বন্ধুদের সঙ্গে ফোনালাপ চালানো যায়? চাকরির এজেন্সিতে নাম লেখানো আছে, কল এখনও আসছে কই? মল্লারের সেই কাজটা করলে কি ভাল হত? হোক না অল্প ক'দিন, তবু সময় কাটত তো। গা করল না বলে মল্লার কি কিছু মনে করল?

মল্লারটা কেমন বদলে গেছে। শঙ্করপুর থেকে ফিরে যেন সামান্য দিশেহারা। মুহূর্তকে যে চিকুর মুহূর্ত হিসেবেই দেখে, ওই রাতে ওই মায়াবী আবহে ওই ঘটনাটাই যে চিকুরের কাছে অবশ্যম্ভাবী ছিল, এ যেন মল্লার হৃদয়ঙ্গমই করতে পারেনি। কী আবোলতাবোল এস এম এস পাঠায় এক এক সময়ে। বাকভঙ্গিতেও বিটকেল গদগদ ভাব। চিকুরের ভারী আজগুবি লাগে।

ঈষৎ ভারী গলায় চিকুর বলল, না রে সফি, গান শুনে পেট ভরবে না। কাজ একটা জোগাড় করতেই হবে।... তোদের ওখানে কোনও ওপেনিং-টোপনিংয়ের চান্স আছে?

সফিকুল ভাবল একটুক্ষণ। গাল চুলকে বলল, সামনের বছর থেকে আমাদের আরও কিছু স্লট নেওয়ার কথা। নানারকম ডকু ফিচার ধরনের আইটেমের প্ল্যান চলছে।... আয় না একদিন অফিসে। তুই স্মার্ট আছিস... দ্যাখ কথা বলে ম্যাডামকে ইমপ্রেস করতে পারিস কিনা।

pathagar.net

ম্যাডাম?

আমাদের মালকিন। সুছন্দা সরকার। প্রচণ্ড এফিশিয়েন্ট মহিলা। বহুৎ কানেকশন। প্রথমে একটা অ্যাড এজেন্সি খুলেছিলেন। এখন বিভিন্ন লাইনে বিজনেস ছড়াচ্ছেন।... আমি বলে রাখব, তুই একদিন ডাইরেক্ট দেখা কর।

সফিকুল পার্স খুলে ভি-কার্ড বার করে দিল। চোখ বুলিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগে রাখল চিকুর। কবিরাজি কাটলেট রেডি, প্যাকেটটা ফুলকে ধরিয়ে আরও খানিক আড্ডা চালাল আগডুম-বাগডুম। কে কী করছে, সফিকুল বিয়ে করছে না কেন, ইত্যাকার প্রসঙ্গ। মাঝখান থেকে কুটুসের মুখ তোলো হাঁড়ি। ছুটোছুটি করে সফিকুলই শেষে ট্যাক্সি ধরিয়ে দিল।

হৃষ্ট চিত্তে ফিরছিল চিকুর। শহর জুড়ে এখন পুজোর গন্ধ। রাস্তায় রাস্তায় প্যান্ডেল প্রায় সমাপ্তির পথে। এখন শুধু ঢাকে কাঠি পড়াটাই বাকি। চিকুরদের আবাসনেও প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। বাঁশ বাঁধা শেষ, তেরপল পড়ে গেছে, কাল-পরশু শুরু হয়ে যাবে অঙ্গসজ্জা।

ছোটখাটো প্যান্ডেলটার সামনে দাঁড়িয়ে সৌম্যকে কী যেন জ্ঞান দিচ্ছিল নীল। চিকুরদের দেখে গলা ওঠাল, আইব্বাস, পুরো বাজার উঠিয়ে এনেছ যে?

চিকুর হাসল, আমার হল মারি তো গন্ডার পলিসি। দশদিন ধরে ঘুরে ঘুরে বাজার করা আমার পোষায় না।

এক্কেবারে মা'র অপোজিট। মা তো রোজ একটা একটা করে কেনে। একদিন শ্বশুরবাড়ির, একদিন বাপের বাড়ির, একদিন হোম ফারনিশিং...। বলতে বলতে নীল কাছে এসেছে, কাল তুমি ফ্রি আছ?

কেন রে?

আমাদের রিহার্সাল শুনতে যাবে? হাউজিং-এর সব্বাই তো হেভি নার্ভাস, না জানি কী কেলোটা করব! তুমি শুনে একটা রিপোর্ট দিয়ো।

তার মানে আমাকেই আগে যন্ত্রণাটা পেতে হবে?

টিজ করছ কেন? দ্যাখোই না শুনে। দুপুরে খেয়ে উঠে বেরোব, সন্ধেয় ব্যাক।

ও.কে। আমায় ডেকে নিস। কানে তুলো গুঁজে তৈরি থাকব।

কুটুস দুপদাপ উঠছে তিনতলায়। লটবহর নিয়ে ধীরেসুস্থে সিঁড়ি ভাঙছিল

pathagar.net

মাসি-বোনঝি। আহ্লাদি আহ্লাদি গলায় ফুল বলল, আমি কিন্তু কাল তোমার সঙ্গে যাব।

চিকুর বলল, কী শুনবি? এক লাইন বারবার গাইবে... বোর হয়ে যাবি।

উঁউঁউঁ...

তুইও যে দেখছি কুটুসের মতো করছিস? আচ্ছা বাবা, যাসখন।

কুটুস পৌঁছে গেছে ওপরে। এমনিতে সে কলিংবেলে হাত পায় না, কোনওক্রমে ডিং মেরে উঠে চেপে আছে সুইচ। তেতলার ল্যান্ডিং-এ এসে চিকুর বকুনি দিল, কী করছিস? বেল যে খারাপ হয়ে যাবে!

দিম্মা খুলছে না। আমার ভীষণ জোরে ওয়ান পেয়েছে।

একটু ধৈর্য ধরো। দিম্মা কি দৌড়ে আসতে পারে?

মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করে চিকুরও অধীর এবার। মা কি টিভি দেখছে? নাকি বাথরুমে? ব্যাগ হাতড়ে চাবি বার করে চিকুর নিজেই খুলল দরজা।

পাল্লা ঠেলেই বুক ধড়াস। শুভা টলতে টলতে আসার চেষ্টা করছে, পারছে না। ঠকঠক কাঁপছে শরীর। আঁচল খুলে লুটোচ্ছে মাটিতে।

মালপত্র ছুড়ে ফেলে চিকুর ছুট্টে গিয়ে মাকে ধরল, কী হয়েছে তোমার? এমন করছ কেন?

শুভা কিছু একটা বলার চেষ্টা করল, পারল না। জিভ জড়িয়ে গেছে। দৃষ্টি অস্বাভাবিক রকমের ঘোলাটে। আস্তে আস্তে চিকুরের হাতের ওপরেই এলিয়ে গেল। কেঁপে কেঁপে উঠছে, খিঁচুনি মতন হচ্ছে যেন।

মাকে শুইয়ে দিয়ে চিকুর হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে। কী করে এখন? ডাক্তার? অ্যাম্বুলেন্স? নাকি বাবাকে ক্লাবে ফোন? না না, আগে ডাক্তার...

ফুল ভয়ে কেঁদে ফেলেছে। চিকুর নার্ভাস গলায় বলল, নীল-সৌম্যকে ডেকে নিয়ে আয়। এক্ষুনি।

ছুটির দিনে সবাইকে একসঙ্গে প্রাতঃরাশে বসতে হয়, রায়বাড়ির আইন। প্রশান্ত রায়েরই তৈরি করা। সবাই বলতে তিনজন এখন। বাপ মা আর ছেলে। মেনুও নির্ধারিত করে দিয়েছে প্রশান্ত। ফুলকো ফুলকো লুচি, সাদা আলুচচ্চড়ি, লম্বা বেগুনভাজা, আর যদু ময়রার জিলিপি। এর পর নীচের

pathagar.net

চেম্বারে গিয়ে বসে প্রশান্ত, বেলা দুটোর আগে ওঠার সুযোগ নেই, অতএব প্রভাতী আহারটি ভুরিভোজনের মতো হওয়া চাই।

আজ অবশ্য চেম্বার বন্ধ। মহালয়ার দিন মক্কেলদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে না প্রশান্ত। তবে আইন তো আইনই, কাকভোরে গঙ্গায় তর্পণ সেরে, ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবিতে সুশোভিত হয়ে বসেছে খাবার টেবিলে। বেছে বেছে বৃত্তাকার লুচিগুলো পড়ছে তার থালায়। কুদর্শন লুচি প্রশান্ত মুখে তোলে না।

নন্দিতা আলুচচ্চড়ি থেকে কাঁচালঙ্কা আলাদা করছিল। আপন মনে বলল, মা তা হলে আজ রওনা দিলেন!

জিলিপি ভেঙে মুখে পুরতে গিয়ে উপল থমকাল, কার মা? কোত্থেকে?

কার মা আবার! মা দুগ্‌গা।

অ। উপল ফিচেল হাসল, তিনি তো এবার গজে আসছেন, লেট না হয়ে যায়। পুজো কমিটিগুলোর তা হলে মাথায় হাত।

নন্দিতা ভ্রূকুটি হেনেও হেসে ফেলল। প্রশান্ত টেবিল কাঁপিয়ে হাসছে। হঠাৎই হাসি থামিয়ে বলল, তোর সেই বান্ধবীটার আজ ভাই নিয়ে আসার কথা না?

হ্যাঁ। বলেছে তো দশটা নাগাদ...

তোর কথার ওপর বেস করেই কিন্তু ওকে এক জায়গায় পাঠাব। লক্ষ্মীপুজোর পর একটা হিল্লে হলেও হতে পারে। তবে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ো, যেন ঘুণাক্ষরেও না উচ্চারণ করে পার্টি-ফার্টির ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে।

উপল তাড়াতাড়ি বলল, না না। বীথিও সাবধান করে দেবে।

আমি বীথি-ফিথি চিনি না। তোমাকেই চিনি। বান্ধবীর কাছে তোমার যাতে মান খোওয়া না-যায়, সেইজন্যই আমি চেষ্টা করছি। বেগুন ঠিকঠাক ভাজা হয়েছে কিনা প্রশান্ত টিপে টিপে দেখছে। সন্তুষ্ট হয়ে লুচির সঙ্গে ছিঁড়ে মুখে পুরল। গলা ঝেড়ে বলল, পরিবারের প্রত্যেকেই একে অপরের প্রেস্টিজ রক্ষার চেষ্টা করবে। সাধ্যমতো। এটাই সংসারের নিয়ম।

বাবার কথার গূঢ় অর্থটা টের পাচ্ছিল উপল। আইনের প্রতিটি ধারা যে নানান ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, সে জানে বই কী। তবে এই মুহূর্তে সে বাবার কাছে কৃতজ্ঞ। গলায় সেই সুরটাই ফুটল, কী ধরনের কাজ, বাবা?

অত আমি জানি না। জিজ্ঞেসও করিনি। হাওড়ায় ওদের ইঞ্জিনিয়ারিং

pathagar.net

কারখানা আছে, ওখানেই কোথাও বসিয়ে দেবে। প্রশান্ত একটা গোল লুচিতে আঙুল ঢোকাল, আর একটা কথা অবশ্যই মাথায় রাখতে বলবে। চাকরি পেয়েই যেন ইউনিয়ানবাজি শুরু না করে। মাঞ্চিগন্ডার বাজারে ওসব ধ্যাস্টামো আর চলে না। বুঝেছ?

উপলের আর বোঝাবুঝির কী আছে! ভন্টুবাবুর মাথায় ঢুকলেই হল। যারা ভন্টুর মগজটা চিবিয়েছে, তারাও তো এখন বাবার ভাষাতেই কথা বলে।

উপল নির্বিবাদে ঘাড় নেড়ে দিল। তৃতীয় জিলিপিটার দিকে হাত বাড়িয়েছে, মোবাইলে বাজনা। বীথির জন্যই টেবিলে সেলফোনটা নিয়ে বসেছিল, তুলে দেখল অচেনা নম্বর। কানে চেপে মুখ ক্রমশ বিবর্ণ। শব্দ বেশি বেরোচ্ছে না গলা থেকে, শুধু হুঁ-হ্যাঁ করছে।

নন্দিতার খর নজর এড়ায়নি। উপল ফোন রাখতেই প্রশ্ন করল, খারাপ কোনও খবর মনে হচ্ছে?

ভীষণ খারাপ। উপল ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, চিকুরের মা মারা গেছে।

সে কী? কবে? কী করে? কখন?

সেরিব্রাল অ্যাটাক। কাল রাত্তিরে শ্যামবাজারের নার্সিংহোমে ভরতি করেছিল। আজ সকালে... একটু আগে...

নন্দিতা চুপ হয়ে গেল। যেন বিশ্বাস করেনি এখনও। বেশ খানিকক্ষণ পর অস্ফুটে বলে উঠল, আশ্চর্য, আমাদের কাল একটা খবর দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করল না?

এমন একটা স্পর্শকাতর মুহূর্তেও উপলের হাসি পেয়ে গেল। তাদের দুই পরিবারের মধ্যে বরফের দেওয়াল যেভাবে চওড়া হচ্ছে দিন দিন, তাতে এই ধরনের আশা কি বাতুলতা নয়? ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে উপল বলল, একবার তো তা হলে যেতে হয়।

প্রশান্তর খাওয়া থেমে গেছে। গম্ভীর স্বরে বলল, অবশ্যই। তবে দুটো পয়েন্ট খেয়াল রেখো। শোকের পরিবেশে কোনও অপ্রাসঙ্গিক কথা বলবে না। কেউ প্রোভোক করলেও নয়। সেকেন্ডলি, আমাদের পরিবারের তরফ থেকে যদি কিছু কর্তব্য থাকে, তো করে আসবে। অকারণে কারওকে হার্ট করা, বা লোক হাসানো আমার প্রিন্সিপল নয়।

pathagar.net

এগুলোও আইনের ভাষা, ঘরে যেতে যেতে ভাবল উপল। প্রতিটি বাক্যেই নিখুঁত মাপজোপ। যে যেভাবে খুশি বুঝে নিতে পারে। আস্তে আস্তে বাবা যেন আইনের বই হয়ে উঠছে।

উপল ওয়ার্ড্রোব খুলল। জামাই হিসেবেই তো শোকের দিনে যাচ্ছে সে, কী পরবে? শ্মশানসঙ্গীও তো হতে হবে নিশ্চয়ই, ধূসর রঙের কিছু পরাই ভাল। বিষাদের সময়ে অনুজ্জ্বলতাটাই মানায়। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিও চলে, তবে সেটা বেশি লোক দেখানো হয়ে যাবে না? থাক, প্যান্টশার্টই ঠিক আছে।

পোশাক বদলাতে বদলাতে উপল নিজেকে একটু শাসন করে নিল। এই মুহূর্তে সাজগোজ নিয়ে ভাবনাটা কি কুৎসিত নয়? চিকুরের প্রতি যদি তার কণামাত্র টান থাকে, চিকুরের মা'র ওপর যদি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তা হলে তো এখন তার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা উচিত। সন্তপ্ত হয়তো হয়নি সে, মহিলার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তো ছিল না তেমন, তবে একটু যে খারাপ লাগছে এ তো অস্বীকার করা যায় না। চোখেমুখে সেটুকু ফুটে ওঠাই তো যথেষ্ট। তার বেশি নাটক করার দরকার কী? মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক উজানস্রোতে বইছে জেনেও উপলকে ভারী আদরযত্ন করত মহিলা, কোনওদিন একটা কড়া কথা শোনায়নি, মেয়ের তালে তাল দিয়ে তার ওপর কখনও চাপ তৈরি করেনি, এগুলো বিস্মৃত হওয়াও তো এক ধরনের অকৃতজ্ঞতা। তা ছাড়া এখন চিকুরের সমব্যথী হওয়া তো তার কর্তব্য।

এইসব ভাবতে ভাবতেই বেরোচ্ছিল উপল, সিঁড়ির মুখে নন্দিতা। ভার ভার গলায় নন্দিতা বলল, দেবেশবাবুকে জানাস, আমরাও খুব দুঃখ পেয়েছি।

বলব।

ও বাড়িতে একজনই তাও খানিকটা বুঝদার ছিল। আর বোধহয়...

দু'দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে সরে গেল নন্দিতা। রাস্তায় নেমে উপলের মনে হল, মা কি মূর্খের স্বর্গে বাস করে? কী আশা ছিল? চিকুরের মা ঠিক একদিন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিত? চিকুর যে মা-ফা কাউকে আমল দেয় না, স্রেফ নিজের সিদ্ধান্তে চলে, তা কি এখনও জানে না নন্দিতা দেবী?

pathagar.net

তবে হ্যাঁ, এই অকালমৃত্যুতে চিকুর তো একটা ধাক্কা খাবেই। এখন উপল অন্য এক চেহারায় চিকুরের পাশে দাঁড়াতে পারে। বীথি যেন তার চোখ খুলে দিয়েছে। নিজের অন্ধকার মনটাকে দেখতে পেয়ে উপল রীতিমতো আত্মগ্লানিতে ভুগছে এখন। নিজের সঙ্গে লড়াই করে হৃদয়ের ওই নিকষ অন্ধকারটুকু সে কি মুছে ফেলতে পারবে না? চিকুর তো চিকুরই। উপলের কল্পনার বেলুন তাকে যতই ফোলাক, আদতে তো নিছকই একটা মেয়ে। তাকে নিয়ে আলাদা সংসার পাতা কী এমন অসাধ্য কাজ?

ভাবনাটায় এক ধরনের সন্তোষ আছে। চোরা দীপশিখাটুকু অন্তরে জ্বালিয়ে হাঁটছে উপল।

নার্সিংহোমটা খুব দূরে নয়। উপলদের বাড়ি থেকে মিনিট আষ্টেকের পথ। পৌঁছে উপল দেখল, বাইরে অনেক চেনা মুখ। শৈবাল, মঞ্জরী, কণাদ...। চিকুরের মামাও উপস্থিত। শ্যামবাজারের পিসতুতো দাদা কথা বলছে কার সঙ্গে। চিকুরদের হাউজিং-এরও দু'-চারটে ছেলেকে দেখা যায়। ছোট গাড়িবারান্দাটার বাইরের ধাপিতে দেবেশ বসে, মুখ ঢেকে। পাশে চিকুরের দাড়িওয়ালা জামাইবাবুটা।

উপলকে দেখে মঞ্জরী এগিয়ে এল। শুকনো মুখে বলল, কী বাজে ব্যাপারটা হয়ে গেল বলো তো?

উপল একটা শ্বাস ফেলল, হঠাৎ সেরিব্রাল কেন? ওঁর তো প্রেশার ছিল বলে শুনিনি!

ডাক্তাররা বলছে, অলটার্ড লিপিড না কী যেন খুব হাই ছিল। ট্রাইগ্লিসারাইড ছ'শো। কাল যখন আনা হয়, প্রেশারও নাকি চড়ে...। মঞ্জরী হাত উলটোল, কিচ্ছু করা গেল না। ব্রেনে অনেকটা ব্লাড ক্লট করে গিয়েছিল।

চিকুরের বড়মামা পায়ে পায়ে সামনে। চোখের কোল মুছে বলল, বড্ড চাপা ছিল শুভাটা। ভেতরে ভেতরে এত রকম অসুখ পুষে রেখেছিল, অথচ কাউকে টের পেতে দেয়নি।

বটেই তো। জানলে চিকুররা আগেই ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করে দিত। এই সিচুয়েশন আসেই না।

উপল ইতিউতি তাকাল, চিকুর কোথায়?

pathagar.net

এতক্ষণ তো এখানেই ছিল। কিছুতেই মা'র মরা মুখ দেখবে না। মল্লার জোরজার করে ওপরে নিয়ে গেল।

কে মল্লার?

আমাদের বন্ধু। তুমি তাকে দেখোনি...। যাও না, তুমিও ওপরে চলে যাও। বলবে আই সি ইউ তিনশো দুই, দারোয়ান আটকাবে না।

তিনতলার লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকাল উপল। বাঁয়ে আই সি ইউ লেখা জ্বলজ্বলে বোর্ডটা নজরে পড়ার আগেই একটা সুতীক্ষ্ণ শলাকা যেন বিঁধে গেল চোখে। একখানা ভোঁতা ডান্ডা দিয়ে যেন মাথায় আঘাত করল কেউ। এক চোয়াড়ে মার্কা ছেলের বুকে মাথা রেখে কাঁদছে চিকুর, ছেলেটা তাকে দু'হাতে জড়িয়ে আছে!

এই তবে মল্লার?

চিকুরের নতুন বন্ধু?

এর সঙ্গেই কি চিকুর গঙ্গার ধারে...?

একটা কুণ্ডলী পাকানো সাপ যেন নড়েচড়ে উঠল। ফণা তুলেছে। বুকের ভেতর ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল উপল।

pathagar.net

বারো

দিন যে কীভাবে যায়! দেখতে না-দেখতে কেটে গেল আশ্বিন। কার্তিক তো টেরই পাওয়া গেল না, এসে পড়েছে অঘ্রান। আকাশ এখন ঘন নীল, মেঘের উঁকিঝুঁকি নেই বড় একটা। বাতাসের জোলো আবেগ কমেছে, হাওয়ায় শুকনো শুকনো ভাব। চলছে এক অদ্ভুত সময়। গরম যাই-যাই করেও যাচ্ছে না, শীত আসি আসি করেও থমকে দাঁড়িয়ে। দিনমানে প্রখর তাপ ছড়ায় সূর্য, রাতের হিমে, ভোরের কুয়াশায় শীতের কোমল আমেজ। প্রকৃতি যেন ভারী দোটানায়, ভেবে পাচ্ছে না কোন দিকে যায়।

মল্লারেরও বিয়ের আর দেরি নেই, প্রায় ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে। দু'পরিবারেই প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। হচ্ছে ঘনঘন মিটিং, অনন্ত ফোনাফুনি। কেটারার, ডেকরেটার, বিয়ে-বউভাতের বাড়ি বুকিং-এর পালা তো কবেই চুকেছিল, কেনাকাটাও আর তেমন পড়ে নেই, নিমন্ত্রণপত্র বিলি শেষের পথে। এখন শুধু দিনটা এলেই হয়।

এমন একটা সময়ে মল্লারের তো অনেক স্থিত হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তেমনটা আর হল কই? থেকে থেকে মনে পড়ে গঙ্গার ধারে সেই এলোমেলো হাঁটা, হঠাৎ হঠাৎ ঝলসে ওঠে এক অপার্থিব রাত, হৃদয়মুকুরে ভেসে ওঠে নার্সিংহোমের করিডোরে তাকে আঁকড়ে ধরে সেই কান্না...

সে ভুল করছে না তো? অন্যায় করছে না তো? কাউকে ঠকাচ্ছে না তো? কিংবা হয়তো নিজেই ঠকতে চলেছে...?

একা ঘরে শুয়ে মল্লার এসবই ভাবছিল। বই একটা খোলা আছে বটে, খোলাই আছে, পড়ছে না কিছুই। মগজ যদি সাড়া না-দেয়, তাকিয়ে থাকাই তো সার। খানিক দৃষ্টি বুলিয়ে মল্লার রেখে দিল বইটা। পাশ ফিরেছে। আজ অফ-ডে, অফিসের তাড়া নেই, আবার একটু চোখ বুজবে? কিন্তু ঘুম

pathagar.net

আর আসবে কি? দেশপ্রিয় পার্কের আড্ডায় ঢুঁ মারতে গেলে হয়, শনিবার সকালে ওখানে হয়তো এক-আধজন...

বাইরে ছোটমাসির গলা। সবে তো দশটা বাজে, এর মধ্যে ল্যান্ড করে গেল! নিজের সংসারে কোনও কাজকর্ম নেই! এখন শুরু হবে দু'বোনের গজল্লা। চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে...। রোজ রোজ বিয়ে নিয়ে কী এত কথা থাকে কে জানে!

ভাবনার মাঝেই মানসীর ডাক, অ্যাই ভূতুম, এদিকে একবার শুনে যা তো!

মল্লার বিরস মুখে বলল, কেন?

আয় না।

অলস মেজাজে উঠল মল্লার। না-যাওয়া পর্যন্ত মাসি থামবে না, অনবরত হাঁক পাড়বে। ছোটখাটো ড্রয়িংহলটায় এসে দেখল মা আর মাসি পা তুলে জমিয়ে বসেছে সোফায়।

নতুন ফ্ল্যাটে মল্লাররা এসেছে পুজোর পর পরই। তেমন প্রকাণ্ড নয়, তবে মোটামুটি ছিমছাম। দু'খানা ঘর, দু'খানা বাথরুম, লিভিং হল, এক ফালি ব্যালকনি, ব্যস। কসবার এই অঞ্চলটা নতুন গড়ে উঠছে, বাড়িটা বাইপাস কানেক্টর থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে, রিকশা ছাড়া মেন রোডে যাতায়াত কঠিন, তাও ভাড়া নেহাত কম নয়। ছ'হাজার। খোলামেলা বলেই নিয়ে ফেলল মল্লার, যা চাপা চাপা বাড়িতে থেকে এসেছে চিরকাল! মাসখানেকের মধ্যে সাজিয়েও ফেলা হয়েছে ফ্ল্যাটখানা। শ্রাবন্তীর মনোমত নয় অবশ্য, তাপসীর রুচিমাফিক।

মল্লার যেতেই হাতে একটা ছোট্ট গয়নার বাক্স ধরিয়ে দিল তাপসী। আমোদিত স্বরে বলল, দ্যাখ তো, দুলজোড়া কেমন হল?

বাক্সটা খুলল মল্লার। চোখে কৃত্রিম বিস্ময়, বাহ্, খুব সুন্দর।

দিদির বানানো নেকলেসটার সঙ্গে একদম ম্যাচ করে যাচ্ছে না?

তাপসী বলল, ওকে জিজ্ঞেস করে কী লাভ? ম্যাচিং-এর ও বোঝেটা কী?

তা বললে চলবে দিদি? এবার তো ম্যাচিং-ট্যাচিংগুলো শিখতে হবে। নইলে বউ ছাড়বে?

pathagar.net

মল্লার বলল, সে যখন দরকার হবে, শিখব।

এত উদাস-উদাস কণ্ঠ কেন, অ্যাঁ? যেন ইন্টারেস্ট পাচ্ছিস না? দিদি সেদিন বউয়ের শাড়িগুলো কত আগ্রহ নিয়ে দেখাচ্ছিল, একবার লুক মেরেই চলে গেলি! মানসী ঠোঁট টিপে হাসছে। চোখ ঘুরিয়ে বলল, লজ্জা পাচ্ছিস?

কী যে পাচ্ছে, তা শুধু মল্লারই জানে। তবে মনে যাই চলুক, সব কিছু তো করেও যাচ্ছে। বিশ্বরূপের সঙ্গে বেরিয়ে স্যুটের মাপ দিয়ে এসেছিল, ট্রায়াল দিল গত সপ্তাহে। মা-মাসিরা জানে না, অফিস থেকে বিশাখাকে নিয়ে একদিন গয়নার দোকানেও গিয়েছিল মল্লার। সবাই বলল, ফুলশয্যায় নাকি বউকে সারপ্রাইজ গিফ্‌ট দিতে হয়, তাই একটা হিরের আংটি কিনল। মধুযামিনীর বন্দোবস্তও তো মল্লার সেরে ফেলেছে। শ্রাবন্তীর শখ, শীতের সময়ে আরও ঠান্ডায় যাবে। জায়গাও পছন্দ করে দিয়েছে। সিকিমের ইয়ুমথাং। বিয়ের পর ভাবী বউয়ের বরফের দেশে যাওয়ার সাধ মেটাতে ট্রেনের টিকিট, হোটেল বুকিং রেডি। কোনও কর্তব্যেই তো মল্লার ফাঁক রাখেনি।

মুখে হাসি টেনে মল্লার বলল, লজ্জা পাওয়াই তো রেওয়াজ ছোটমাসি। নইলে তোমরাই তো আমাকে বেহায়া বলবে।

মরে যাই, মরে যাই!... শুনলি দিদি, শুনলি তোর ছেলের বুলি?

মানসী হেসে গড়িয়ে পড়ল। তাপসী মুখে আঁচল চেপেছে। মল্লার আর একটুক্ষণ দাঁত বার করে থেকে ঘরে ফিরল। আবার থ্রিলার খুলে শয্যায়।

সবে পড়া শুরু করেছে, মোবাইলে সুরঝংকার। এবার স্বয়ং শ্রাবন্তী! বিয়ে যত কাছে আসছে, শ্রাবন্তীর ফোনের বহর বাড়ছে তত। দিনে এখন তিন-চারবার তো গলা শুনতেই হয়।

মল্লার বলল, হুঁউ।

কী করছিলে?

একটা বই উলটোচ্ছিলাম।

কী বই?

কিনেছি একটা। হাইলি ইন্টারেস্টিং।

আমার চেয়েও? হাসি নয়, যেন একরাশ কাচের চুড়ি বেজে উঠল ওপারে, তুমি কী বেরসিক গো! মিথ্যে করেও তো বলতে পারতে, আমার ধ্যান করছিলে!

pathagar.net

বানিয়ে বানিয়ে বললে বুঝি তুমি খুশি হও?

আহা, তোমার তো সত্যি সত্যি এখন আমার কথা ভাবা উচিত। সব ছেলেই তাই করে, বুঝলে।

মল্লার শ্বাস ফেলে বলল, হুঁ।

অ্যাই, ছুটির অ্যাপ্লিকেশন দিলে অফিসে?

হুঁ।

ক'দিনের?

টু উইকস।

ব্যস? মাত্র চোদ্দো দিনে কী হবে?

কেন, আমরা তো সাত দিনের জন্য বেড়াতে যাচ্ছি। আর বিয়ে-টিয়ে মিলিয়ে ধরো আরও দিন সাতেক।

তুমি কী গো? হানিমুন থেকে ফিরেই অফিস দৌড়োবে? কত কী প্ল্যান করছিলাম... এর ওর বাড়ি যাওয়া আছে... আমার মাসতুতো দিদি তো নেমন্তন্ন করেই রেখেছে... ওখানে সারাদিন হইহুল্লোড় হবে... কোন্নগরে গঙ্গার ধারে ওদের কী সুন্দর বাড়ি... কত হাওয়াবাতাস...

শ্রাবন্তী বকমবকম করেই চলেছে। ফোন ছাড়ার পর মল্লারের আবার মনে হল, মেয়েটা বড্ড সাদামাটা। মনটা টলটলে জলের মতো স্বচ্ছ। শ্রাবন্তী যে এখন শুধু মল্লারেই ডুবে আছে, তাতে কোনও সংশয় নেই। চিকুরটা বড় জটিল। কিছুতেই তার তল পাওয়া গেল না। মল্লারকে জড়িয়ে নার্সিংহোমে অত কান্নাকাটি, অথচ পরে তাকে আলাদা করে যেন চিনলই না। চিকুরের মায়ের কাজটা তো শৈবাল-মল্লাররাই হাতে হাতে তুলল... শ্রাদ্ধের দিন সকাল থেকে সন্ধে চিকুরদের বাড়ি পড়ে রইল মল্লার... একটি বারের জন্য কি বোঝা গেল চিকুর তাকে একটা বিশেষ জায়গা দিয়েছে? উপলকে শ্রাদ্ধের দিন দেখেছে মল্লার। বোকা বোকা লালটুমার্কা চেহারা। হুমদো মুখে বাপ-মা'র সঙ্গে শ্রাদ্ধবাসরে এল, মিনিট পনেরো দাঁড়িয়ে গুটগুট করে তাদের লেজ ধরে ফিরে গেল। যাওয়ার সময়ে দাদু-ঠাকুমা তাও কিঞ্চিৎ সোহাগ দেখাল নাতিকে নিয়ে, মাকড়াটা কিন্তু দিব্যি নির্বিকার। শালা ট্যাঁড়োশটা যদি আগেই চিকুরকে ঘেঁটি ধরে নিয়ে যেত, মল্লারকে আজ এই অশান্তিতে পড়তে হয় কি? তবে ওই ন্যাদোশকে চিকুর ভালবাসতে পারেই না। বোকা পাঁঠাটার সেই পৌরুষ

pathagar.net

কোথায়? চিকুরকে মল্লার যা দিতে পারে শালা বোকা পাঁঠাটার ক্ষমতা আছে তা দেওয়ার? ইস্, চিকুরের রহস্য আর ঝাঁঝ যদি শ্রাবন্তীর ব্রীড়া আর নম্র সমর্পণের সঙ্গে মেলানো যেত!

ওফ্, আবার সেই ধন্দ! আবার চিকুর!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিরুপায়ের মতো সেলফোনটা টানল মল্লার। চিকুরের নম্বরের সঙ্গে চলভাষ ক্যামেরায় তোলা চিকুরের ছবিখানা বার করে দেখছে। সবুজ বোতামে হাত চলেই গেল।

ওপাশে চিকুরের সতেজ গলা, হঠাৎ বরবাবাজির এখন আমায় মনে পড়ল যে?

তোমাকে আমার সর্বক্ষণই মনে পড়ে।

মসকা মেরো না। বিয়ের কার্ডটা পর্যন্ত এখনও আমায় দিলে না!

একখানা নেমন্তন্নর চিঠি পাওয়া কি খুব জরুরি?

একটুও না। তুমি ইনভাইট না-করলেও আমি যাচ্ছি।... জানো তো, তোমার সঙ্গে আমার বোধহয় একটা টেলিপ্যাথি আছে। এইমাত্র ভাবছিলাম তোমায় একটা কল করি। হাতে ফোনটা নিয়েছি, ওমনি তোমার...

কেন ফোন করছিলে? এমনিই?

আজ্ঞে না স্যার। বেকার মানুষ, ফালতু পয়সা খরচ করব কেন? একটা গুড নিউজ আছে। সফিকুল আমায় একটু আগে জানাল, ওদের প্রোডাকশন হাউস আমাকে সিলেক্ট করেছে। সোমবারই জয়েনিং।

বাহ্, বাহ্, সত্যিই ভাল খবর।

আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। দুপুরগুলো আমায় গিলে খাচ্ছিল।

আজ দুপুরে কী করছ?

বাড়িতেই আছি। কেন?

বেরিয়ে পড়ো। কোথাও একটা লাঞ্চ করি।

দুপুরে হবে না। ছেলেকে এখন খাওয়াব, ফুল স্কুল থেকে ফিরবে...

তা হলে বিকেলে?

কী ব্যাপার বলো তো? হঠাৎ ডাকাডাকি কেন?

এমনিই। আড্ডা মারতাম। আবার কবে দেখা হয় না হয়... তুমিও তো এরপর বিজি হয়ে যাবে...

pathagar.net

তা হব। সফিকুল আমাকে দেড়েমুশে খাটাবে বলেছে। নতুন লাইন, কাজও শিখতে হবে...। কোথায় থাকবে তুমি?

সিটি সেন্টারে? কফিবারটায়?

ডান। আমি পাঁচটায় পৌঁছোচ্ছি। না না, সাড়ে পাঁচটা।

ফোন রেখে মল্লার চিত হয়ে শুল। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে বনবন, তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে।

কী দেখছে? ঘুরন্ত পাখার ধোঁয়া ধোঁয়া ব্লেড? নাকি অন্য কিছু?

ডাইনিং টেবিলে ফুল। পরোটা-আলুর দম বানানোই ছিল, চিকুর দিয়ে গেছে, খাচ্ছে একা একা। এখন আর তার খাওয়ার সময়ে পাহারাদারির দরকার নেই, তাড়াও লাগাতে হয় না ঘনঘন, বিনা বায়নাক্কায় সে মুখে তোলে দিব্যি। শুভার মৃত্যু মাত্র দেড় মাসে তাকে যেন অনেকটা বড় করে দিয়েছে।

চিকুর বিছানায় এল। কুটুসের পাশে গড়িয়ে পড়েছে। জোর করে কিছুক্ষণ কুটুসকে শুইয়ে রাখাই যথেষ্ট, তা হলেই নিদ্রাদেবীর আগমন ঘটবে তার চোখে। তবে যতক্ষণ সে জেগে থাকবে, অবিরাম হেনে যাবে প্রশ্নবাণ, উত্তর দিতে দিতে চুল ছিঁড়বে চিকুর।

আজ কুটুসের ফের দিম্মাকে মনে পড়েছে। চোখ পিটপিট করে বলল, মা, দিম্মা সত্যি সত্যি আর কখনও আসবে না?

না সোনা। দিম্মার আর ফেরার উপায় নেই।

কোথায় গেল বলো তো দিম্মা? কাচের গাড়িটায় শুয়ে?

কতবার তো বলেছি কুটুস, দিম্মা স্বর্গে গেছে।

স্বর্গটা কোথায়?

মরে যাওয়াকেই স্বর্গে যাওয়া বলে।

ও, তা হলে দিম্মা মরে গেছে? ক্ষণিকের বিরতি, ফের প্রশ্ন, কেন মরে গেল?

বা রে, অসুখ হয়েছিল যে।

অসুখ হলেই সবাই মরে যায়?

তা নয়। খুব খারাপ অসুখ হলে মানুষ মারা যায়।

pathagar.net

কেন দিম্মার খুব খারাপ অসুখ হল?

চিকুর যেন এবার ঠোক্কর খেয়েছে। জবাব তো ঠোঁটের ডগায় মজুত, কিন্তু স্বর ফুটছে না যে। বিশ্বসুদ্ধ লোককে বলেছে, মা'র শরীরটা অনেকদিন ধরে গড়বড় করছিল, কিন্তু কিছুতেই মা ডাক্তার দেখাতে চায়নি, স্ট্রোক হওয়ার পর নার্সিংহোমে গিয়ে শুনল মা'র ব্রেনে নাকি রক্ত সঞ্চালন হচ্ছিল না ঠিকঠাক...। কথাগুলো বর্ণে বর্ণে সত্যি। আবার যেন সত্যি নয়ও। বহুবার চিকুর লক্ষ করেছে মা ঝিমোচ্ছে, টিসটাস শুয়ে পড়ছে যখন তখন, তবু তো জোর করে সে ডাক্তার দেখায়নি! বাড়িতে ডাক্তারকে কল দিলে মা কি লুকিয়ে থাকত? শুধু মাকে হাঁটু ব্যথার মলম আনিয়ে দিয়েই চিকুরের দায়িত্ব শেষ?

স্বীকারোক্তির সুরে চিকুর বলল, অন্যায় হয়ে গেছে বাবা। আমারই ভুল হয়েছে। ঠিক সময়ে ওষুধ দিইনি তো, তাই অসুখটা খারাপ হয়ে গেল।

কুটুসের চোখ বুজে এসেছে। ঘুমজড়ানো গলায় বলল, ঠিক সময়ে ওষুধ না-দিলে লোক মরে যায়?

দিলেও তো সব সময়ে বাঁচে না সোনা। সবাইকেই একদিন না-একদিন মরতে হয়।

কেন মরতে হয়?

আয়ু ফুরোয় যে।

আয়ু কী?

খুঁজে উত্তরটা দিতে গিয়ে চিকুর টের পেল ছেলের নিশ্বাস ঘন হয়ে গেছে। সন্তর্পণে খাট থেকে নেমে ফুলের কাছে এল, কী রে, আর কিছু নিবি?

নাহ্।

ফ্রিজে মিষ্টি আছে, খেতে পারিস।

ইচ্ছে করছে না।

তা হলে একটু কুটুসের পাশে গিয়ে বিশ্রাম নে। তোর তো আবার পড়তে যাওয়া আছে।

বাথরুমে হাত ধুতে যাচ্ছিল ফুল, ঘুরে বলল, এখন একটু টিভি দেখব মাসিমণি?

চিকুর মানা করল না। দিম্মা যাওয়া ইস্তক মনমরা থাকে মেয়েটা। দেখুক

pathagar.net

সিনেমা, সিরিয়াল। স্বাভাবিক হোক। বলল, আস্তে চালাস। দাদু শুয়েছে। কুটুসটাও সবে ঘুমোল...

ফুলের এঁটো প্লেট টেবিলেই পড়ে। তুলে নিয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিল চিকুর। যা ভেবেছে তাই। কমলারানি ঢুলছেন বসে বসে! সবে গত সপ্তাহে কাজে লেগেছে মাঝবয়সি মহিলাটি। রাতদিন থাকবে, মাইনে নেবে হাজার। দেশগাঁয়ের লোক, কাজলের কীরকম যেন বোন হয়। বেশ জবুথবু ধরনের, পাকাপোক্ত হতে সময় লাগবে।

ডাকাডাকি না-করে চিকুর সিঙ্কে প্লেট নামাচ্ছিল, শব্দে চমকে জেগেছে কমলা। ঠোঁটের কষ মুছছে।

চিকুর হেসে বলল, ঘুমোও, ঘুমোও। আজ আর কাল যত পারো নাক ডাকাও। পরশু থেকে আমার অফিস, মনে রেখো তোমারও ঘুম খতম।

আমি তো ঘুমোইনি দিদি। চক্ষু দুটো লেগে গিয়েছিল।

আর লাগার সুযোগ পাবে না। আমি না-থাকলে বাচ্চা স্কুল থেকে ফিরে যা শুরু করবে...! চিকুর গিন্নি-গিন্নি ভাব ফোটাল, কয়েকটা কথা শুনে রাখো। আমি সকাল দশটায় বেরোব, ফেরার কিন্তু কোনও ঠিক থাকবে না। রাত্তির আটটা-ন'টা-দশটাও বাজতে পারে। কাজলদি রেঁধে দিয়ে যাবে, বাকি সব দেখভালের দায়িত্ব তোমার। এখন বাবা বাড়ি থাকছে, এরপর কিন্তু বেরোবে। দুপুর-বিকেলটা তুমি কুটুসের সঙ্গে ছায়ার মতো থেকো। বিকেলে ওকে পার্কে নিয়ে যাবে। খেলাধুলো করুক, ছুটোছুটি করুক... তুমি শুধু চোখটা খোলা রাখবে। দুপুরবেলা হুটহাট দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে পারে কুটুস, আজকাল খুব পা বেড়েছে...

তুমি কিচ্ছুটি ভেবোনি দিদি। আমি কি বাচ্চা মানুষ করিনি? নাতিকে তো আমিই কোলেপিঠে করে মানুষ করলাম। ছেলেও ছোটতে কম দামাল ছিলনি, হামা টেনে টেনে রাস্তায় নেমে যেত। এখন অবশ্যি সে লায়েক হয়েছে, মা'র পানে ফিরেও চায় না। রাক্ষুসি বউ কী যে তুক করল...

চিকুর টুপ করে সরে এল। মহিলার এই আর এক দোষ। বাড়ির গল্প শুরু করলে থামতে চায় না। কাঁহাতক মানুষের দুঃখের ইতিহাস শোনা যায়? বিশেষত চিকুর যখন একটা ভয়ংকর যন্ত্রণার থাবা থেকে কোনওক্রমে নিজেকে মুক্ত করেছে!

pathagar.net

হ্যাঁ, মন খারাপের ব্যাধিটা খুব বেশি পেয়ে বসেছিল চিকুরকে। প্রথম প্রথম তো ঘুম ভাঙলেই ছ্যাঁৎ করে উঠত বুকটা। কে যেন ঝাঁকুনি মেরে স্মরণ করিয়ে দিত, মা আর নেই! ও ঘরে না, ব্যালকনিতে না, ড্রয়িংস্পেসে না, বাথরুমে না, রান্নাঘরে না... বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও নেই! ওমনি কী যে চিনচিনে কষ্ট! খালি মনে হত, মা বুঝি তার জন্যেই মরে গেল। ওষুধ, ডাক্তার তো পরের কথা, মাকে শান্তিটুকু কি দিতে পেরেছিল চিকুর? দিদির শোক তো মা'র মনে দগদগে ঘা হয়ে ছিলই, তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল চিকুরকে নিয়ে দুর্ভাবনা। হয়তো অকারণ, তবু টেনশন করত তো। মেয়ের জীবন যে মেয়েরই জীবন, তার ভালমন্দের ধারণা সঙ্গে বাবা-মা'র ভালমন্দের ধারণা নাও মিলতে পারে— এটা মানতই না মা। না-পারাটা হয়তো মা'র সংস্কার। কিন্তু তাকে না বোঝাতে পারাটাও তো চিকুরের ব্যর্থতা। নয় কি?

তবে চিকুরের সেই চিত্তবিক্ষোভ অনেক প্রশমিত এখন। হয়তো এই ভেবে প্রবোধ পেয়েছে, মৃত্যু এক স্বাভাবিক পরিণতি, যে-কোনও সময়ে আসতে পারে, যে-কোনওভাবে। ফেরানো যখন তাকে যাবেই না, শোক আগলে বসে থেকে কী লাভ! দায়িত্ব-কর্তব্যের কূট যুক্তি দেখিয়ে মনোভার বাড়ানোও তো নিরর্থক। কিংবা হয়তো এমনিই ভুলছে চিকুর, সময়ের নিজস্ব নিয়মে।

দেবেশ উঠে পড়েছে। চা বানিয়ে ডাকল চিকুরকে। নীলদের ফ্ল্যাট থেকে গান উড়ে আসছে, চিকুর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে শুনছিল। রিহার্সাল নয়, সিডি বানিয়ে চালাচ্ছে নীল। ড্রয়িংস্পেসে এসে চিকুর বলল, নীলের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াটা বোধহয় ঘুচল। গান গান করে যা মেতেছে।

দেবেশ যেন শুনলই না। বলল, দ্যাখ তো, আর চিনি লাগবে কিনা।

বাবার এই অন্যমনস্কতা বড় চোখে লাগে চিকুরের। মুখখানা গম্ভীর করে বলল, কেন ফালতু কাজগুলো করছ এখন? চা করাটা কমলাদির হাতে ছেড়ে দাও না।

থাক। দেবেশের উদাসীন জবাব, অভ্যেসটা বদল করি কেন।

অনেক কিছুই তুমি কিন্তু পালটে ফেলেছ বাবা। অফ-সিজনে প্র্যাকটিস না-থাকলে রেগুলার মর্নিংওয়াকে বেরোতে। বিকেলে ক্লাবে যাওয়াটা তো একদম বন্ধ করে দিলে।... তোমাদের এ সময়ে কোনও টুর্নামেন্ট নেই?

pathagar.net

ডিসেম্বরে একটা আছে। জামশেদপুরে। যাব কিনা ভাবছি।

কেন যাবে না? ঘরে বসে বসে ঘরকুনো হবে? তিন মাসে বুঢ্ঢা বনে যাবে, বুঝেছ।... আমাকে দ্যাখো, বিকেলেই আমি চরতে বেরিয়ে যাব। আর মানডে থেকে তো পুরোদমে অফিস।

দেবেশ মাথা নামিয়ে বসে। চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। কপালে চিন্তার সরু-সরু রেখা। ফুটছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার ফুটছে। হঠাৎই বলল, হ্যাঁরে চিকা, উপলের ব্যাপার-স্যাপারটা কী বল তো?

বাবাকেও কি মা'র রোগে ধরল? চিকুর ভুরু কুঁচকে বলল, কীসের কী ব্যাপার?

এই যে... নিজের হাফেই দাঁড়িয়ে আছে, ওঠেও না, নামেও না?

ডিউটি করছে তো। চিকুরের স্বরে ব্যঙ্গ, ছেলেকে কালীপুজোয় নিয়ে গেল... প্রাণভরে বাজি পোড়ানো হল...

তোর সঙ্গে আর কোনও কথা হয় না?

বলে কোথায়! চিকুর বাবার ভাষায় উত্তর দিল, দেখেই তো মনে হয়, রেফারি পেনাল্টির হুইসিল দিয়েছে, আর ও গোলপোস্ট আগলে দাঁড়িয়ে।

দেবেশ হেসে ফেলল। হাসিটুকু তেমন উজ্জ্বল হয়তো নয়, তবু ভাল লাগল চিকুরের। শুকনো মুখে বাবাকে একটুও মানায় না।

স্মিত মুখে চিকুর বলল, খচা পার্টির কথা ছাড়ো। তুমি তা হলে কবে থেকে মাঠে যাচ্ছ?

যাব রে বাবা, যাব। হুড়ো লাগাস না তো! ডিসেম্বরের গোড়ায় প্র্যাকটিস শুরু, তখন তো আর সাইড লাইনের বাইরে বসে থাকা যাবে না।

হ্যাঁ, এবার নিজেকে নাড়াও একটু। কীভাবে টিম সাজাবে, স্ট্র্যাটেজি তৈরি করো।

দেবেশকে খানিক উজ্জীবিত করে চিকুর ঘরে গেল। একটা হিন্দি সিনেমা চালিয়েছে ফুল, কিছুক্ষণ দেখল বসে। তারপর কুটুস জাগতেই তাকে দুধ-টুধ খাইয়ে রওনা দিয়েছে সল্টলেক। মল্লারের বিয়েতে একটা ভাল উপহার দিতে হবে। মল্লারকে নিয়েই যাবে দোকানে। কী যে কেনা যায়?

pathagar.net

শনিবারের পড়ন্ত বিকেল। শপিং মলের কফিবারে কমবয়সি ছেলেমেয়েদের মেলা বসে গেছে যেন। চা কফি ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে টেবিলে টেবিলে বিচ্ছুরিত হচ্ছে উচ্ছ্বাস। কেউ ঘনিষ্ঠ গল্পে মশগুল, কেউ-বা স্ফূর্তিতে মাতোয়ারা।

খোলা চত্বরটায় বসে ছিল মল্লার। চোখ ঘুরছে এদিক সেদিক। আচমকা দেখতে পেল তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে চিকুর। পরনে আজ চুড়িদার-কামিজ, লম্বা ওড়না প্রায় লুটোচ্ছে মাটিতে।

মল্লারের হৃৎপিণ্ড ধকধক। আজই যে কেন বেশি সুন্দর লাগে চিকুরকে!

মল্লার হাত তুলল, হাই!

চিকুর এসে বসেছে টেবিলের উলটো দিকে। কথা বলছে না, শুধু ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে নানান ভঙ্গিমায় দেখছে মল্লারকে। আর হেসে চলেছে মিটিমিটি। একটা নোনা গন্ধ পেল কি মল্লার?

অস্বস্তিমাখা স্বরে মল্লার বলল, দেখছটা কী?

উঁহু, দেখছি না তো, অবলোকন করছি। বক্রোষ্ঠিকা উৎসারিত হচ্ছে।

মানে?

অভিধান খুলে দেখে নিয়ো। অমন ভ্যাবাগঙ্গারামের মতো মুখ করে আছ কেন?

বিদ্রূপ হানার জন্য কি আজ এসেছে চিকুর? মল্লারকে কি খুবই নার্ভাস দেখাচ্ছে?

জোর করে একটা হাসি ফোটাল মল্লার। স্বরে সপ্রতিভতা আনল। বলল, এখানে একা একা ওয়েট করা যে কী বোরিং!

হুম্। তা দোকাটিকে আনলে না কেন?

ধুৎ, সে এখানে কী করবে?

তুমি যা করতে এসেছ। গল্প। আড্ডা। বিয়ের দিন তো আলাপ জমে না, আর বিয়ের পর তোমাদের টিকিটি দেখা যাবে না। ফরমাল, ইনফরমাল, সব ধরনের ইন্ট্রো আজ হয়ে যেত। ইশ্, কেন আনলে না গো?

শ্রাবন্তীকে আনবে চিকুরের সামনে? মল্লার কি উন্মাদ?

মল্লারের চোয়াল সামান্য ফাঁক হল, কী নেবে বলো? চা? কফি? স্মুদিং কিছু?

pathagar.net

তোমার কি মেমরি লস হচ্ছে, মল্লার? আমরা বন্ধুরা এখানে গুলতানি করতে এলে আমি কী আইটেম নিই? তুমি সেটা নিয়ে আমায় আওয়াজও মেরেছ।

সত্যি কি স্নায়ুর চাপে স্মৃতিভ্রংশ হচ্ছে মল্লার?

ঝটিতি মল্লার বলল, ও, ব্লু লেগুন?

মনে পড়েছে তা হলে? তুমি নিশ্চয়ই আইস-টি? সঙ্গে গ্রিল্ড স্যান্ডউইচ নিচ্ছি। চিকুর তর্জনী ওঠাল, আজ কিন্তু তুমি পার্স বার করবে না।

কেন?

ধরে নাও, তোমাকে আইবুড়ো ভাত খাওয়াচ্ছি। থুড়ি, আইবুড়ো স্যান্ডউইচ।

বলেই হিহি হিহি। ওয়েটারকে আহ্বান এবং নির্দেশ। ফের বুদবুদের মতো হাসি।

চিকুরের মনেও কি ঝড় উঠেছে কোনও? তুফান ঢাকতে শ্লেষের আশ্রয়?

আপনাআপনি গলা ভারী হয়ে গেল মল্লারের, এত হাসি তোমার কোত্থেকে আসছে চিকুর?

চিকুর চোখ টিপল, পেট থেকে, অফকোর্স।

চিকুরের চোখে চোখ রাখল মল্লার, আমি কিন্তু এই বিয়েতে একটুও মজা পাচ্ছি না।

তেমন প্রতিক্রিয়া ঘটল না, তবে হাসি সামান্য বুজেছে, কেন?

মল্লার বলেই ফেলল, তুমি বোঝো না, আমি কত ডিলেমার মধ্যে আছি?

কী ডিলেমা? কেন ডিলেমা?

তুমি কি সত্যিই বুঝছ না? মল্লার স্বরের ঝাঁঝটা রুখতে পারল না। চাপা গলায় বলল, অ্যাক্টিং করছ নাকি?

অ্যাক্টিং? আমি? এতক্ষণে যেন চিকুরের চোখে বিস্ময় জেগেছে, তোমার কী হয়েছে বলো তো মল্লার?

মল্লারের কথা আটকে গেল। আঙুল আঁচড় কাটছে টেবিলে। উন্মন চোখ চলে যাচ্ছে দূরে, বহু দূরে। মাঝে মাঝে চোরা দৃষ্টি ছুঁয়ে যায় চিকুরকে। ইজেলে তুলির চকিত টানের মতো।

pathagar.net

চিকুর অস্ফুটে বলল, তোমার প্রবলেমটা কী?

মল্লারের গলা কেঁপে গেল, তুমি কি সব ভুলে যেতে চাও, চিকুর?

কী ভুলব?

সেই সব মুহূর্তগুলো... আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি...

যাহ্ বাবা, ভুলব কেন? চিকুরের স্বরে এতটুকু জড়তা নেই, তুমি আমার এত ভাল বন্ধু...

কী যে হয়ে গেল মল্লারের, খপ করে চেপে ধরেছে চিকুরের হাত। জ্বোরো রোগীর স্বরে বলল, আমি তোমাকে হারাতে চাই না চিকুর।

স্ট্রেঞ্জ! এ প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে?

এবার বুঝি মল্লার খানিকটা ভরসা পেয়েছে। এক টুকরো হাসি ফুটল মুখে। বলল, কথা দাও।

চিকুর অবাক গলায় বলল, কথা দেওয়ার কী আছে? আমরা তো বন্ধু থাকবই।

বিয়ের পরেও?

বিয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের কী সম্পর্ক?

নেই, না?

মল্লার তো এই আশ্বাসটুকুই চেয়েছিল। হাসি প্রশস্ত হয়েছে মল্লারের। ফুরফুরে গলায় বলল, সত্যি তো, বিয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের সংঘাত কোথায়? আমরা তো ফাঁকফুরসত খুঁজে বেরিয়ে পড়তেই পারি।

চিকুর চোখ পিটপিট করল, মানে?

আমরা আমাদের মতো করে এনজয় করব। সমুদ্র, জঙ্গল, যেখানে তুমি বলবে...। মল্লার অন্য হাতটাও চিকুরের হাতে রাখল। আবিষ্ট গলায় বলল, আমরা একটা সেপারেট লাইফ তৈরি করে নেব চিকুর।

পলকে মুখচোখ বদলে গেছে চিকুরের। এক ঝটকায় সরিয়ে নিল হাত। তীব্র স্বরে বলল, ছি মল্লার, আমি কি শুধুই শরীর?

শরীর আর মন কি আলাদা নাকি? মল্লার হাসার চেষ্টা করল। গলা নামিয়ে বলল, বুঝতে পারছি তোমার কোথায় বাধছে। কিন্তু তোমার উপল তো পিকচারে নেই। আমার শ্রাবন্তীও না-জানলেই হল। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, বন্ধুরাও কেউ কিচ্ছুটি টের পাবে না। এ শুধু বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি।

pathagar.net

চিকুরের চোখ জ্বলছে। কেটে কেটে বলল, তোমার সাহস তো কম নয়! ডেকে এনে আমাকে অপমান করছ? তুমি তো সুজয় কুণ্ডুদেরও বেহদ্দ!

সপাটে কষানো থাপ্পড়ের মতো শব্দগুলো আছড়ে পড়ল মল্লারের কানে। কিন্তু আর তো কথা ফেরানোর রাস্তা নেই। মরিয়া হয়ে বলল, তুমিই কিন্তু আমায় প্রোভোক করেছিলে। এখন এসব বড় বড় বুকনি কি তোমার মুখে সাজে? অস্বীকার করতে পারো, তুমি আমাকে চাও? তা হলে হঠাৎ আজ ভড়ং করছ কেন?

চিকুর লাফিয়ে উঠে পড়েছে। দু'-চার সেকেন্ড আগুনে চোখে দেখল মল্লারকে। জ্বলন্ত গোলার মতো বেরিয়ে যাচ্ছে কফিবার ছেড়ে।

মল্লার হতবুদ্ধির মতো বসে। সরাসরি প্রস্তাবটা পাড়া কি ভুল হয়ে গেল? সেই রাতে, সমুদ্রের পাড়ে যে তাকে কামক্ষুধায় ছিন্নভিন্ন করেছিল, এ কি সেই মেয়ে? চাঁদের আলোয় শুয়ে ছিল... জ্যোৎস্না মেখে... জ্যোৎস্না হয়ে...!

নাহ্, ধন্দটা রয়েই গেল। চিকুরকে পড়তে পারল না মল্লার।

pathagar.net

তেরো

শীতের ময়দানে সন্ধে নেমেছে। ক্লাব তাঁবুর বাইরেটায় চেয়ার পেতে একা বসেছিল দেবেশ। ভেতরে উচ্চণ্ড হইহল্লার আওয়াজ। সন্ধের দিকে বাঁধাধরা কিছু সভ্য হাজিরা দেয় ক্লাবে, জমে ওঠে তাসের আসর। তাসপাশা দেবেশের দু'চক্ষের বিষ, তাসুড়েদের সঙ্গও তার পছন্দ নয়। তা ছাড়া সে তো শুধু ভাড়া করা কোচ, সদস্যদের সঙ্গে অকারণ গা-ঘষাঘষি করবেই বা কেন। তার চেয়ে বরং এই খোলা জায়গাই ভাল।

মহামেডান টেন্ট থেকে খানিক আলো এসে পড়েছে পাশের মাঠটায়। দেবেশ ওই মাঠটাকেই দেখছিল। অতীতের আলো, আর আগামীর ছায়া মিলেমিশে যেন এক অস্পষ্ট বর্তমান। সুখ, দুঃখ, কিছুই যেন ফোটে না ওই আবছায়ায়। এক একটা দিন এখন স্রেফ চব্বিশটা ঘণ্টা। কাটে না, পেরিয়ে যায় শুধু। এক পা, এক পা করে। আরও ঘনতর ছায়ার দিকে। তার মাঝেই কখন যে খেলা শেষের বাঁশি বাজিয়ে দেবে রেফারি!

তাঁবু থেকে বেরিয়েছে ঘোড়া দত্ত। ঠাকুরদা মতিলাল দত্তের প্রতিষ্ঠা করা বাগবাজার ইউনাইটেডের বর্তমান কর্ণধার। এককালে ঘোড়দৌড়ের নেশার সূত্রে পান্নালালের ঘোড়া নামটাই চালু ময়দানে। বিয়ে-থা করেনি, শোনা যায় দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটে বাঁধা মেয়েমানুষ আছে, রাজকাটরার পারিবারিক ব্যবসায়ে বছরে সাতদিনও পা রাখে কিনা সন্দেহ, লোকটা ক্লাব নিয়েই মেতে থাকে দিনরাত।

বছর সত্তরের ঘোড়া দত্ত দেবেশকেই খুঁজছিল। অন্ধকারে চোখ চালিয়ে বলল, এখানে ভূতের মতো বসে কেন? ঠান্ডাটা জাঁকিয়ে পড়েছে, অসুখ-বিসুখ বাধাবে যে।

pathagar.net

দেবেশ নির্লিপ্ত স্বরে বলল, এ রুশি সৈনিকের শরীর ঘোড়াদা। রোদ বৃষ্টি হিম, সবই সইতে পারে।

আমিও এক সময়ে ওরকম ভাবতুম হে। এখন বাঁদুরে টুপি চড়াই। বয়সটাকে তো মানতে হবে। বলতে বলতে হাঁক পেড়েছে, বঙ্কু, একটা চেয়ার দিয়ে যা বাপ। আমরা দু'টিতে একটু মনের-প্রাণের গপ্পো করি।

শশব্যস্ত বঙ্কুমালি সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করেছে। আয়েশ করে বসে ঘোড়া দত্ত বলল, তোমার আক্কেলখানা কী বলো তো? অত দাম দিয়ে তোমার জন্য উপহার কেনা হল, বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ না কেন?

জামশেদপুর টুর্নামেন্টে রানার্স হয়েছে বাগবাজার ইউনাইটেড। সাত-আটটা রাজ্য থেকে জবরদস্ত দল এসেছিল, চ্যাম্পিয়ন না-হলেও ঘোড়া দত্ত তাই বেজায় খুশি। মাথা পিছু তিন হাজার টাকা ইনাম দেওয়া হয়েছে খেলোয়াড়দের, কোচ দেবু মিত্তিরকে বিদেশি ঘড়ি। দিন মাস বছর ছাড়া আরও অনেক কিছু দেখা যায় সেই ঘড়িতে, যার প্রতিটিই এখন দেবেশের কাছে মূল্যহীন। হয়তো-বা সময়টাও।

দেবেশ হেলাভরে বলল, নেবখন। ঘড়ি তো পালাচ্ছে না।

তা বটে। শুধু সময়টাই যা পিছলে যায়। হোহো হেসে উঠল ঘোড়া দত্ত। হঠাৎই হাসি থামিয়ে বলল, আমাকে বাবুল একটা খবর দিল। তুমি নাকি আর কন্ট্র্যাক্ট রিনিউ করাতে চাইছ না?

ঠিক তা নয়। কন্ট্র্যাক্টটা একটু বদলাতে হবে। আমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট চাই।

হঠাৎ এরকম বাই চাপল যে? ঘাড়ের কাছে আর একজন ফোঁস ফোঁস করলে তোমার ভাল লাগবে?

উঁহু, একটুও নয়। কিন্তু উপায়ও যে নেই। বড্ড থকে গেছে দেবেশ, শরীর যেন আর দেয় না। চিকুরের জোরাজুরিতে জামশেদপুর গেল বটে, কিন্তু ওখানে গিয়ে টের পেয়েছে অদ্ভুত এক শ্রান্তি ভর করেছে দেহে। শুভাকে সারাটা জীবন বড্ড অবহেলা করেছিল, এখন শুভা যেন তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। যাওয়ার সময়ে যেন শুষে নিয়ে গেছে দেবেশের উদ্যম। সংসারের কাঠামোটাই তো বদলে গেল। ঘরদোর ভুলে আর কি আগের মতো মাঠে পড়ে থাকা সম্ভব? নিষ্ঠুরের মতো জোয়ালটা চাপিয়ে দিয়েছিল শুভার কাঁধে, এখন তো খানিকটা বইতেই হবে। নতুন চাকরিতে চিকুরকে এবার ঘনঘন

pathagar.net

এদিক-ওদিক ছুটতে হবে, বাচ্চা দুটোর দেখভাল তখন করবেটা কে? ওই নড়বড়ে কমলা?

দেবেশ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে। কিন্তু পুরো ঝক্কিটা আমি আর একা বইতে চাই না।

এই তো বিপদে ফেললে। আবার এককাঁড়ি টাকা...

সে আপনার অসুবিধে হলে আমায় ছেড়ে দিন।

আহা, চটছ কেন? ভেবেছিলুম তোমায় বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা বাড়িয়ে দেব। খেটেখুটে ক্লাবটাকে একটা ভাল জায়গায় দাঁড় করিয়েছ... টাকাটা তোমার প্রাপ্য। এখন এক্সট্রা কাউকে রাখলে...

আমারটা নয় তেমন বাড়াবেন না এ বছর। কিন্তু লোক আমার চাই।

ঘোড়া দত্ত একটুক্ষণ চুপ। তারপর বলল, তোমার কাউকে চয়েস আছে?

স্বপন হালদারকে নিতে পারেন। সবে খেলা ছাড়ল, কোচিং-এ ইন্টারেস্টেড...

ঠিক আছে, কথা বলব। তবে মনে রেখো, আমার দু'-তিনটে স্পনসরের সঙ্গে কথা চলছে। যদি পটে যায়, তবে কামিং সিজনে ন্যাশনাল লিগে ঢোকার জন্য একটা মরিয়া ট্রাই চালাব।

ভালই তো। দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেব।

বলেই একটা পিঁপড়ের কামড় খেল যেন। এই ভাগাভাগির কাজটাই যদি সংসারে করত দেবেশ! একা একা বইতে গিয়ে শুভা হাঁপিয়ে উঠেছিল, ক্ষয়ে যাচ্ছিল, ফুরিয়ে আসছিল...। নিঃশব্দে এগিয়ে এল ঘাতক, সাঁইত্রিশ বছর এক ছাদের নীচে বাস করেও দেবেশ টের পেল না।

ঘোড়া দত্ত উঠে দাঁড়িয়েছে, তা হলে সামনের মাসের মাঝামাঝি সবাই মিলে একদিন বসি। আমি, তুমি, সেক্রেটারি, ফুটবল সেক্রেটারি, ক্যাপ্টেন, যদি এর মধ্যে ফাইনাল হয়ে যায় তো স্বপনও...। কোন স্টেট থেকে কাকে আনা যায়, তার একটা লিস্ট তো বানাতে হবে।

হ্যাঁ, বসতে তো হবেই।

অমন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বলছ কেন? ন্যাশনাল লিগে এন্ট্রি পাওয়ার জন্য লড়ব, তোমার তো লাফানো উচিত। দেবেশের কাঁধে হাত রাখল ঘোড়া

pathagar.net

দত্ত। স্নেহের সুরে বলল, মনে হচ্ছে বউমা যাওয়ার শকটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারোনি?

দেবেশ আলতো হাসল, না না, ঠিকই তো আছি।

বললেই মানব? তোমার সেই দরাজ গলাটা কোথায়! কাম অন দেবু, চিয়ার আপ। ঘোড়া দত্ত ফের সশব্দে হেসে উঠল, অবশ্য বললেই কি তা পারা যায়? বিয়ে করার এইটেই তো সবচেয়ে বড় বখেড়া। যুগলে তো মরে না, একটা ঘোড়া আগে টাঁসবেই। পতিদেবতা যাত্রা করলে গিন্নিটি তাও সংসার ছেলেমেয়েতে ডুব দিয়ে কোনওরকমে সামলে নেয়। কিন্তু বউ মরলে ব্যাটাছেলের ভুবন আঁধার। বিশেষত শেষ বয়সে। ভুল বললাম?

অভিজ্ঞ মতামত জানিয়ে অকৃতদার ঘোড়া দত্ত ফের ঢুকেছে তাঁবুতে। ধানাইপানাই না-করে সহকারীর প্রস্তাবে ঘোড়া দত্ত রাজি হয়ে যাওয়ায় মেজাজটা সমে ফিরছিল দেবেশের, আবার যেন কষটে মেরে গেল। বসল না আর, চেয়ার ছেড়ে এগোচ্ছে মন্থর পায়ে। রেড রোডের মুখটায় এসে হঠাৎ নজরে পড়ল, এক দাড়িওয়ালা মাথা নিচু করে তার দিকেই আসছে। কল্যাণ না?

কাছে এসে কল্যাণ থেমেছে। ঈষৎ সংকুচিতভাবে বলল, বেরিয়ে পড়েছেন? আমি আপনার ক্লাবেই যাচ্ছিলাম।

দেবেশের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কেন?

আপনার সঙ্গে দু'-চারটে কথা ছিল। কালও এসেছিলাম... আপনি ছিলেন না...

চিকুরের কাছে গালাগালি খেয়ে পাতিপুকুর বুঝি বর্জন করেছে কল্যাণ। টেলিফোনে খোঁজখবর নেয় মেয়ের। শুভার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অবশ্য ছুটে এসেছিল। শ্মশানে ছিল, শ্রাদ্ধেও। তারপর এই আবার দেখা।

কল্যাণের দরকারটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল দেবেশ। জামাইকে ঝলক জরিপ করে নিয়ে বলল, চলো, যেতে যেতে শুনি।

কনকনে হাওয়া বইছে। কলকাতার পক্ষে শীতটা একটু বেশিই। কল্যাণের গায়ে অবশ্য শুধুই একটা হাফস্লিভ সোয়েটার। দু'হাত পকেটে রেখে হাঁটছে। খানিকটা গিয়ে প্রায় বিড়বিড় করে বলল, আমি দু'-একটা প্ল্যান ভাবছিলাম। আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।

pathagar.net

দেবেশ ঠাট্টার স্বরে বলল, তুমিও প্ল্যান-ট্যান করো?

কল্যাণ হাসল না। বলল, মা তো চলে গেলেন, তাই ফুলের ব্যাপারে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করতে হচ্ছে। আপনারা যে যার কাজে ব্যস্ত থাকবেন...

তো?

ফুলকে যদি রানিগঞ্জে বাবা-মা'র কাছে রেখে আসি... ও একটা নরমাল ফ্যামিলি অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে থাকতে পারবে...। মা'র হয়তো বয়স হয়েছে, তবে লাল্টুর বউ তো আছে। লাল্টুর মেয়েটাও প্রায় কুটুসের সমবয়সি...। আপনি কী বলেন?

পরিকল্পনা বাতিল। ফুলকে ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না।

একটুক্ষণ নীরব থেকে কল্যাণ বলল, আর একটা কাজও করতে পারি। ধরুন, ফুলের নামে একটা মোটা ফিক্সড ডিপোজিট করে দিলাম...। ইচ্ছে করলে তার ইন্টারেস্ট তুলে এখনও খরচা করতে পারেন, কিংবা টাকাটা জমতেও পারে। ফুল হায়ার স্টাডিজ করতে চাইলে পরে গোটা অ্যামাউন্টটা ওর কাজে লেগে যাবে। কিংবা ওর বিয়েতে...

এক সেকেন্ড। ব্যাপারটা বুঝতে দাও। তুমি পুরোপুরি কেটে পড়ার তাল করছ নাকি?

তা নয়। আমি আমার মতোই থাকব। অকারণে আপনাদের আর ডিস্টার্ব করতে চাই না।

এখনও চিকুরের অ্যাটাকটা হজম করে উঠতে পারলে না? দেবেশ হাসল, তোমার শালিটাকে তো চেনো, রাগলে ওর ফাউল, অফসাইড জ্ঞান থাকে না।

না বাবা। চিকুর তো বেঠিক কিছু বলেনি। আমি তো সত্যিই এক অযোগ্য বাপ। মেয়ের কোনও দায়িত্বই আমি পালন করিনি।

বোধোদয় হয়েছে? তা হলে এবার থেকে করো।

কী করব? কী-ই করব? কল্যাণ যেন একটু অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকাল, মেয়ে তো আমার সঙ্গে কথাই বলতে চায় না। টেলিফোনেও কী কাটা কাটা উত্তর! ফুল আমাকে মন থেকে মুছে ফেলতে চায়, বাবা। তার চেয়ে আমিই কেন বেপাত্তা হয়ে যাই না! ওর একটা সিকিউরিটির বন্দোবস্ত করে দিয়ে।

pathagar.net

নির্জন রেড রোড কাঁপিয়ে আচমকা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল দেবেশ। অনেকদিন পর। হাসতে হাসতে বলল, জীবনের কী সহজ একটা সমাধান ছকে ফেলেছ হে!

খারাপটা কী ভাবলাম? এতে তো ফুলেরও শান্তি। সে যা চায়...

জানতাম তুমি একটা খ্যাপা। কিন্তু তুমি যে এত নির্বোধ, তা আমার ধারণা ছিল না। পাহাড়ের দুর্গম রাস্তাকে আন্দাজে আন্দাজে ঠাহর করতে পারো, অথচ একরত্তি মেয়েটার মনের গলিঘুঁজির হদিশ তুমি জানো না! তুমি যদি ওর জীবনে 'কেউ না' হতে, তোমার সঙ্গে কি ওই ব্যবহার করত? কতটা অভিমান জমে আছে মেয়েটার বুকে, তা কি ভাবতে চেষ্টাও করেছ কখনও?

কিন্তু কী করার আছে এখন বলুন? যা ঘটে গেছে, তার তো চারা নেই। চাইলেও তো আর সম্পর্ক নর্মাল হবে না।

বুঝে ফেলেছ? দেবেশের ঠোঁটের কোণে পলকা বিদ্রূপ। মলিন স্বরে বলল, দ্যাখো কল্যাণ, আমরা যা দেখি, বুঝি, সব সময়ে তা সত্যি নয়। এই যে ভাবতাম তোমার শাশুড়ি লাইফের সঙ্গে ওয়াল পাস খেলতে খেলতে দিব্যি এগোচ্ছে, ওদিকে যে অ্যাটাকিং থার্ডে একজন এসে গেছে, তা তো আমি দেখতেই পাইনি। সমস্ত ডিফেন্স ভেঙে সেই তো গোল করে গেল। কেন তাকে খেয়াল করিনি? তোমার মতোই একবগ্গা কিছু ধারণা ছিল যে।... তারপর ধরো, সে যে আদৌ ছিল, সেভাবে তো মাথাতেই রাখিনি। অথচ এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি...

কল্যাণকে নয়, যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে দেবেশ। ভারী হয়ে এল গলা। বুকে একটা জমাট ডেলার অনুভূতি। এসপ্ল্যানেডের বাতিগুলো যেন ঝাপসা সহসা। বড় বড় পা ফেলে রানি রাসমণি রোডে পড়ল। যন্ত্রের মতো হাঁটছে।

বাধোবাধো স্বরে কল্যাণ বলল, তা হলে এখন আমার কী করা উচিত?

ভাবো। আরও ভাবো। পেনাল্টি স্পটে বল বসালেই যেমন গোল হয় না, সংসারেও সবসময়ে দুয়ে দুয়ে চার হয় না। পারলে নিজেকে একটু বদলাও। দুম করে এমন কাজ কোরো না, যার জন্য পরে তোমাকে হাপুস নয়নে কাঁদতে হয়।

pathagar.net

তা হলে কি আমি ফুলের কাছে... কিন্তু...?

সে তুমিই ঠিক করো কীভাবে বরফ গলাবে। তবে পালিয়ে তুমি পার পাবে না, এ আমি সাফ বলে দিলাম। নিজেকে জবাবদিহি করার দায় নেই?

বাসে উঠে নিজের উপদেশগুলোই ঘুরছিল দেবেশের মাথায়। উলুবনে মুক্তো ছড়াল নাকি আজ? স্বভাব কি আদৌ বদলায় মানুষের? ভবঘুরেপনাটা কল্যাণের রক্তে নিশ্চয়ই ছিল, হয়তো কাঁকন থাকলেও সংসার ফেলে ঘুরে ঘুরে বেড়াত ছেলেটা। হয়তো মনোকষ্টে ভুগত কাঁকন, যেমন দেবেশকে নিয়ে শুভা ভুগেছে চিরকাল। চিকুরেরও কি কোনও পরিবর্তন হল? নিজের মতে নিজের মতো করেই তো চলছে সে। ছেলে হলে হয়তো এটাই হত ওর গুণ। অন্তত মহা দোষ বলে তো কেউ ধরত না। শুধু মেয়ে বলেই না চিকুরকে নিয়ে অত দুশ্চিন্তা ছিল শুভার! নিজেকে যে শুধুই একটা মেয়ে বলে ভাবে না চিকুর, এটাই তো চিকুরের স্বভাব।

পাতিপুকুরে নেমে সকালের পাউরুটি আর ডিম কিনল দেবেশ। বাড়ির সামনে এসে দেখল, ফুটপাথে একটা বড়সড় জটলা। গাঁকগাঁক চেঁচাচ্ছে কয়েকটা চেনা মুখ, এক হতভাগা চেহারার ছোকরাকে দমাদ্দম পেটাচ্ছে। ফুড়ুৎ করে পালানোর চেষ্টা করল ছোকরা, ওমনি তাকে পাকড়াও করে ফের কিল-চড়-লাথি। ছিটকে আসা সংলাপ থেকে জানা গেল, ছেলেটা পাতাখোর। ভরসন্ধেবেলা কাদের ফ্ল্যাটে যেন চুরি করতে ঢুকেছিল, ছাদে মেলা জামাকাপড় হাতিয়ে নামার পথে বমাল ধরা পড়েছে। পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার ইচ্ছে নেই জনতার, প্রাণের সুখে পিটিয়ে তবেই ছাড়বে ছোকরাকে। দেবেশ দাঁড়াল না বেশিক্ষণ। স্মরণ করে রাখল, সাবধান করতে হবে কমলাকে। তাদের আবাসনে তো সেরকম পাহারাদারি নেই, ছিঁচকে চোরের হানা কী-ই বা কঠিন।

বাড়ি ঢুকে সতর্কবার্তা জারি করতে যথারীতি ভুলে গেল দেবেশ। স্বভাব। প্রথমেই দৃষ্টি পড়েছে বসার জায়গাটায়। সেন্টার টেবিলে চিকুরের ভ্যানিটিব্যাগ। আজ যে বড় তাড়াতাড়ি ফিরল চিকুর? ব্যাগ এখানে ফেলে রেখেছে কেন? বাড়িতে একটা বাইরের লোক থাকে...

ব্যাগখানা নিয়ে মেয়ের ঘরে এল দেবেশ। ফুল কী যেন লিখছে, কুটুস

pathagar.net

কার্টুন চ্যানেলে ধ্যানস্থ। মেয়েকে দেখতে না-পেয়ে দেবেশ জিজ্ঞেস করল, চিকা গেল কোথায় রে?

এসেই তো বেরোল। নীলদাদের ফ্ল্যাটে মিটিং আছে।

কীসের মিটিং?

থার্টিফার্স্ট ডিসেম্বরের ফাংশান নিয়ে। কে কী পারফর্ম করবে, তা চক আউট করছে।

দেবেশ দু'দিকে মাথা দোলাল। নতুন অফিসে জয়েন করে চিকুরের এনার্জি যেন বেড়ে গেছে। কলকাতার আশপাশে বেড়ানো নিয়ে 'হঠাৎ হঠাৎ' বলে একটা প্রোগ্রাম বানাচ্ছে চিকুরদের প্রোডাকশন হাউস। স্পট নির্বাচন, জায়গাগুলোর ইতিহাস-ভূগোল নিয়ে টুকটাক গবেষণা, চিত্রনাট্য তৈরি, চিকুরের এখন বিস্তর কাজ। রাত জেগে জেগে কীসব খসড়া বানায়, সকালে উঠে আবার অফিস, এখন গিয়ে ভূতের নৃত্যে যোগ দিল... মেয়েটা পারেও বটে।

ঘরে গিয়ে জামাকাপড় বদলে দেবেশ টিভিটা চালাল। কোরিন্থিয়ান্স আর সাও পাওলোর একটা পুরনো খেলা দেখাচ্ছে, আস্তে আস্তে মন গেঁথে গেল ম্যাচে। কমলা চা রেখে গেছে, চুমুক দিতে দিতে শিখছে ব্রাজিলিয়ান রণকৌশল। ছন্দোবদ্ধ ওঠানামা, পাসিং, খেলোয়াড়দের স্থান বদল...

সেকেন্ড হাফ শুরু হওয়ার পর এল চিকুর। খাটে বসেছে।

দেবেশ হালকা গলায় বলল, পাড়া বেড়ানো হল?

চিকুর জবাব দিল না। খেলাই দেখছে। হঠাৎই বলে উঠল, তোমায় একটু ডিস্টার্ব করব?

দেবেশ টিভি থেকে মনোযোগ সরাল, কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ। উপল আজ ফোন করেছিল। ও এবার একটা ফাইনাল সেটলমেন্টে আসতে চায়।

তাই নাকি? দেবেশ রীতিমতো উদ্ভাসিত। চকচকে গলায় বলল, অ্যাদ্দিনে তা হলে সুমতি হল?

তুমি যা ভাবছ, তা নয় বাবা। চিকুর চিলতে হাসল, উপল সেপারেশনের কথা বলছিল। সেটা মিউচুয়ালি করব, না ডিভোর্সের মামলা আনবে, জানতেই ফোন।

pathagar.net

ও! দেবেশ নিবে গেল ঝপ করে। মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, তোর কী মত?

মিউচুয়ালই তো বেটার। কেস মানেই তো এ ওর নামে অ্যালিগেশন আনবে... হয় মেনে নাও, নয় দিনের পর দিন কোর্টে ছোটো... হয়রানির একশেষ। ও আমার পোষাবে না।

উপল তা হলে কিছুতেই আলাদা থাকতে সম্মত হল না?

তাই তো দেখছি।

এই পরিস্থিতিতে বাবা হিসেবে এরপর কী বলা কর্তব্য, ভেবে পাচ্ছিল না দেবেশ। তবু মুখে প্রশ্ন এসেই গেল, তুই এক কথায় সেপারেশনে রাজি হয়ে গেলি?

আমার তো আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই।... আপত্তি করব কেন?

কী সরল বিবৃতি! যেন বিচ্ছেদের গুরুত্বটাই বুঝছে না মেয়ে! অন্তত স্বরে তো কোনও ছাপ নেই! আশ্চর্য, মনে মনে কি একটুও পুড়ছে না? তড়িঘড়ি জেদ করে বিয়েটা করল... দু'-এক বছর ধৈর্য ধরতে বলেছিল দেবেশ, যাতে এম এ-টা শেষ করে নিতে পারে চিকুর... মেয়ের তর সইল কই! এখন বিয়ে ভাঙতেও যেন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই এতটুকু!

দেবেশ বলে ফেলল, ভালবাসা-টাসা সব তা হলে উবেই গেল?

ভালবাসা আর বন্ধন তো এক নয় বাবা। যা স্বাভাবিকভাবে ঘটছে, তাকে তো মেনে নেওয়াই ভাল। জোর করে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখায় আমার বিশ্বাস নেই।

এর পর আর কী বলার থাকে?

চিকুর চলে গেছে। খেলাতে আর মন বসছে না, টিভি বন্ধ করে উঠল দেবেশ। পায়চারি করছে। ও ঘর থেকে কুটুসের মিহি স্বর উড়ে এল, খাওয়া নিয়ে যুদ্ধ শুরু হল মা-ছেলের। কুটুসকে ভেংচে ভেংচে গান গাইছে ফুল, রেগে চেঁচাচ্ছে কুটুস...। বেশ লাগছে শুনতে। কিন্তু চিকুরের জীবনে যা ঘটতে চলেছে, তা কি শুভ? নাকি অশুভ? এক দিক দিয়ে বোধহয় স্বস্তির। যেভাবেই হোক, একটা লাগাতার উদ্‌বেগের অবসান তো হল আজ।

আচম্বিতে পা নিথর। মেয়ের জীবনের এত বড় একটা ঘটনা, আর পাঁচটা লোক যাকে সর্বনাশই বলবে, দেবেশকে সেভাবে বিচলিত করছে

pathagar.net

না তো? চিকুর পাকাপাকিভাবে এখানেই থেকে যাক, এটাই কি তবে মনে মনে চাইছে দেবেশ? তখন ফুলকে রানিগঞ্জে নিয়ে যাওয়ার মতলবটাও অবলীলায় বাতিল করে দিল! দুটোর মধ্যে কোনও যোগসূত্র নেই তো? তবে কি মেয়ে-নাতি-নাতনি নিয়ে একটা নিজস্ব গণ্ডি তৈরি করে বাকি জীবনটা সে নিশ্চিন্তে কাটাতে চায় এখন? একাকিত্বের সম্ভাবনাকে ভয় পাচ্ছে?

একটা দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল দেবেশের বুক বেয়ে। শুভার মৃত্যু শেষে তাকে স্বার্থপর করে দিল!

pathagar.net

পুষ্পেন্দু জানা বলল, তা হলে প্রোগ্রাম শিডিউল শেষমেশ কী দাঁড়াল?

প্রিন্ট আউটখানা টেবিলে ছড়াল চিকুর। আঙুল দেখিয়ে বলল, পরশু আমরা মিট করছি এইখানে। উলটোডাঙা মোড়ে। গাড়ি আসবে ডট সেভেন থার্টি। ভায়া পার্ক সার্কাস কানেক্টার, বড় ফ্লাইওভার পেরিয়ে, ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে নেব। উইদিন সাড়ে ন'টা নুরপুরে ইন।

ওখানে ক'টা স্পট?

চারটে। স্কন্ধকাটা সাহেব-মেমের সমাধি, অনাথ আশ্রম, তারপর যেখানে জলদস্যুরা আড্ডা গেড়েছিল, লাস্টে লাইট হাউস। ...মিশনারিদের অরফ্যানেজটাই তোমার টাইম খাবে, বুঝলে। অনেকটা স্পেস জুড়ে ক্যামেরা ঘোরাতে হবে তো।

পুষ্পেন্দু নাক কুঁচকাল, গঙ্গাও তো নিতে হবে।

নদী তো তিন দিনই থাকবে। আহা, অত সুন্দর নদী, ছলাৎছল ঢেউ...!

তারপর তো গেঁওখালি? লঞ্চে? ক্যামেরা কাঁধে?

কারেক্ট। গেঁওখালির রিভার-সাইডটা জাস্ট তুলেই ব্যাক টু নুরপুর। একটা ভাল সানসেট পেতে হবে। দেন প্যাক আপ। পরদিন সকালে সেম টাইমে, সেম প্লেস থেকে স্টার্ট। সোজা বম্বে রোড, বাগনান, গাদিয়াড়া। শেষের দিকে রাস্তাটা টুটাফুটা, টাইম বেশি লাগবে। বেশিক্ষণ অবশ্য গাদিয়াড়ায় থাকব না, হোটেল বুক করেই লঞ্চে গেঁওখালি। ওখানে মন্দির, গেস্ট হাউস ক্যামেরাবন্দি করে মায়াচর। তারপর গঙ্গা-দামোদর-রূপনারায়ণের সঙ্গমটা ঘুরে, নদী থেকে একটা ঘ্যাম সানসেট নিয়ে, ফের গাদিয়াড়া। রাতে স্টে, পরদিন ভোরে সানরাইজ, তারপর ইন্টারেস্টিং স্পটগুলো...

pathagar.net

বোঝাতে বোঝাতে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল চিকুর। শিরশির করছে গা। কলকাতার কাছেই যে এত চমৎকার-চমৎকার জায়গা আছে, চাকরিটা না-পেলে জানাই হত না। ট্রাভেল এজেন্সি থেকে টিভিতে ভ্রমণ বিভাগ, এ যেন কপালের যোগাযোগ। বুদ্ধি করে প্রথম ইন্টারভিউয়ের দিনই ম্যাডামকে নিজের পছন্দের কথা জানানোয় কাজ হয়েছে। মার্চ থেকে পরদায় আসছে ছন্দমের ভ্রমণের অনুষ্ঠান। আপাতত দুটো ভাগে। 'হঠাৎ হঠাৎ' আর 'উইকএন্ড'। দুটোই দশ মিনিট। দিনের দিন ঘুরে আসার জায়গাগুলো নিয়ে কাজ করছে চিকুর। কাজের দৌলতে গত আট-দশ দিনে কত যে ঘোরা হয়ে গেল। অবশ্য ইউনিট নিয়ে বেরোনোর অভিজ্ঞতা পরশুই প্রথম হবে। ঠিকঠাক পারবে কিনা তা নিয়েও একটা চাপা টেনশন তো আছেই।

মোটামুটি শুনে নিয়েছে পুষ্পেন্দু। বলল, কাল কিন্তু আর দেখা হচ্ছে না। কাল সারাদিন আমার অন্দরবাহার।

কাল কোন কোন সেলিব্রিটির অন্দরে ঢুঁ মারছ?

সকালে গায়ক, বিকেলে নায়ক। মাঝখানের গ্যাপে আরও কোথায় কোথায় যেন যাওয়ার আছে।

তমাল ডিটেল দেয়নি?

জিজ্ঞেস করিনি। যেখানে বলবে, ক্যামেরা ঘুরিয়ে দেব। স্রেফ বাইরে যেতে হবে বলে তোমার কাছে লোকেশনগুলো জেনে নিলাম।

তমালের ইন্টিরিয়ার ডেকরেশনের প্রোগ্রামও কিন্তু পাবলিক খাবে।

না-গিললেই বা আমাদের কী। মালকিনের ইচ্ছে, মালকিনের টাকা, মালকিনের প্ল্যান... তিনিই বুঝবেন।

আমার তো ধারণা, ভ্রমণ, ইন্টিরিয়র দুটোতেই প্রচুর অ্যাড আসবে।

জানেন বলেই তো ম্যাডাম এগোলেন। নইলে নতুন চ্যানেলে পয়সা ঢেলে কেউ স্লট কেনে!

পুষ্পেন্দুর দায়সারা গোছের হাবভাব চিকুরের পছন্দ হচ্ছিল না। তবে ক্যামেরায় পুষ্পেন্দুর সুনাম আছে, 'হঠাৎ হঠাৎ' প্রোগ্রামটাও পুষ্পেন্দুর ওপর ভরসা করেই বানাতে হবে, তাই আর কথা বাড়াল না। পুষ্পেন্দু চলে যেতেই প্রিন্ট আউট নিয়ে বসেছে আবার। কী মনে করে মোবাইল টিপে সময় দেখল।

pathagar.net

সঙ্গে সঙ্গে শরীর বেয়ে চোরা বিদ্যুৎতরঙ্গ। উপলের সঙ্গে সাড়ে ছ'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট, পাঁচটা বাজে, ঘন্টাখানেকের মধ্যে বেরোতে হবে। একটা আবছা বিষাদ তিরতির কেঁপে উঠল বুকে। উপলের সঙ্গে এইভাবে দেখা হওয়াটাই কি তবে ভবিতব্য ছিল?

সিট ছেড়ে জানলাটায় গিয়ে দাঁড়াল চিকুর। স্বচ্ছ কাচের ওপারে মরা মরা সবুজ। প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়া গাছ পত্রপুষ্পবিহীন। একা গাছটা কি চিকুরকেই দেখছে?

টুকরো টুকরো ছবি ভাসছিল চিকুরের চোখে। লাজুক মুখে স্যারের চেম্বারে বসে উপল... শুভদৃষ্টির সময়ে উপল চোখ সরাচ্ছে না, বন্ধুরা ঠেলছে, হাসছে, তবু উপল নিষ্পলক... প্রথম শরীরী খেলায় মেতে ওঠার দিন কী ছেলেমানুষি যে করছিল... হানিমুনে নৈনিতালে গিয়েছিল তারা, বাষ্পমাখা হ্রদের পাড়ে কত রাত অবধি চিকুরকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকত... কুটুস হওয়ার পর নার্সিংহোমে সেই বিমোহিত হাসিমুখ...

ছোট শ্বাস পড়ল চিকুরের। থাক, জমা থাক। মুহূর্তগুলো নেড়েচেড়ে দেখার সুখটুকু তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। মল্লারও পারেনি। ওই অশালীন প্রস্তাবের পর মল্লারের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রাখে না চিকুর, তবু সেই রাতটা তো রয়েই গেল। মুহূর্তের জের না টানুক, মুহূর্ত আঁকড়ে না-হয় নাই বাঁচুক, চিকুর তো স্মৃতিহীন নয়।

সফিকুল ম্যাডামের চেম্বারে ছিল, বেরিয়েছে। একটা প্রোজেক্ট ফাইল হাতে চিকুরের পাশে এল, কী রে, সল্টলেকের শোভা দেখছিস নাকি?

চিকুর চিকুরে ফিরেছে। হেসে হলল, ধুৎ, কোথায় শোভা? এখন তো সব ন্যাড়া ন্যাড়া।

ফাল্গুনটা আসতে দে, দেখবি লুক বদলে গেছে। বর্ষায় তো লাল আর গ্রিন। বলতে বলতে সফিকুল থমকেছে। ভুরু জড়ো করে বলল, তোর আজ লইয়ারের কাছে যাওয়ার কথা না?

হুঁ। উপল ওয়েট করবে।

মন খারাপ?

জাস্ট ভাবছিলাম...। গিঁট পড়ে যাওয়া রিলেশন তো কেটে ফেলাই ভাল।

pathagar.net

তোরা মাইরি ভয় ধরিয়ে দিলি। বিয়েতে প্রসিড করার কথা ভাবলেই এখন হাঁটু কাঁপে। পাতলা হেসে সফিকুল গলা নামাল, ম্যাডাম তোকে খুঁজছিলেন।

কেন?

জানি না। জিজ্ঞেস করছিলেন, তুই কী করছিস!

চিকুরও যাব যাব ভাবছিল একবার। টেবিলে এসে প্রিন্ট আউটটা নিয়ে ঢুকেছে সুছন্দা সরকারের চেম্বারে।

বছর পঞ্চাশের সুছন্দা কী একটা ডিজাইন দেখছিল। চোখ তুলে বলল, বোসো।

চিকুর হাতের কাগজ বাড়িয়ে দিল, আমি এইভাবে সাজিয়েছি কাজটা। আপনি যদি একটু দেখে নেন...

প্রিন্ট আউটে না-তাকিয়ে সুছন্দা বলল, পরশুই তো তোমার ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট... তা কাজকর্ম লাগছে কেমন?

এক্সাইটিং। চ্যালেঞ্জিংও।

ভেরি গুড।... ও হ্যাঁ, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। তোমার প্রোগ্রামের টাইমটা হয়তো দু'-তিন মিনিট কমতে পারে। ইন্ডিয়ার ফেমাস ট্যুরিং স্পটগুলোর কিছু ভিডিও ক্লিপিংস জোগাড় করছি, তার জন্য সামান্য টাইম বোধহয় অ্যালট করতে হবে। অবশ্য ক্লিপিংগুলো যদি পছন্দমতো হয় তবেই ওই পার্টটা চালু করব। আমার প্ল্যান আছে, দূরের স্পটগুলোতে ছন্দমের টিম পাঠিয়ে নিজস্ব ভিডিও তৈরি করার। কন্যাকুমারিকা থেকে লাদাখ, সবই তোলা হবে।

দারুণ ব্যাপার। ভিডিও তো মার্কেটে সেলও করা যায়।

ওই ভেবেই তো ছকছি। তবে এক্ষুনি নয়। আগে আমাদের 'হঠাৎ হঠাৎ' আর 'উইকএন্ড' চালু হোক, রেসপন্স দেখি। জুলাই অগাস্টের আগে কিছু হবে না।... তোমাকে কিন্তু তখন যেতে হতে পারে।

নো প্রবলেম, ম্যাডাম। আমি এনজয়ই করব।

দ্যাটস দ্য স্পিরিট। তোমার এই অ্যাটিটিউডটার জন্যই তোমায় ভাল লেগেছিল। না হলে নতুন কাউকে, যার এই লাইনে কোনও এক্সপিরিয়েন্সই নেই, আমি নিতাম না। তুমি যে ফ্র্যাঙ্কলি আগের অফিসের প্রবলেমটা

pathagar.net

আমায় বলেছিলে, দ্যাট অলসো ইমপ্রেসড মি। লুকোছাপাটা বাজে মেয়েলি অভ্যেস, আমি ডিজলাইক করি। এনিওয়ে, তোমার টিমের সঙ্গে জমিয়ে নিয়ো, দেন ইউ উইল হ্যাভ এ নাইস টাইম।

আমার কোনও অসুবিধে হবে না। পুষ্পেন্দু, সুশীলদা, বেণু, প্রত্যেকেই খুব এফিশিয়েন্ট। ওরা আমাকে নিশ্চয়ই গাইড করবে।

হোপ সো। সবাইকে ট্যাক্টিকালি হ্যান্ডেল করাই তোমার কাজ। ক্যাশে বলা আছে, ভাউচারে টাকা তুলে নিয়ো। তবে খরচটা মেপেজুপে। নো ল্যাভিশ এক্সপেন্ডিচার, নো অপব্যয়।

ঘাড় নেড়ে চলে আসছিল চিকুর, সুছন্দা পিছু ডাকল, আর একটা কথা শুনে যাও। তুমি ড্রিঙ্ক করো কিনা জানি না। করলে করতেই পারো, এমন কিছু গর্হিত কাজও নয়। তবে আউটিং-এ থাকলে অ্যালকোহল অ্যাভয়েড কোরো। নট অ্যাজ এ অফিস-বস, ওয়ার্কিং ফিল্ডে একজন সিনিয়ার মহিলা হিসেবে এটা আমার সাজেশন। স্টিল নাউ, দিস ইজ ভেরি মাচ ম্যানস ওয়ার্ল্ড। এখানে মেয়েদের অনেক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে দাঁড়াতে হয়। যে-কাজ পুরুষরা করলে সবাই ক্ষমাঘেন্নার চোখে দেখে, অবিকল সেই কাজ মেয়েরা করলে কিন্তু ওপিনিয়নটা পালটে যায়। এমন কোনও সিচুয়েশন আমি চাই না, যাতে অফিসের পরিবেশ ডিটারিওরেট করে।

হয়তো সোজা মনেই বলল সুছন্দা। হয়তো এ লাইনে নতুন বলে চিকুরকে সে সাবধান করল। কিন্তু চিকুরের যেন মনঃপূত হয়নি কথাটা। তাকে কি উপদেশ দিল সুছন্দা? নাকি নির্দেশ? বলার সুরটাও ভারী কাঠখোট্টা। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার জেরেই কি রসকষ সব উবে গেছে? সফিকুলের মুখে চিকুর শুনেছে, প্রথম বিয়েটা নাকি ভেঙে গিয়েছিল সুছন্দার, দ্বিতীয় পক্ষের সঙ্গেও নাকি বনিবনা নেই, প্রথম পক্ষের মেয়েকে নিয়েও কী সব সমস্যা আছে...। ঘরে বাইরে নানান জটিল আবর্তে পড়েই কি বেশি কেজো আর হিসেবি হয়ে যেতে হল?

ম্যাডামের চেম্বার থেকে বেরিয়ে চিকুর উদাস হাসল। কে জানে, চিকুরও হয়তো একদিন এরকমই এক সুছন্দা সরকারে পরিণত হবে! কোনও এক কম বয়সি চিকুরকে জ্ঞান ঢালবে প্রাণভরে, সুছন্দার মতো সাবধানী সুরে...!

কাজ নিয়ে ফের বসল চিকুর। তবে আর মন নেই। সময় দেখছে।

pathagar.net

উপল একদৃষ্টে চিকুরকে দেখছিল। চিকুরের মুখ নয়, মুখমণ্ডলের প্রতিক্রিয়া। কপাল কতটা কুঞ্চিত হচ্ছে, কোথায় থামছে চোখ, চোয়াল শক্ত হল কিনা...। কিছুই সেভাবে ধরতে পারছিল না। আপসে বিচ্ছেদের খসড়াখানা টেবিলে রেখে, সামান্য ঝুঁকে, সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন মুখে পড়ে চলেছে একটানা। যেন কোনও প্রবন্ধ পাঠ করছে চিকুর।

উপলের কেমন অস্থির অস্থির লাগছিল। চিকুর আজ আগাগোড়াই ভারী স্বচ্ছন্দ। নির্ভার। পাছে হরি ঘোষ স্ট্রিটে গৌতম মজুমদারের চেম্বারটা চিনতে না-পারে, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছিল উপল, ট্যাক্সি থেকে নেমেই চিকুর কী সহজভাবে জিজ্ঞেস করল, কতক্ষণ এসেছ?

গলায় ওজন এনে উপল বলেছিল, প্রায় আধ ঘণ্টা।

সরি, সরি। হাতিবাগানের মোড়ে জ্যামে এমন ফেঁসে গেলাম...! উকিলবাবু এসে গেছেন?

অনেকক্ষণ। তোমার জন্য ওঁকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

চলো, চলো, চলো।

চেম্বারে ঢুকেও চিকুরের বিকার নেই। প্রশান্ত রায়ের জুনিয়র গৌতম যথেষ্ট খাতির করে উপলকে। সৌজন্য দেখিয়ে চা-কফির কথা পাড়ল, ওমনি চিকুর কফিতে রাজি! যেন গৌতমের বাড়ি বেড়াতে এসেছে! উপলের সামনে কি নিজেকে স্বাভাবিক প্রতিপন্ন করতে চাইছে চিকুর? নাকি উপলের বিচ্ছেদের প্রস্তাবকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখছে?

কিন্তু আজ সে চিকুরকে ছাড়বে না। অনেক জ্বলছে উপল, বুকে দগদগ করছে ঘা, আজ চিকুরকে সে জ্বালাবেই।

ফস করে উপল বলে উঠল, সাত নম্বর ক্লজটা দেখেছ?

চিকুর চোখ না-তুলেই বলল, অ্যালিমনির ব্যাপারটা? হ্যাঁ, এই তো পড়ছি।

ওতে কিন্তু আমরা কেউ কারও কাছ থেকে খোরপোষ দাবি করছি না। উপল ইচ্ছে করে ঠোঁট ছুঁচোলো করল, অবশ্য তুমি প্রে করলে ক্লজটা সামান্য বদলানো যেতে পারে। একটা কোনও রিজনেবল অ্যামাউন্ট আমি তোমায় দিতে পারি মাস-মাস।

না না, তুমি কোত্থেকে দেবে? তোমার নিজেরই তো পার্টটাইম চাকরি।

pathagar.net

হুলটাকে যেন টোকা মেরে ফেলে দিল চিকুর। দিব্যি স্বতঃস্ফূর্ত স্বরে বলল, তা ছাড়া আমার তো রোজগার আছে।

উপল চিড়বিড়িয়ে জ্বলে গেল। সে যে পুরোদস্তুর চাকরি করে না, গৌতমকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলার কী অর্থ? পালটা অপমান করল না তো?

গোমড়া মুখে উপল বলল, মাঝে মাঝেই তো তোমার চাকরি-বাকরি থাকে না, তাই বলা।

এখন আছে। উপল নয়, গৌতমের দিকে তাকিয়ে চিকুর বলল, অফিস থেকেই তো এলাম।

গৌতম ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করল, কোথায় আছেন আপনি?

তেমন বলার মতো কিছু নয়। একটা ছোটখাটো কাজ...

ইঙ্গিত বুঝেছে গৌতম, দ্বিতীয় প্রশ্নে গেল না। কিন্তু উপলের রাগ প্রশমিত হয়নি। জ্বলুনিটা বাড়ছে বরং। নিজের দুর্বলতাই যেন অক্ষম ক্রোধ হয়ে ফুটছে ভেতরে। পলকের জন্য ঝলসে উঠল নার্সিংহোমের সেই নির্জন করিডোর। সেই চোয়াড়েটার বুকে মাথা রেখে...! সবে মা মরেছে, তখনই কী বেহায়াপনা!

চিকুরের পাঠ শেষ। খসড়াটা বাড়িয়ে দিয়েছে গৌতমকে। শান্ত স্বরে বলল, এমনি সব ঠিক আছে, তবে দুটো পয়েন্ট বদলাতে হবে।

সৌম্যদর্শন বছর পঁয়তাল্লিশের গৌতম চোখে চশমা এঁটেছে। জিজ্ঞেস করল, কোন দুটো?

নয়, দশ। কাস্টডির ব্যাপারটা। যেখানে বলছেন, ছেলে তার বাবার কাছে থাকবে। আর সপ্তাহে একদিন মা দেখতে পাবে তাকে।

আপনি কি ছেলের সঙ্গে মিটিং-এর ডেটগুলো আরও বাড়াতে চান?

না। ক্লজ দুটোকে উলটে দিতে চাই। ছেলে আমার কাছে থাকবে। বাবা উইকে একদিন তাকে নিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু গ্রাউন্ড যা দেওয়া হয়েছে, তা তো যথেষ্ট র‍্যাশনাল। গৌতমের স্বর যথারীতি বিনয়ী, বাবার বাড়ি ফিনানশিয়ালি যথেষ্ট স্ট্রং, বাচ্চার আপব্রিংগিং-এর জন্য হেলদি অ্যাট্‌মস্ফিয়ার আছে, বাচ্চাকে সারাদিন ঠাকুমা ভালভাবে দেখাশুনো করতে পারবেন... প্লাস, ডোন্ট মাইন্ড, আপনার জব পজিশনটাও তো একটু আনসার্টেন...

pathagar.net

ঠিকই বলছেন। তবে ছেলেকে আমি ছাড়তে পারব না। ইনফ্যাক্ট, কাল রাত্তিরেও আমি ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে আমার কাছেই থাকতে চায়। এখন আপনিই বলুন, অ্যাজ এ মাদার আমার কী করা উচিত?

পেয়েছে, পেয়েছে, উপল বাগে পেয়েছে চিকুরকে! হায়নার মতো ঘাপটি মেরে ছিল এতক্ষণ, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল এবার। হুঁহুঁ বাবা, ওইখানেই যে শেষ পর্যন্ত বঁড়শি গাঁথবে, এমন ভাবনা একটা আগেই এসেছিল।

ভেতরের দাবানলকে চাপা দিয়ে উপল অদ্ভুত এক নির্লিপ্তি ফোটাল গলায়, কিন্তু ওই দুটো ক্লজ তো চেঞ্জ করা সম্ভব নয়। যা আছে, ইন টোটো তাই রাখা হবে।

তা হলে তো আমি মিউচুয়ালের ড্রাফট অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না।

সে তোমার ব্যাপার।... গৌতমদা, তা হলে কী করা যায়?

মিউচুয়াল না হলে তো ডিভোর্স স্যুট ফাইল করতেই হবে, উপলভাই।

শুনলে তো? উপল হিংস্র উল্লাসটা আর গোপন রাখতে পারল না। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তুমি কিন্তু তা হলে কেসে যেতে আমায় ফোর্স করছ!

উঁহু। চিকুর দু'দিকে মাথা নাড়ল, আমি শুধু কুটুসের ইচ্ছেটাকে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

হাসিও না। উপল ভেংচে উঠল, কুটুসকে রাখবে তুমি? যে সারাদিন উড়ে উড়ে বেড়ায়?... কুটুস রায়বাড়ির ছেলে, রায়বাড়িতেই থাকবে।

উপলের উষ্মাটাকে উপেক্ষা করে উঠে পড়েছে চিকুর। বেরোতে বেরোতে গৌতমকে বলল, চলি তা হলে। মামলাই ফেস করব।

এত নিরামিষভাবে দৃশ্যে যবনিকা পড়বে? উপল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করেছে চিকুরকে। রাস্তায় এসে ধরল, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়? সত্যি সত্যি কেস লড়তে চাও?

চিকুর দাঁড়ায়নি। হাঁটতে হাঁটতে বলল, আমি তো চাইনি। তোমরা আমাকে বাধ্য করছ।

তুমি কোর্টে টিকতে পারবে? তোমার কী হাল হবে জানো? তোমাকে ছিন্নভিন্ন করে দেব।

pathagar.net

সেটাও কোর্টেই দেখব।

কী-কী চার্জ আনব, আগেই জানিয়ে দিচ্ছি। ক্ষমতা থাকলে ডিফেন্ড কোরো। উপলের স্বরে প্রশান্ত রায় বেজে উঠল। আরও যেন ক্রূর ভঙ্গিতে। হিসহিস করে উপল বলল, মানসিক নির্যাতন, ইনসোলেন্ট বিহেভিয়ার তো থাকছেই। অ্যাডাল্টারি প্রমাণ করাও আমার পক্ষে কঠিন নয়। অ্যাটলিস্ট, তোমার নৈতিক চরিত্র যে ডাউটফুল, এটা এস্ট্যাবলিশ করা তো বাঁয়ে হাত কা খেল। কোর্টে যখন তোমার গাদা গাদা বয়ফ্রেন্ডদের ক্রস করা হবে... ইউ উইল হ্যাভ এ ভেরি টাফ টাইম। কাস্টডির দাবি তো তোমার টিকবেই না। মরাল গ্রাউন্ড দেখিয়েই কুটুসকে আমি ছিনিয়ে নেব। কোর্টকে এটাও বলব, দেখুন ধর্মাবতার, যে-বউ শত অনুনয়ের পরেও স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়িকে চরম অপমান করে, তার কাছে ছেলেকে দেবেন? নাকি যে-পরিবার অত অপমান হজম করেও বউয়ের মায়ের মৃত্যুতে পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, তেমনই এক সহৃদয় ফ্যামিলিতে বাচ্চাকে মানুষ হওয়ার সুযোগ দেবেন?... এই যে এত দেরি করে মামলা করব, সেটাও তোমার বিপক্ষেই যাবে। প্রমাণ হয়ে যাবে, ক্রাইসিসের মোমেন্টে তোমাকে আমরা হার্ট করিনি। ছেলেকে পুজোতে পর্যন্ত নিয়ে আসিনি। একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে হাঁপাচ্ছে উপল। দম নিতে নিতে বলল, আমাকে খুব কাঁচা খেলোয়াড় পেয়েছ, অ্যাঁ? তুমি একাই খেলতে পারো, আমি পারি না?

হাঁটতে হাঁটতে গ্রে স্ট্রিট এসে গেছে। চিকুর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, থাক না উপল ওসব কথা।

কেন থাকবে? উপল প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, কার ভরসায় ডিভোর্স করছ, অ্যাঁ? তোমার সেই মল্লার?

নভেম্বরে মল্লারের বিয়ে হয়ে গেছে, উপল।

ও। উপল যেন একটা থান ইটে ঠোক্কর খেল। পরক্ষণে মন থেকে সরিয়ে দিয়েছে ইটখানা অনায়াসে। টিটকিরি ছুড়ল, মল্লার গেছে, আর কেউ আসবে। জড়িয়ে ধরে কাঁদার মানুষ পেতে আর কতক্ষণ?

চিকুর চমকে উপলের দিকে তাকাল। তাকিয়েই আছে। উপলের মনে হল, চিকুর যেন সার্চলাইট ফেলে তার অন্তস্তল পর্যন্ত দেখছে। জেদ করে

pathagar.net

চোখ নামাচ্ছিল না উপল। আজ সে কিছুতেই কুহকিনীর কাছে হারবে না। কিছুতেই না।

হঠাৎই উপলের হাতটা ধরেছে চিকুর। মৃদু চাপ দিয়ে বলল, তুমি বড্ড কষ্ট পাচ্ছ উপল। বাড়ি যাও।

ট্যাক্সি ধরে চলে গেছে চিকুর। উপল দাঁড়িয়ে আছে। বাস-ট্রাম-রিকশা-অটোর জঙ্গলে উৎকট কোলাহল। উপল দাঁড়িয়ে আছে। দুলছে পৃথিবী, কাঁপছে আকাশ। উপল দাঁড়িয়েই আছে।

pathagar.net

পনেরো

ডিভোর্সের মামলা হলই শেষ পর্যন্ত। হেরে গেছে চিকুর, কুটুসকে সে পায়নি। পরপর তারিখ ফেলে, মাত্র চারটে শুনানিতেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়ে নিল প্রশান্ত রায়।

কুটুস এখন রায়বাড়িতে। আগেই কেমন করে যেন গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল, পাতিপুকুর থেকে তার পাকাপাকি বাস উঠল, খুব কান্নাকাটি করেছিল যাওয়ার সময়ে। চিকুর তাকে অতি কষ্টে বুঝিয়েছে, প্রতি শনিবার কুটুসকে সে নিয়ে আসবে স্কুল থেকে, রবিবার থাকবে, দাদু আর ফুল অনেক খেলা করবে তার সঙ্গে, আবার তাকে সোমবার স্কুলে পৌঁছে দেবে চিকুর। তার নতুন স্কুলে। দামি স্কুলে। যেখানে শুধু প্রশান্ত রায়রাই পড়াতে পারে।

চিকুর কাজ করছে মন দিয়ে। আনমনা হওয়ার উপায় নেই, দায়িত্বটা বাড়ল যে। টিভিতে শুরু হয়েছে 'হঠাৎ হঠাৎ'। রিপোর্ট এখনও পর্যন্ত মন্দ নয়। উপচে না-পড়লেও আসছে বিজ্ঞাপন। সম্ভবত প্রোগ্রামটা চলবে। অবিরাম নতুন নতুন দ্রষ্টব্য স্থান খুঁজে বের করতে হয় চিকুরকে, পড়তে হয় বইপত্র, ঘাঁটতে হয় ইন্টারনেট, সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ছুটতে হয় এদিক সেদিক। হ্যাঁ, কাজের সুবিধের জন্য বাড়িতেই একটা কম্পিউটার কিনে ফেলেছে চিকুর। তার তো লাগবেই, ফুলও সড়গড় হয়ে যাক যন্ত্রটায়।

আজ চাপ খানিক হালকাই ছিল অফিসে। কাল ভোরে বজবজের কাছে অছিপুর যাওয়া আছে। চিনা মন্দির আর কী-কী তুলবে ক্যামেরায়, মোটামুটি ছকে নিয়ে অফিস থেকে যখন বেরোল, শেষ বৈশাখের দাপুটে দিন তখন মরে আসছে।

বাস স্টপে পৌঁছোনোর আগেই হঠাৎ এক দমকা বাতাস। প্রথমে হলকা মতন, পরক্ষণে হিমেল। ধুলো নাচছে, শুকনো পাতারা ছুটছে এলোমেলো,

pathagar.net

টুকরো প্লাস্টিক পাক খেতে খেতে উড়ে গেল শূন্যে। পথের দু'ধারে গাছপালা দুলছে এপাশ-ওপাশ, যেন মাথা ঝাঁকাচ্ছে অসহায়ের মতো। আকাশ চিরে ঝিলিক হানল বিদ্যুৎ। রভসে মত্ত মেঘ ডাকছে গুরুগুরু। তাপ জুড়োতে এসে গেল কালবৈশাখী।

ঝড় উঠতেই এতালবেতাল ছুটোছুটি করছে লোকজন। চিকুরও বুঝি পলকের জন্য দিশেহারা। কোথায় দাঁড়াবে দেখছে। চোখেমুখে ঢুকে পড়ছে ধুলোবালি। একবার ডানদিকে দৌড়োল চিকুর, খানিক গিয়েই ফিরেছে বাঁয়ে।

তখনই টপ করে একটা প্রকাণ্ড ফোঁটা আছড়ে পড়ল চিকুরে। আবার একটা। আবার।

চিকুর আর নড়তে পারল না। ব্যাগ খুলে ছাতা বের করেছিল, রেখেও দিয়েছে পরমুহূর্তে। আহ্, আহ্...!

দু'হাত মেলে ঊর্ধ্বপানে তাকাল চিকুর। আজ চিকুর ভিজবে। ভিজবেই।

---

pathagar.net

কলেজছাত্রী চিকুর ভালোবেসে বিয়ে করেছিলো উপল কে।উপল ধনী উকিল পরিবারের একমাত্র সন্তান হলেও তার পার্টটাইম অধ্যাপনার চাকুরী।বিয়েতে অখুশি উপলের মা-বাবা।শিশুসন্তান-সহ নিজের বাড়ি ফিরে আসে চিকুর।উপলের সঙ্গে তার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়।ছেলে কুটুস কে নিজের দখলে নেয় উপল।আবাল্য বৃষ্টির প্রেমিকা আশ্রয় খোঁজে বৃষ্টিরই কাছে।